কোথাও নয়

প্রচেত গুপ্ত

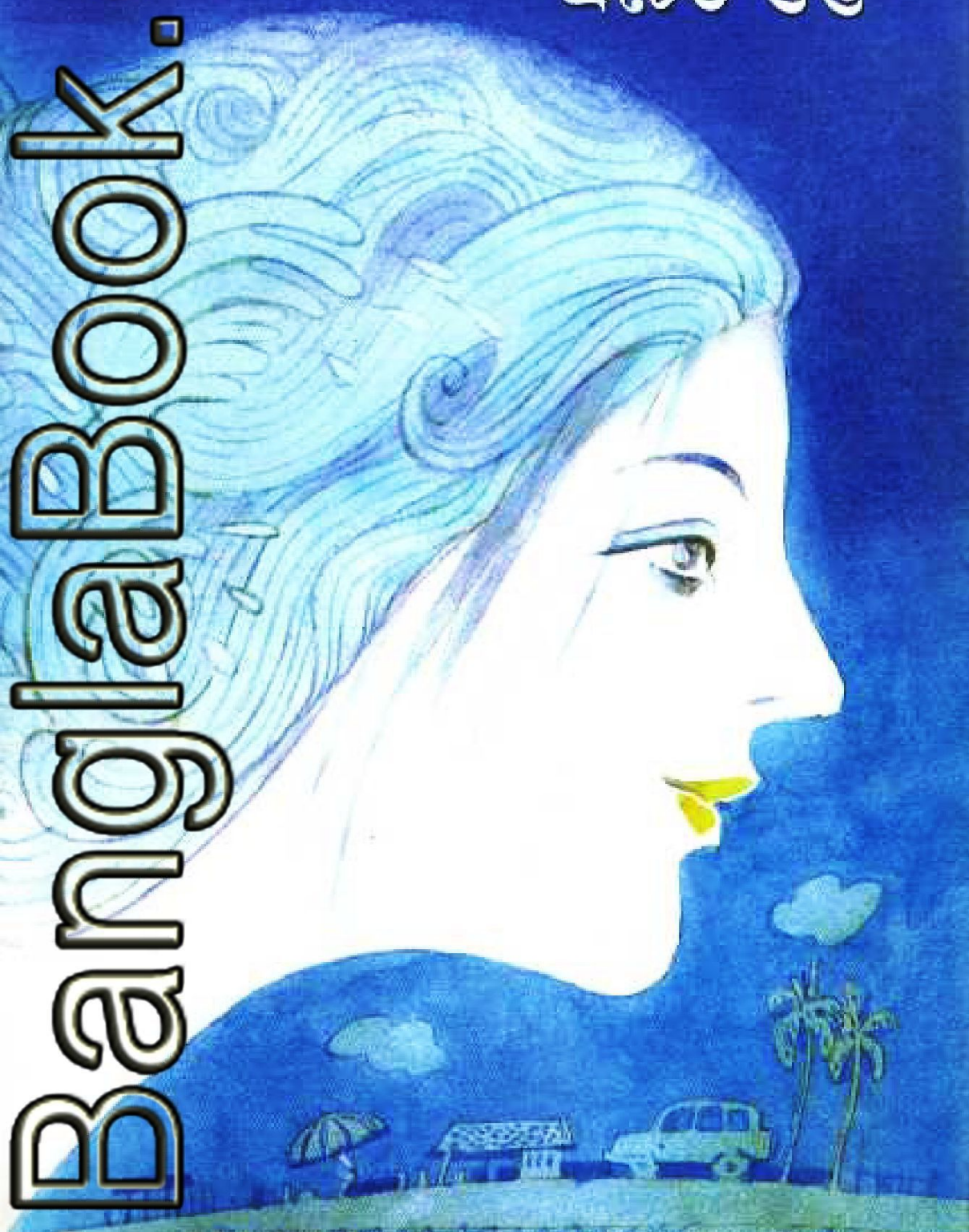

BanglaBook.org

একেক জায়গার জন্য একেক রঙের পোশাক নিতে হয়। এটাই নিয়ম। পাহাড়ে যে রঙ চলে, জঙ্গলে সেটা চলবে না। আবার সি-বিচের জন্য আলাদা রঙ। নদী হলে সেটা বদলে যাবে। কোথায় যাওয়া হচ্ছে, না জেনেই এবার জামাকাপড় নিতে হয়েছে। মনটা খুঁত খুঁত করছে। মাকে সকালে জিগ্যেস করেছিল রূপসা। মাধবী তখন অফিসে মিটিং-এ ব্যস্ত।

'মা, একটা জরুরি কথা ছিল।'

'আবার তোমার জরুরি কথা! চট করে বলে দাও, আমি ব্যস্ত আছি।'

'তুমি কি আমাদের ডেসটিনেশনের ব্যাপারে কিছু খবর পেয়েছ?

'তোমাকে তো আগেই বলেছি, আমি কিছু জানি না।'

রূপসা বলল, 'আসলে সেটা বুঝে ড্রেসের কালার ঠিক করতাম।'

'উফ্ রূপসা, বলছি না, আমি কাজের মধ্যে আছি? এই প্রশ্নটা তুমি বরং তোমার রোহন আঙ্কেলকে ফোন করে জিগ্যেস কর।'

ফোন ধরে রোহন হই হই করে উঠল, 'রূপসা তুমি রেডি? ব্যাগ গোছানো শেষ? ক্যামেরা কি নিচ্ছ? আমি নিচ্ছি না। হাতে কিন্তু মাত্র কটা ঘণ্টা।'

রূপসা গম্ভীর গলায় বলল, 'না, রেডি নয়। আপনি স্পট সম্পর্কে একটু কিছু না বললে ড্রেসের কালার ঠিক করতে পারছি না। জল না ড্রাই এটুকু তো বলবেন?'

রোহন আওয়াজ করে হেসে উঠল।

'বাপ্‌রে! এত ঝামেলা? আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয় রূপসা, তুমি নিজের মতো একটা ভেবে রঙ বেছে নাও, তারপর ওখানে গিয়ে দেখা যাবে তোমার ভাবনাটা মিলল কি না। এটাও একটা খেলার মতো হবে। রঙের খেলা।'

ISBN : 978-81-295-0877-5

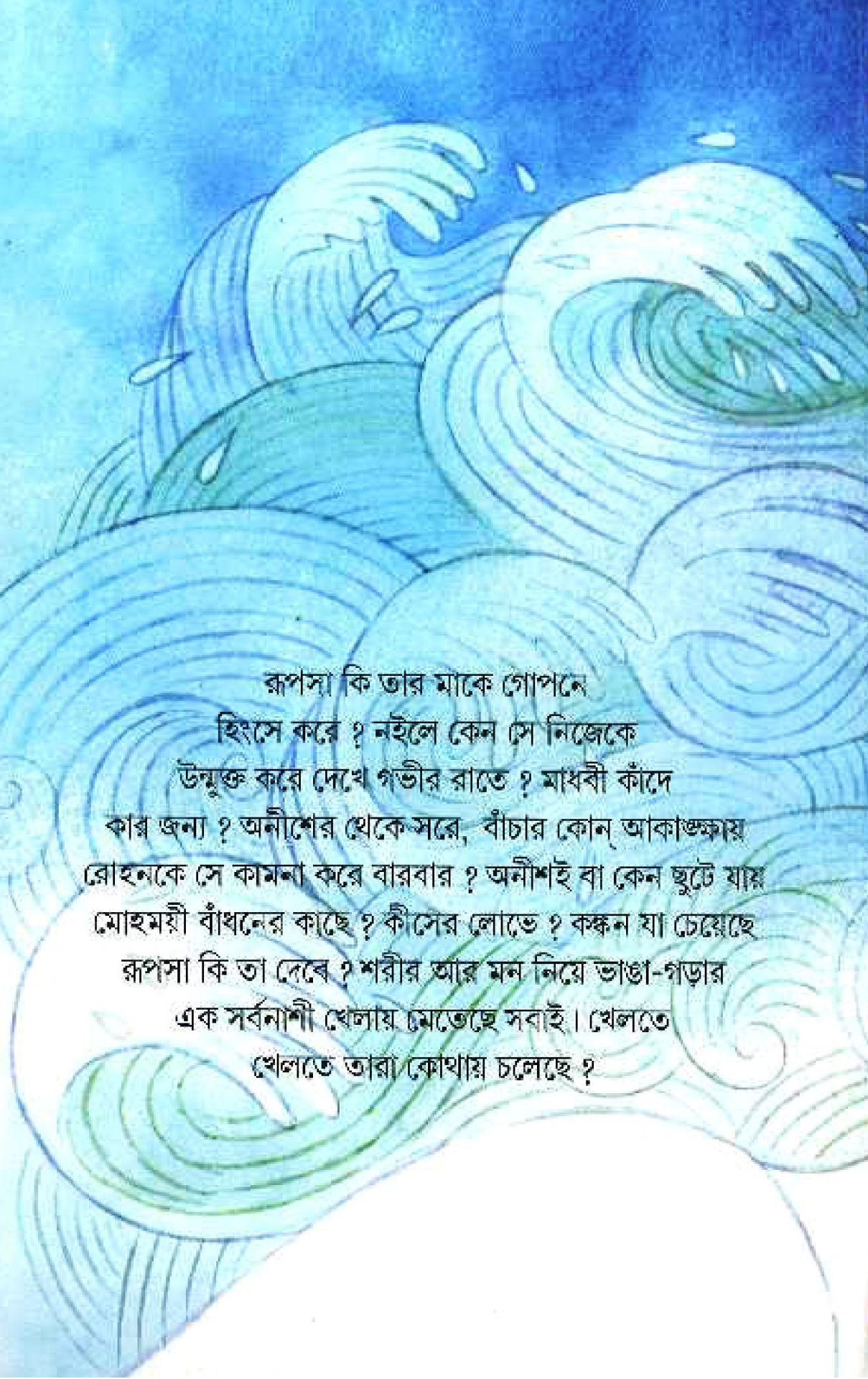

রূপসা কি তার মাকে গোপনে
হিংসে করে ? নইলে কেন সে নিজেকে
উন্মুক্ত করে দেখে গভীর রাতে ? মাধবী কাঁদে
কার জন্য ? অনীশের থেকে সরে, বাঁচার কোন্ আকাঙ্ক্ষায়
রোহনকে সে কামনা করে বারবার ? অনীশই বা কেন ছুটে যায়
মোহময়ী বাঁধনের কাছে ? কীসের লোভে ? কঙ্কন যা চেয়েছে
রূপসা কি তা দেবে ? শরীর আর মন নিয়ে ভাঙা-গড়ার
এক সর্বনাশী খেলায় মেতেছে সবাই। খেলতে
খেলতে তারা কোথায় চলেছে ?

প্রচেত গুপ্তর জন্ম কলকাতায়। ১৯৬২ সালের ১৪ অক্টোবর। বাবা ক্ষেত্র গুপ্ত, মা জ্যোৎস্না গুপ্ত দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের কাছ থেকেই লেখালেখির প্রেরণা, উৎসাহ। কলকাতার উপকণ্ঠে বাঙুর অ্যাভিনিউয়ে স্কুল জীবন। পরে স্কটিশ চার্চ কলেজে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা শেষ করে সাংবাদিকতার পেশায় প্রবেশ। বাংলার সবকটি উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকায় গল্প, উপন্যাস লিখেছেন। বিষয়ের অভিনবত্ব এবং গল্প বলার সহজ ঢঙে খুব অল্পদিনেই পাঠক-পাঠিকার মন জয় করেছেন প্রচেত। জীবনের সুখ, দুঃখ, জটিলতাকে আশ্চর্য ভঙ্গিতে উপস্থাপনা করবার জাদুকাঠি তাঁর হাতে রয়েছে। ফলে তাঁর কাহিনি একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামা যায় না। চিত্রপরিচালক তরুণ মজুমদার লেখকের 'চাঁদের বাড়ি' উপন্যাসটি চিত্রায়িত করেছেন। এছাড়াও তাঁর গল্প নিয়ে বহু টেলিফিল্ম, সিরিয়াল, নাটক তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে নীল আলোর ফুল, ছুটি, ভূত, কোন্ ভাঙনের পথে, জল, জোকার, দূরে বাজে উল্লেখযোগ্য। বাংলা আকাদেমি প্রবর্তিত সুতপা রায়চৌধুরি স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন 'আমার যা আছে' উপন্যাসটির জন্য। সাহিত্যিক হিসেবে 'আকাশের সেরা সম্মান' লাভ করেছেন ২০০৮ সালে।

কোথাও নয়

প্রচেত গুপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

KOTHAO NAY
A Bengali Novel *by* PRACHETA GUPTA
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone 2241-2330/2219-7920 Fax (033) 2219-2041
e-mail deyspublishing@hotmail.com
Rs. 70.00

ISBN 978-81-295-0877-5

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৯, মাঘ ১৪১৫

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ দেবব্রত ঘোষ

৭০ টাকা

প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপনা দিলীপ দে, লেজার অ্যান্ড গ্রাফিকস
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

প্রাণের বন্ধুরা যে সুযোগ পেলে বিপদে ফেলে সেকথা আমি শুনেছি, কিন্তু কখনও বিশ্বাস করিনি। এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

সুস্মিতা, টুকু, আবীর, অমিতাভ

যখন আমার গল্প-উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ত তখন আমার লেখা প্রায় কিছুই প্রকাশিত হয়নি। বই তো দূরের কথা। পাণ্ডুলিপি পড়ে ওরা খুবই হইহই করত। বলত, 'আরও লেখ্, আরও লেখ্। আরও অনেক লেখ।'

আমি ওদের কথা বিশ্বাস করলাম এবং বিপদে পড়ে গেলাম।

আমার সেই চার প্রাণের 'শত্রু'কে—

কোথাও নয়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ইংরেজিতে টাইপ করা দুটো লাইন। যার অর্থ—

'তোমাকে আমাদের আর প্রয়োজন নেই। গত দশ মাস তোমার সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমরা খুশি। তুমি তোমার বকেয়া বুঝে নিও। শুভেচ্ছা রইল।'

চিঠি পড়ে মেয়েটা হাসল। তারপর হাসি মুখেই চিঠি ভরে ফেলল ব্যাগে। মেয়েরা সাধারণত পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে হাতব্যাগ নেয়। এই মেয়ে তা করেনি। তার শাড়ি এবং ব্যাগের রঙ সম্পূর্ণ আলাদা।

অনীশের অস্বস্তি হচ্ছে। যখন হাসবার নয়, তখন কেউ হাসলে মনে হয়, মানুষটা হয় বোকা নয় পাগল। এ মেয়ে কোনটা? বোকা না পাগল?

অনীশ তার চাকা লাগানো চেয়ারটা সামান্য পিছনে ঠেলে নিল। ঘরে দুটো এসি চলছে। চুপ করে থাকলে মনে হয়, দুজনে ফিসফিস করছে। অনীশ টেবিলের ওপর ছড়িয়ে থাকা কাগজগুলো অকারণে এপাশ ওপাশ করল। পেনটা সরালো। ল্যাপটপের কি ছুঁতেই জেগে উঠল পর্দা । জ্যামিতির নকশারা সেখানে এঁকে বেঁকে, উল্টে পাল্টে, উঠতে নামতে লাগল ইচ্ছেমতো।

চাকরি চলে যাওয়ার চিঠি নিয়ে বসের দিকে তাকিয়ে কেউ হাসতে পারে? ভুল দেখেনি তো?

অনীশ আড়চোখে তাকাল। না, ভুল দেখেনি। রিচি নামের মেয়েটা সত্যি হাসছে। বড় হাসি কিছু নয়, ঠোঁটের কোনায় সামান্য হাসি, কিন্তু হাসছে। এই পরিস্থিতিতে সামান্য হাসিও আশ্চর্যের। সবথেকে বড় কথা হল, আড়চোখে দেখেই অনীশের মনে হচ্ছে হাসিটা কেমন যেন! ঠিক স্বাভাবিক নয়।

'স্যার, আমি কি উঠতে পারি?'

অনীশ কিছু বলার আগেই টেবিলের ফোনটা বেজে উঠল। অনীশ ভুরু কুঁচকে তাকায়। এই সময় বাইরের লাইন দেওয়ার কথা নয়। মুরলী জানে। বলে দেওয়া হয়েছিল মেয়েটা যতক্ষণ থাকবে, কেউ যেন ঘরে না ঢোকে, টেলিফোনও নয়। বেশিক্ষণের ব্যাপার তো নয়, মিনিট দশ পনেরোর মামলা। তবু ফোন দিল কেন? বিরক্ত হয়ে রিসিভার তুলল অনীশ।

মুরলী বলল,'স্যার, রূপসা ম্যাডাম। লাইনটা দিচ্ছি।'

রূপসা! এই সময় রূপসা ফোন করছে! তাও মোবাইলে না করে অফিসের ফোনে! অনীশ গলা নামিয়ে বলল, 'কী হল রূপসা তুমি!'

রূপসা ওপাশ থেকে অবাক গলায় বলল,'কী হল মানে? যা ব্বাবাঃ তুমি মোবাইল অফ্ করে জিগ্যেস করছো কী হল? আমি তো এতক্ষণ মোবাইলেই চেষ্টা করছিলাম।'

অনীশ টেবিলের পাশে রাখা মোবাইলটা হাতের কাছে টেনে নিল। রূপসা ঠিকই বলছে, মোবাইল বন্ধ। খানিক আগে মিটিঙের সময় বন্ধ করেছিল। তারপর থেকে আর খেয়াল নেই। মিটিং খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলে অনীশ সাধারণত মোবাইল বন্ধ করে না। এই মিটিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একটা বড় কাজ হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে। আমেদাবাদের পার্টি।ছটা না সাতটা হাউসিং প্রজেক্ট নিয়ে এখানে কাজ শুরু করছে। শপিং মলও আছে। সব মিলিয়ে বেশ কয়েক কোটি টাকার ব্যবসা। পার্টি আগে আঁটঘাট বেঁধে নামতে চায়। ঠিক কোন ধরনের হাউসিং আর শপিং মলের জন্য কলকাতার বাজার ফাঁকা আছে, দাম কত হওয়া উচিত, লোকেশন কী হবে— সে ব্যাপারে পেশাদার পরামর্শ নিয়ে তবে কাজে নামবে। সেই কাজ পাওয়ার জন্য অনীশরা যোগাযোগ করছে। একটা পেলে বাকিগুলোও পর পর আসতে থাকবে। শুধু অনীশরা নয়, কম করে আরও পাঁচটা কনসালটেনসি ফার্ম এই পার্টির পিছনে ছুটছে। ওদের এক কর্তা জগদীশ প্যাটেল না কী যেন নাম, সপ্তাহখানেক হল কলকাতায় এসে ক্যাম্প অফিস করে বসেছে। লোকটা হার্ড নাট। সহজে টসকাচ্ছে না। টাকা পয়সার ইঙ্গিতেও লাভ হয়নি।

কী ভাবে লোকটাকে ম্যানেজ করা যায় তাই নিয়েই ঋতব্রতর সঙ্গে মিটিং চলছিল। ঋতব্রত এই ফার্মে ফাইনান্সের দায়িত্বে থাকলেও, অন্য দিকগুলোও ভালো বোঝে।

অনীশ বলল,'সরি মাই গার্ল, এবার বল কিছু হয়েছে? এনি প্রবলেম?'

'হ্যাঁ বাবা একটা সমস্যা হয়েছে। তুমি কি এখন খুব ব্যস্ত?'

অনীশ মুখ ফিরিয়ে রিচির দিকে তাকাল। মেয়েটা একইভাবে বসে আছে। ডান হাতটা টেবিলের কাচে। অল্প অল্প আঙুল ঠুকছে। যেন অদৃশ্য কোনো গানের সঙ্গে তাল দিচ্ছে। চাকরি চলে যাওয়ায় এই মেয়ে আনন্দে গান করছে নাকি!

অনীশ মুখ নামিয়ে বলল, 'একটু ব্যস্ত তো বটেই। একজনের সঙ্গে একটা জরুরি বিষয় নিয়ে কথা বলছি।'

ওপাশ থেকে রূপসা বলল, 'আমারটাও জরুরি বাবা।'

অনীশ বুঝতে পারল, আর যাই হোক মেয়ের ফোনের কারণ জরুরি কিছু নয়। রূপসা মাঝে মাঝেই এরকম করে। হুট্ হাট ফোন করে বসে। ওর মাকেও করত। মাধবী বাড়ি ফিরে মেয়ের ওপর চেঁচাত।

'কাজের সময় ইউসলেস কথা বলে বিরক্ত করো কেন? ছোটবেলায় করতে তার একটা মানে ছিল। এখন তুমি আর ছোট নও রূপসা, কলেজে পড়ছ। ডোন্ট

ডু দ্যাট। দরকার ছাড়া অফিস টাইমে কখনও ফোন করবে না। তাও এমনি দরকার নয়, খুব দরকার হলে তবেই করবে।'

ধমক খেয়ে মাকে ফোন করা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে রূপসা কিন্তু অনীশকে মাঝে মধ্যে করে। অনীশ রাগারাগি কিছু করে না। দু-একটার বেশি কথা তো নয়।

অনীশ বলল, 'রূপসা, একটু পরেই রিং ব্যাক করে তোমার কথা শুনছি। এখন ছেড়ে দাও।' তার অস্বস্তি হচ্ছে। রিচি কি তার কথা শুনতে পাচ্ছে? সদ্য চাকরি চলে যাওয়া একজনের সামনে বসে গল্পগুজব করা একটা অস্বস্তিরই ব্যাপারই।

রূপসা বলল, 'ঠিক আছে বাবা, আমি এখন ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু তুমি কি আমার জন্য একটা জিনিস ভেবে রাখবে?'

'কী?'

'জঙ্গলে বেড়াতে গেলে কোন কালারের ড্রেস সবথেকে মানায়? ইজ ইট গ্রিন? আমার বন্ধু মেঘনা বলছে, গ্রিন চলবে না। গাছপালার গ্রিনের সঙ্গে সেই গ্রিন মিশে গিয়ে ড্রেস কালার মিনিংলেস হয়ে যায়। সো ইট সুড বি সামথিং ডিফারেন্ট। তোমার কী মনে হয়?'

মেয়ের এই প্রশ্নে অনীশ থতমত খেয়ে যায়। জঙ্গলের পোশাক!

'মা, আমি তোমার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ফোনের ওপাশে রূপসা গম্ভীর গলায় বলল, 'তোমায় বুঝতে হবে না বাবা। জঙ্গলে তো তো তুমি বেড়াতে যাচ্ছ না, বেড়াতে যাচ্ছি আমি। পোশাক আমি পরব। মোট পাঁচজনের কাছে এই প্রশ্নটা করছি। ভোটের মতো। তিনজন হয়ে গেছে। তুমি ফোর্থ ওয়ান। এর পরেও আর একজন আছে। যে ওপিনিয়নটা সব থেকে বেশি পাব দ্যাট উইল বি অ্যাকসেপটেড্। কেমন হবে?'

'খুব ভাল হবে? তুমি কি জঙ্গলে বেড়াতে যাচ্ছ রূপসা?'

রূপসা ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। হেসে বলল,'সেটাই তো সমস্যা, কোথায় যাচ্ছি, জানি না। তবে সি-বিচ, পাহাড়, লেক সাইড যে কোনও একটা হতে পারে। সব জায়গার জন্যই ড্রেস কালার ঠিক করে রেখেছি। তবে আমার মনে হচ্ছে জঙ্গল হবে। ইন্টারেস্টিং না বাবা?'

'হ্যাঁ, ইন্টারেস্টিং। তবে এখন যে আমাকে ছাড়তে হচ্ছে রূপসা। বাড়ি ফিরে তোমার সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে কথা হবে। তার মধ্যে আমি বরং ভেবে রাখি। তোমার অন্য তিনজনের ওপিনিয়ন কি আমি জানতে পারি?'

'নো। তাহলে তুমি ইনফ্লুয়েন্সড্ হয়ে যাবে। এটা একটা সিক্রেট ভোট।'

অনীশ রিসিভার নামিয়ে রেখে মুখ তুলল। রিচি মেয়েটা আবার হাসি মুখে

BanglaBook.org

প্রশ্ন করল,'স্যার, আমি তাহলে উঠি?'

অনীশ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। রূপসা বেড়াতে যাচ্ছে! কই সে তো কিছু জানে না! অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। মেয়ের কতটাই বা সে জানে?

'রিচি, তুমি কি এক কাপ চা খাবে?'

রিচি একটু থমকে বলল, 'খেতে পারি, তবে চিনি কম দিতে বলবেন স্যার। এই অফিসে চায়ে চিনি বড্ড বেশি।'

অনীশ ইন্টারকমে ক্যান্টিনকে দু'কাপ চা পাঠাতে বলল। হাসির মতো এটাও একটা অন্যরকম ঘটনা। 'ইউ আর নো লঙ্গার রিকোয়ার্ড' লেখা চিঠি পেয়ে এখন পর্যন্ত কেউ চা খেতে রাজি হয়নি। অনীশ অফার করে, কিন্তু কেউ 'হ্যাঁ' বলে না। মনে আছে, বছরখানেক আগে অ্যাকাউন্টসের তপোধর সেনের কাজ চলে যাওয়ার পর দেখা করতে চাইল। অনীশ ডেকে পাঠাল ঘরে। শান্ত গলায় বলেছিল, 'চা-কফি কিছু খাবেন তপোধরবাবু? খেতে পারেন, অসুবিধে কিছু নেই।'

'এক গ্লাস জল খাব স্যার। ঠাণ্ডা জল।' কপালের ঘাম মুছে, কাঁপা গলায় বলেছিল তপোধর।

পিওনের এনে দেওয়া জলের গেলাসে একটা চুমুক দিয়েই টেবিলের ওপর হড় হড় করে বমি করে ফেলল মানুষটা। তারপর নার্ভাস হয়ে বলল,'সরি স্যার, কাজ চলে যাচ্ছে তো টেনশনে বমি হয়ে গেল।'

পরে সবাই বলেছিল, 'স্যার, আপনার দেখা করাটা উচিত হয়নি। বমি তো অল্প, হুট করে বেকার হয়ে যাওয়া মানুষ যা খুশি করতে পারে।'

তপোধরের চাকরি গিয়েছিল চুরির অপরাধের। অন্য যে কোনও মালিক হলে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিত। অনীশ শুধু চাকরি থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। এই মেয়েও কি সেরকম কিছু করবে? কিন্তু এর চাকরি তো চুরির কারণে যায়নি। এর চাকরি গেছে অদ্ভুত একটা কারণে। সেই জন্যই অনীশ তাকে ঘরে ডেকে নিজের হাতে চিঠি দিল। অন্য কেউ হলে শুধু সিদ্ধান্তটুকু নিয়েই ছেড়ে দিত।

অনীশের 'রূপসা অ্যাডভার্টাইসমেন্ট অ্যান্ড কনসালটেনসি প্রাইভেট লিমিটেড' বিরাট কোম্পানি কিছু নয়। আবার ছোটও নয়। আগে শুধু বিজ্ঞাপনের কাজ করত। পরে কনসালটেনসিটাও জুড়েছে। আজকাল পরামর্শ ছাড়া কেউ বাজারে প্রোডাক্ট নিয়ে নামতে ভরসা পায় না। দাম কত হওয়া উচিত থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপনের কায়দা, আউটলেটের জায়গা, ক্লায়েন্ট প্রোফাইল—সবটাই আগে আন্দাজ করে নিতে চেষ্টা করে। আর পাঁচটা ফার্মের মতো 'রূপসা কনসালটেনসি'রও কাজ বেড়েছে। রিচির মতো সামান্য একটা কর্মচারীর সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে থাকার মতো সময় এই ফার্মের মালিকের নেই। তাও আবার কাজ চলে যাওয়া কর্মচারী। তবে রিচি যে আচরণ করছে তা সত্যি অদ্ভুত।

BanglaBook.org

এমন নয় মেয়েটা কিছুই জানত না। একই ভুলের জন্য তিনবার তাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। মাত্র একমাসের মধ্যে তিনবার সাবধান করাটা কম কিছু নয়। শেষবার তো অনীশ নিজে তাকে ডেকে পাঠায়। অভিযোগের ধরণ শুনে তার মনে হয়েছিল, মেয়েটাকে একবার নিজের চোখে দেখাও উচিত। এরকম একটা কাজ যে বার বার করছে তার মুখটা চিনে রাখা ভালো। শুধু সেটুকুই নয়, তার কাছে নালিশ হয়েছিল, ভুলের কথা বলতে গেলে মেয়েটা নাকি এবার রেগেও যাচ্ছে! এ আবার কেমন কথা! ভুলও করেছে, আবার রেগেও যাচ্ছে? তাও চাকরির একবছরও পুরো হয়নি। প্রবিশন পিরিয়ড চলছে। যে কোনও সময় ছাড়িয়ে দেওয়া যায়।

মনে আছে, দশ দিন আগের ঘটনা। লাঞ্চের পর সময় দিয়েছিল অনীশ। ঘরে ঢুকে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'দাঁড়িয়ে কেন? বোসো রিচি। তোমাকে তুমি-ই বলছি। বয়েসে অনেক ছোট তুমি।'

মেয়েটা জড়সড় গলায় বলে,'ঠিক আছে স্যার।'

'রিচি, তুমি কি জানো তোমাকে কেন ডেকেছি?'

রিচি মাথা নামানো অবস্থাতেই 'হ্যাঁ, স্যার জানি। ফাইল মার্কিং-এ গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।'

অন্য কেউ হলে চিৎকার করে উঠত। অনীশ চিৎকার করবার মানুষ নয়। সে শান্ত গলাতে বলল, 'শুধু গোলামাল নয়, খুব বিচ্ছিরি ধরনের গোলমাল। রিচি এই অফিসে তোমার কাজ হল বাইরের চিঠি, ফাইল, কাগজপত্রগুলো রিসিভ করা এবং ঠিকমতো গুছিয়ে, প্রয়োজনে নোট দিয়ে কনসার্ন ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেওয়া। তাই তো?'

মেয়েটা মাথা নামিয়েই রইল।

অনীশ বলল, 'গত এক মাসে তুমি এমন সব কাগজ, চিঠি, ফাইলের ওপর আর্জেন্ট কথাটা লিখেছ যেগুলো শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো। আমি খবর নিয়ে জেনেছি, যাদের কাছে এগুলো গেছে, তারা তোমাকে ডেকে অ্যালার্ট করে দিয়েছে।'

কথা বলতে বলতেই অনীশ মেয়েটাকে দেখে নিয়েছে। প্রায় কনুই পর্যন্ত লম্বা হাতা, উঁচু গলার ব্লাউজ পরার রেওয়াজ আজকাল উঠেই গেছে। কম বয়েসে তো নয়ই। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হওয়া সত্ত্বেও রিচি কিন্তু সেই ধরনের ব্লাউজ পরেছে। তাকে খারাপ লাগছে না। শাড়িটাও পরেছে একই কায়দায়। পিঠ সোজা করে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে ডাকার আগে অনীশ খবর নিয়েছে, তার এই কর্মচারীটি ভালো। কামাই নেই, অফিসে আসার ব্যাপারেও পাংচুয়াল। টেবিলে যখন বসে,

BanglaBook.org

পুরো মনটা কাজেই থাকে। এই অদ্ভুত কাণ্ডটা শুরু হয়েছে মাত্র মাসখানেক হল, বা তার একটু বেশিই হতে পারে। এটা ভুল না অসুখ? রসিকতা করে বললে 'আজের্ন্ট অসুখ'। অফিসে এই কথাটা চাউরও হয়েছে। রিচি খাস্তগিরের 'আর্জেন্ট অসুখ' হয়েছে। দুমদাম 'আর্জেন্ট' লিখে ফেলছে ! শুনতে হালকা লাগলেও সমস্যা ক্রমশ গভীর হতে লাগল। স্বাভাবিক কারণেই অন্য কাজ সরিয়ে 'আর্জেন্ট' মার্কিং করা ফাইল, চিঠি, কাগজপত্র, নোটস্, এমনকি ইনটারনাল মেমো পর্যন্ত প্রায়োরিটি দিয়ে খোলার পর দেখা যাচ্ছে, ভেতরে বোগাস, হাবিজাবি সব জিনিস। মুশকিল হল, মেয়েটা যে সবসময় এমন করছে তা নয়। করলে সুবিধে হতো। তাহলে এ ধরনের সব ফাইলই সরিয়ে রাখা যেত । কিন্তু তা হচ্ছে না, হচ্ছে মাঝে মধ্যে। ফলে সমস্যাটা জটিল হয়ে গেল।

খবরটা অনীশের কাছে আসতে সময় লেগেছে। তাকে জানায় পার্সোনেলের দেবেন বিশ্বাস।

'স্যার, দু'বার ওয়ার্নিং হয়ে গেছে। এবার মনে হচ্ছে, একটা স্টেপ না নিলেই নয়। এত মাইনর বিষয় আপনাকে বলতাম না, কিন্তু হার্ড কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার আগে আপনাকে একবার...।'

'বুঝিয়ে বলেছেন?'

'বলা হয়েছে। আমি নিজে বলেছি। লাভ হচ্ছে না। অথচ...।'

'অথচ কী ?'

'মেয়েটা এরকম ছিল না স্যার। কাজকর্ম বেশ ভালোই করছিল।'

অনীশ বলল, 'দেখুন পারসোনাল কোনও প্রবলেমে হয়তো ডিসটার্বড আছে।

দেবেনবাবু বললেন,' একমাস ধরে পারসোনাল!'

'সেটাও একটা কথা। ঠিক আছে আরও একবার বলুন। তারপর না হয় অন্য কোনও ডিপার্টমেন্টে ট্রান্সফার করা যাবে।'

দেবেন বিশ্বাস মিনিট খানেক চুপ করে বললেন, 'বলতে গেলে মেয়েটা রেগে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অ্যাকাউন্টসের পার্থ আর, অ্যাডভার্টাইসমেন্টের সুদর্শনার সঙ্গে মিস্ বিহেভ করেছে।'

অনীশ এবার ভুরু কুঁচকোয়। খারাপ ব্যবহার!

দেবেন বিশ্বাস বলে,'স্যার, কেউ কেউ বলছে, সামথিং রং উইথ হার।'

'রং! কীসের রং?'

সরাসরি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দেবেন বলল, 'আপনি যদি একবার ডেকে কথা বলেন।'

এরপরই মেয়েটাকে ডেকে পাঠায় অনীশ। কিন্তু কই মেয়েটার মধ্যে তো কোনওরকম খারাপ কিছু দেখছে না! যথেষ্ট কাঁচুমাচু হয়েই আছে। মালিকের

BanglaBook.org

সামনে একজন ভুল করা কর্মচারীর যেমন থাকা উচিত তেমনই। তাও অনীশ মনকে কঠিন রেখেছে।

'কোনটা জরুরি, কোনটা নয় এটা বোঝা একটা কঠিন জিনিস রিচি।'

'জানি স্যার।'

'না জানো না। জানলে এই ভুলটা বারবার করতে না। ভুলটা ধরা পড়বার পর তোমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল, ফাইলের ওপর অত কিছু লিখতে হবে না, শুধু বিষয়টা লিখলেই হবে। তবু যদি লিখতে হয় আগে কনসার্ন ডিপার্টমেন্টে জিগ্যেস করে নেবে। তোমার এই ভুলের জন্য কোম্পানির কত বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে সেটা কি তুমি জানো? ভেড়ার পালে বাঘ পড়ার গল্প মনে আছে নিশ্চয়। হয়তো একদিন সত্যি আর্জেন্ট কোনও ফাইলকে আমরা গুরুত্ব দেব না। তোমার মিথ্যে জরুরি, সত্যি জরুরিকে চাপা দিয়ে রাখবে। তখন কী হবে? দেখা যাবে বড় কোনও কাজ আমরা মিস্ করে গেছি। তুমি বুঝতে পারছ না?'

মনে পড়ার কথা নয়, তবু কেন জানি অনীশের মনে হচ্ছে, সেদিন রিচির শাড়ির রঙ ছিল হলুদ। মুখে প্রায় কোনরকম প্রসাধনই ছিল না। সত্যি কথা বলতে কী, এরকম একটা ছিমছাম ধরনের মেয়ে যে তার ফার্মে কাজ করে সেটাই জানা ছিল না অনীশের। জানবার কথাও নয়।

রিচি ঢোঁক গিলে বলল, 'পারছি স্যার।'

'না, পারছ না। শুনেছি, আগেও তুমি একই কথা বলেছিলে, কিন্তু পারোনি। দেখ রিচি, তোমার কাজে যে আমরা অখুশি এমন নয়। এই ক'মাসের রেকর্ড বলছে ইউ আর সিন্‌সিয়ার। কিন্তু মাসখানের এই অদ্ভুত ভুলটা তোমার গুণগুলোকে সব ঢেকে দিচ্ছে। হঠাৎ কেন তোমার এই জিনিস ডেভলপ্ করল আমার জানতে ইচ্ছে করছে। কথাটা জিগ্যেস করা উচিত না, স্টিল করছি তোমার কি কোন পারসোনাল প্রবলেম চলছে? সমস্যাটা কী জানতে চাইছি না, সমস্যা চলছে কি না শুধু সেটুকু বললেই হবে। অনেক সময় ছোটখাটো পারসোনাল প্রবেলম কাজে বড় ধরনের ভুল ঘটিয়ে দেয়।'

রিচি মাথা নাড়ে। মুখ নামিয়ে নিচু গলায় বলে, 'বুঝতে পারছি না স্যার।'

অনীশ বিরক্ত হয়। এত কথার পরও যদি এই মেয়ে না ঝোঝে তাহলে আর কিছু করার নেই।

'যাই হোক, কথাটা শুনতে খারাপ হলেও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি কিন্তু আর একবার মাত্র সুযোগ পাবে। ওনলি ওয়ান টাইম। দিস ইজ ইওর লাস্ট ওয়ার্নিং। এরপরেও ফাইলের মার্কিং-এ যদি এরকম ভুল মার্কিং হয়, ইউ হ্যাভ টু পে ফর দ্যাট। যাও এখন কাজে যাও। ভাল থেকো।'

এই ঘটনার পর টানা আটদিন অফিস কামাই করল রিচি খাস্তগির। ন'দিনের

BanglaBook.org

মাথায় কাজে যোগ দিল এবং একই কাণ্ড করল। এবার 'আর্জেন্ট' লেখা ফাইল এল খোদ অনীশের টেবিলে। দ্রুত হাতে ফাইল খুলে অনীশ পেল দুটো নেমন্তন্নের চিঠি। দুটোই ফালতু। তার মধ্যে একটার তারিখ পেরিয়ে গেছে। কোন এক ক্লায়েন্টের ভাইপো না ভাইঝির মুখে ভাতের নেমন্তন্ন। ক্যুরিয়রে এসেছে। খামে ফটো, বাচ্চা হামাগুড়ি দিচ্ছে। তারিখ পার করা নেমন্তন্ন যত্ন করে টেবিলে পাঠানোর কারণ কী! অন্যটা একটা শো রুম উদ্বোধন। শ্যাম্পু না নেলপলিশ। অনীশ সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারকমে মুরলীকে ধরে। রূপসা অ্যাডভার্টাইসমেন্ট এন্ড কনসালটেনসির শুরু থেকে মুরলী তার প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করছে।

'মুরলী, ফাইলটা আমার কাছে কে পাঠাল?'

'স্যার ডেসপ্যাচ থেকে এসেছে। এনিথিং প্রবলেম স্যার?' মুরলীর গলায় উদ্বেগ।

'আর্জেন্ট কথাটা কার হাতে লেখা তুমি বলতে পারো? দেখবে একবার?'

মুরলী বলল, 'দেখার দরকার নেই, এটা রিচির লেখা।'

'আর ইউ সিওর?'

'ইয়েস স্যার, হান্ড্রেড পার্সেন্ট। হাতের লেখা দেখে স্যার আমি তো একবার ভেবেছিলাম, ফাইলটা আপনার টেবিলে প্লেস করব না। কিন্তু কদিন আগে...।'

ওপাশে মুরলী চুপ করে।

অনীশ জিগ্যেস করে 'কী হয়েছে কদিন আগে?'

'স্যার কদিন আগে ওর হাতে লেখা দেখে একটা চিঠি খোলা হয়নি। ভেবেছিল, আজে বাজে কিছু হবে। পরে দেখা যায় দ্যাট ওয়াজ আ নোটিস। নোটিস ফর্ম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট। অ্যান্ড ইট ওয়াজ ভেরি ইমপর্ট্যান্ট। একটা হিয়ারিং-এর ব্যাপার ছিল। উই মিসড দ্য ডেট।'

অনীশ থমথমে গলায় জিগ্যেস করে, 'তারপর কী হল?'

'যতদূর শুনেছি, আবার ডেট চেয়ে প্রেয়ার করা হয়েছে স্যার। ওরা এখনও কিছু জানায়নি।'

এরপরই মুরলীকে ঘরে ডেকে চিঠিটা ডিকটেশন দেয় অনীশ। ফোন তুলে অ্যাকাউন্টসে বলে, এ মাসের পুরো মাইনেসহ রিচি খাস্তগিরের যাবতীয় বকেয়া হিসেব কালকের তৈরি রাখতে হবে। তারপর মুরলীকে বলে, 'এখন নয়, আজ রাতে মেয়েটাকে ফোনে ধরবে। বলবে কাল ফার্স্ট আওয়ারেই যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। এগারোটার মধ্যে।'

'স্যার, আপনার সঙ্গে দেখা করাটা জরুরি?'

অনীশ খানিকটা আপনমনে বলল 'না, জরুরি নয়, তবে আমি একবার বোঝার চেষ্টা করব, মেয়েটা এমন কেন করল?'

BanglaBook.org

মুখে এটুকু বললেও অনীশ চেয়েছিল আরও একবার সুযোগ দিতে। শেষের পরেও শেষ আছে। চিঠি পেয়ে মেয়েটা যদি ভেঙে পড়ে, তাহলে সাসপেনশন জাতীয় ছোট শাস্তির পর ছেড়ে দেওয়া যায় কিনা একবার দেখতে ক্ষতি কী? বিশেষ করে অন্য সব রেকর্ড যখন ভালো। তবে মুখে মুরলীকে কিছু বলেনি।

এগারোটার মধ্যে হয়নি। আমেদাবাদের পার্টির জন্য মিটিং করতে করতে একটা বেজে গেল। রিচি বাইরে অপেক্ষা করছিল। ডেকে নিল অনীশ।

আগেরদিন বসেনি, কিন্তু আজ রিচি একবার বলতেই বসের মুখোমুখি বসে পড়েছে। এখন চা খাচ্ছে। অনীশও খাচ্ছে। সে বুঝতে পারছে, কদিন আগে দেখা মেয়েটার সঙ্গে এই মেয়ের পার্থক্য অনেক। চড়া ধরনের প্রসাধন করেছে। ঠোঁটের লিপস্টিকটা যেন থেবড়ে আছে। গালে গাদাখানেক পাউডার। কথাবার্তা, হাবভাব, এমনকি আচরণেও পার্থক্য আছে। সেদিন পোশাকে ফিটফাট যে ব্যাপারটা ছিল, আজ নেই। এলোমেলো, অবিন্যস্ত ভাব। যত বার শাড়ির আঁচল পড়ে যাচ্ছে ততবারই জিব কাটছে।

মুখ থেকে কাপ নামিয়ে রিচি বলল, 'স্যার, একদিন আমাদের বাড়িতে যাবেন। আমার মা আপনার কথা শুনেছে। আপনি গেলে খুব খুশি হবে।'

অনীশ মুখ না তুলেই বলল, 'যাব, নিশ্চয় যাব। তোমার ঠিকানা তো আমাদের কাছে রইল।

'থ্যাঙ্কু স্যার, থ্যাঙ্কু ভেরি মাচ।'

'কিছু মনে কোরো না রিচি, তোমার কি অন্য কোথাও কাজের কথা ফাইনাল হয়ে আছে? ইফ্ ইও ডোন্ট মাইন্ড...।'

'না স্যার।'

অনীশ চায়ের কাপটা নাড়াতে নাড়াতে বলল, 'আমার খারাপ লাগছে। এমন একটা কারণে তোমাকে ডিসকনটিনিউ করতে হচ্ছে, কিন্তু কিছু করার ছিল না। শুনতে ছোট হলেও... একবার ভেবেছিলাম, অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টে ট্রান্সফার করব। কিন্তু সেখানেও যে এরকম কিছু ঘটবে না কে বলতে পারে? তুমি কি পারো?'

ইচ্ছে করেই কথাটা বলল অনীশ।

রিচি উৎসাহ নিয়ে বলল, 'না স্যার বলতে পারি না। ঘটতেই পারে।'

অনীশ মুখ তোলে। মেয়েটার মাথায় কোনও সমস্যা হয়েছে। সমস্যা না হলে কেউ নিজের চাকরি সম্পর্কে এরকম কথা বলতে পারে? অন্য যে কেউ হলে একটা সুযোগ চাইত। এ কেমন কথা! অনীশ চোখের দিকে তাকাল। তাকিয়ে আছে রিচিও। কিন্তু সেই তাকানো যেন অর্থহীন, শূন্যে তাকিয়ে থাকা! বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল অনীশের। মণিদুটো কি স্থির? হ্যাঁ, স্থির। শুধু স্থির নয়, এক

BanglaBook.org

ঝলকের জন্য অনীশের মনে হল, খানিকটা ঘোলাটেও। অনীশ চোখ সরিয়ে নিল। মাথায় সমস্যা হলে চোখের মণি স্থির হয়ে যায় না? দেবেনও কি এই ইঙ্গিত দিচ্ছিল? মেয়েটার মাথায় হঠাৎ কোনও সমস্যা হয়েছে? অসম্ভব নয়। মাথার গোলমাল না হলে, চাকরি চলে যাওয়ার চিঠি পেয়ে একজন মানুষ হাসবে কেন? ফাইলের ওপরে দুম্‌দাম 'আর্জেন্ট' লেখার কারণও এটা।

মুখ্ নামিয়ে অনীশ বলল, 'তোমার শরীর ভালো আছে?'

রিচি আবার হাসল। হাসিমুখে বলল, 'স্যার, ভালো আছে স্যার। খুবই ভালো আছে। প্রথম প্রথম ঘুম থেকে উঠলেই মাথা টিপ্‌টিপ্ করত। এখন আর হয় না। ডাক্তারবাবু ওষুধ দিয়ে বললেন, কটা দিন বাড়িতে টেনে ঘুমিয়ে থাকো। আমিও স্যার অফিস টফিস না এসে কটা দিন টেনে ঘুমিয়ে নিলাম। তারপরই ফিট! আপনিও স্যার দরকার হলে টেনে ঘুমিয়ে নেবেন। টানা ঘুম শরীরের জন্য খুব উপকারি। আজ যদি ছেড়ে দেন স্যার বাড়ি গিয়ে ঘুমোতে পারি। ঘুম পাচ্ছে।'

অনীশও উঠে দাঁড়াল। শান্ত গলায় বলল, 'এসো রিচি। কোনও দরকার হলে অবশ্যই যোগাযোগ করবে।'

একটু চুপ করে থেকে রিচি হাসল। বলল, 'চেষ্টা করব স্যার, তবে মনে হচ্ছে না পারব। কিছুদিন সব বিষয়টাই কেমন গুলিয়ে যায় স্যার। দেখলেন না কী কাণ্ড করলাম? সেদিন আপনি ডেকে বলবার পর বুঝেছিলাম, নিজেকে ঠিক না করতে পারলে চাকরিটা চলে যাবে, সমস্যায় পড়ব। টেনশন হল। দুদিন বাড়িতে দরজা আটকে বসে থাকার পর ডাক্তারের কাছে গেলাম। তবে একটা জিনিস ভাল হয়েছে স্যার।'

অনীশ বলল, 'কী?'

'চাকরি চলে যাওয়ার পর টেনশনটা কমে গেল।'

কথা শেষ করে রিচি মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল। শুরুতে অল্প, তারপব হাসির পরিমাণ বাড়তে লাগল। অনীশ স্থির হয়ে দেখল, হাসির চোটে একসময় মেয়েটার চোখে জল এসে গেছে। সে কী করবে? বেল টিপে মুরলীকে ডাকবে?

ডাকতে হল না। মিনিট কয়েক পরে রিচি নিজেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলে অনীশ ইন্টারকম তুলল।

'মুরলী, নিচে বলে দাও অফিসের গাড়ি যেন রিচি খাস্তগিরকে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আসে। মেয়েটা অসুস্থ।'

বিকেলের দিকে অনীশের মনে হল তার ভালো লাগছে না। ঠিক ছিল, আমেদাবাদের পার্টির ব্যাপারটা নিয়ে ঋতব্রতর সঙ্গে আর একদফা বসবে। কিন্তু অনীশের ইচ্ছে করছে না। সাতটার একটু আগেই সে যাবতীয় মিটিং বাতিল

BanglaBook.org

করে দিল।

ঋতব্রত বলল, 'এনি প্রবলেম স্যার? শরীর খারাপ নয় তো।'

অনীশ খানিকটা নিজের মনেই বলল, 'না, শরীর খারাপ নয়।'

ঘর ফাঁকা হতে মোবাইল তুলে বাঁধনের নম্বর ধরল অনীশ। জড়ানো গলায় ফোন ধরল মেয়েটা।

অনীশ বলল, 'কোথায়?'

'বাবা আপনি! সাতটাও বাজেনি, এই সাতসকালে ডাক! ব্যাপার কী?'

অনীশ চাপা গলায় বলল, 'কোথায় বলো?'

'কোথায় আবার? ফ্ল্যাটে।

'যাওয়া যাবে?'

'এখন?'

'হ্যাঁ, প্রবলেম আছে কোনও?'

বাঁধন হেসে বলল, 'প্রবলেম থাকলে চলবে? কে আসতে চাইছে দেখতে হবে না। তাড়াতাড়ি চলে আসুন, আমি ঘুমোচ্ছি। আপনিও আমার সঙ্গে ঘুমোবেন। দুজনে জড়াজড়ি করে আজ রাত পার করে দেব। ডিনার বলে রাখি?'

'না, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসব। তোমার সঙ্গে একটা কাজের কথা আছে বাঁধন।'

বাঁধন নামের মেয়েটি মোবাইলেই যেন মুখ টিপে হাসল।

'শুধু কথা? কাজ নেই?'

'মন দিয়ে শোনো বাঁধন, একজনের কাছে যেতে হবে তোমাকে। আমেদাবাদ থেকে এসেছে। হোটেলের ফোন নম্বর গিয়ে দিচ্ছি। তুমি ফোন করে, অন বিহাফ অব্ রূপসা অ্যাডভার্টাইসমেন্ট অ্যান্ড কনসালটেনসি অ্যাপয়েনমেন্ট চাইবে। সেরকম হলে হোল নাইট।'

বাঁধন আঁতকে উঠল। বলল, 'উরিবাবা, আজই? আজ বাদ দিলে হত না? শরীরটা ঘিস্‌ঘিস্ করছে।'

অনীশ একথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'আমি আসছি।'

অফিস থেকে বেরোনোর সময় মুরলী লিফটের মুখে এসে দাঁড়াল।

'চলে যাওয়ার সময় মেয়েটা এই ফাইলটা রেখে গেছে।'

'ফাইল! কোন মেয়েটা?' অনীশ অবাক হল।

'স্যার রিচি, রিচি খাস্তগির। আমি এতক্ষণ আপনাকে জিগ্যেস করতে সাহস পাইনি। আপনি যদি বলেন খুলে দেখতে পারি। দেখব?'

রিচির নাম শুনে একটু চমকে উঠে অনীশ বলল, 'না থাক, গাড়িতে তুলে দাও। আমি নিজে দেখে নেব।'

BanglaBook.org

মুরলীর হাতে ধরা নীল সিনথেটিক ফাইলের দিকে তাকিয়ে অনীশ দেখল ওপরে বড় বড় করে লেখা আছে— 'আর্জেন্ট'। তাড়াহুড়োর কারণে 'টি' এর মাথাটা ঠিক মতো কাটতে পারেনি রিচি।

গাড়িতে বসতে বসতে হঠাৎ কেন যেন অনীশের মনে হল, জঙ্গলে পোশাকের রঙ কী হবে? উজ্জ্বল কিছু? নাকি হালকা?

আয়নার দিকে মুখ করে নগ্ন পিঠে বসে আছে মাধবী। সে চুল আঁচড়াচ্ছে। প্রতি রাতেই শোওয়ার আগে তাকে কিছুটা সময় চুলের জন্য দিতে হয়। তার চুল এখনকার মেয়েদের মতো ছোট নয়, লম্বা। পুরো খুললে কাঁধ ছাপিয়ে পিঠের অনেকটা ঢেকে যায়। কিন্তু এখন ঢাকেনি। চুলের গোছা ঘুরিয়ে সামনে নিয়ে বসেছে। ফলে তার খালি পিঠ তো বটেই, কোমরের অনেকটা নিচ পর্যন্তও দেখা যাচ্ছে।

BanglaBook.org

মুখ না ঘুরিয়েই সে বলল, 'তোমার অসুবিধেটা কোথায় আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। ভোর ছ'টাই হোক আর রাত দুটোই হোক। তুমি তো যাচ্ছ না, যাচ্ছি আমি, আমি আর আমার মেয়ে। তোমার সুবিধে-অসুবিধের প্রশ্ন কোথা থেকে আসছে?'

অনীশ বসে আছে খাটের ওপর। ঠিক বসে নেই, আছে আধশোওয়া হয়ে। পিঠে বালিশ উঁচু করে রাখা। হালকা গলায় বলল, 'আমার অসুবিধের কথা হচ্ছে না মাধবী। তোমাদের কথাই বলছিলাম।'

'কী বলছিলে?'

'বলছিলাম, অত সকালে বেরোচ্ছো, অসুবিধে হবে না তো?'

মাধবী ঠোঁটের ফাঁকে হাসল। ব্যঙ্গের হাসি। চুলের মাথা এক হাতে নিয়ে অন্য হাতে চিরুনি দিয়ে আঁচড়াতে লাগল মন দিয়ে। তার এই নাইটিটাই এরকম। পিঠ নেই। বুক পর্যন্ত কাপড়, পিছনে অনেকটা ফাঁকা। দুটো সরু স্ট্র্যাপ কাটাকুটি করে কাঁধের ওপর থেকে নেমে এসেছে নিতম্বে। তারপর আবার কাপড় ঝুলে নেমে গেছে সেই গোড়ালি পর্যন্ত। অনেকটা পুরোনো গ্রিক মহিলাদের মতো।

অনীশ এক ঝলক তাকাল। তার স্ত্রী এখনও শরীরে আকর্ষণ ধরে রেখেছে। তাকে দেখলে বোঝা কঠিন তার একমাত্র মেয়েটি কলেজে পড়ছে। কথাটা সত্যি। কোমর, পেট আর বুক, শরীরের এই তিন অংশকে মেদহীন, পরিচ্ছন্ন রাখা সহজ কথা নয়। মাধবীর ক্ষেত্রে শুধু সেটুকুই নয়, তারা পরস্পরের সঙ্গে মানানসইও। এই বয়েসে এটাই সবথেকে কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজটা করতে অনেকেই প্রচুর কাঠখড় পোড়ায়। অথচ মাধবীকে তেমন কিছুই করতে হয় না। বিয়ের পর থেকেই অনীশ স্ত্রীকে এরকম দেখছে। একবার মেয়ের সঙ্গে সাঁতারে ভর্তি হয়েছিল। পরে দুজনেই ছেড়ে দিল। রূপসা ছেড়েছে পড়াশোনার কারণে। বিরাট সিলেবাসে বেচারি হাবুডুবু খেতে লাগল, আলাদা করে আর সুইমিং পুলের দরকার হল না। মাধবীরও অফিসে প্রোমোশন হল, কাজ বাড়ল। কোনও কোনও দিন ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে যায়। আলাদা করে শরীরচর্চার সময় কোথায়? একটা সময় জিমেও যাচ্ছিল। অফিসের পর। কদিনের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দিল। আজকাল যেটুকু করে বাড়িতেই। সকালে উঠে ফ্রি হ্যান্ড। তাও রোজ পারে না।

গায়ের রঙ মাধবীর কিন্তু ফর্সা নয়, বরং কালোর দিকেই। কালো রঙের একটা আলাদা টান আছে। মাধবীর পিঠ সেটা আরও জোর দিয়ে প্রমাণ করে। অনীশ মুখ নামাল।

চিরুনি হাতেই মাধবী মুখ ঘোরায়। চাপা গলায় বলে, 'আমাদের সুবিধে অসুবিধে নিয়ে তুমি কবে থেকে এতটা কনসার্ন হলে!'

মাধবী ঝগড়ার দিকে যেতে চাইছে। অনীশ ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'এরকম করে বলছ কেন?'

'বলতাম না, তোমার জন্যই বলছি। হঠাৎ এত দরদ দেখছি তো তাই বলছি। আমাদের চিন্তায় তোমার রাতে ঘুম হয় না জানার পর বলছি।'

অনীশ চুপ করে রইল। ঘরটা একটু গরম মনে হচ্ছে কি? হতে পারে। বাঁধনের ফ্ল্যাটে হুইস্কির পরিমাণ একটু বেশি হয়ে গেছে। মেয়েটা অন্ধকারে ঢালে বলে পেগের মাপ অনেক সময় ঠিক থাকে না। বাঁধন নিজেও খেতে পারে বটে। তবে এতক্ষণ কোনও অসুবিধে হয়নি। বাঁধনকে হোটেলের দরজা পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে এসেছে। প্যাটেল লোকটা প্রথমে অ্যাপয়েনমেন্ট দিতেই চাইছিল না। অনীশের ফোন কেটে দিল। বাঁধন তখন নিজে ওর দ্বিতীয় মোবাইল থেকে ফোন ধরল। ক্লায়েন্টদের জন্য ওর আলাদা নম্বর। মাথা নামিয়ে ফিসফিস করে মিনিট চার পাঁচ কী বলল। তারপর মোবাইল সরিয়ে হেসে বলল, 'ডট ন'টায় ঢুকতে বলেছে। রিসেপশনে রূপসা ফার্মের নাম বলা থাকবে। ওরাই ঘর দেখিয়ে দেবে।'

BanglaBook.org

অনীশ গ্লাস নামিয়ে বলল, 'কী করে হল?'

বাঁধন দুটো হাততুলে আড়মোড়া ভাঙল। বলল, 'কী করে আবার, ষোলোকলার দুটো কলা শুনিয়ে দিলাম। রেয়ার দুটো, ইলেভেন আর ফিফটিন। ফিফটিনের পুরোটাও বলতে হল না। শুধু ডান পাটা কাঁধ পর্যন্ত তুলতে পারি বলেছি, ব্যস্ তাতেই কাত।'

অনীশ হাত তুলে বলল, 'থাক্ থাক।'

বাঁধন হেসে বলল, 'গলা শুনে মনে হচ্ছে বুড়ো। বুড়ো হলে সুবিধে, বেশি টানতে পারবে না। কাপচ চোপড় খুলে সামনে দাঁড়ালেই ফিনিশ।'

খাটের পাশে রাখা এসির রিমোটটা তুলে টেম্পারচার কমাতে চেষ্টা করল অনীশ। লাভ হল না। রিমোটটা কাজ করছে না। মনে হয়, ব্যাটারির গোলমাল। উঠে গিয়ে রেগুলেটর ব্যবহার করতে হবে। উঠতে ইচ্ছে করছে না। মাধবী বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, 'কী হল বললে না, আমাদের জন্য আজ এত চিন্তা কেন তোমার?'

ঝগড়া মাধবীর কাছে নতুন বিষয় নয়। অনীশকে দেখলেই তার যেন ইরিটেশন হয়। প্রথমে ঠাণ্ডা গলায় শুরু করে, তারপর চিৎকার-চেঁচামেচিতে চলে যায়। একসময় খারাপ কথাও বলত। এখন মেয়ে বড় হয়েছে বলে খানিকটা সামলে চলে। তবে ঝগড়া বেড়েছে। তাই আজকাল বেশিরভাগ দিনই মাধবী ঘুমিয়ে পড়ার পর অনীশ এঘরে আসে। তার আগে ড্রইংরুমে বসে হুইস্কি শেষ করে। রূপসা দিনে পড়তে পারে না। রাত জেগে পড়ে সেই ছেলেবেলা থেকে। আগে খেয়ে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে যায়। বেশিরভাগ সময় মাধবীও মেয়ের সঙ্গে খেয়ে নেয়। অনীশ নিজের মতো একাই খায়। ধীরা এসে দাঁড়ায়। অনীশ বলে, 'তুই শুতে যা। আমি খাওয়ার পর প্লেট নামিয়ে রাখব।' ধীরা ছোট মেয়ে, সে শুতেই চায়। তার অন্য কোনও সমস্যা নেই, সমস্যা হল এঁটো বাসন নিয়ে। ভোরবেলা টেবিলে বাসন পড়ে থাকতে দেখলে বউদি বিরক্ত হয়। দাদাবাবু প্লেট নামিয়ে রাখবে জেনে সে নিশ্চিতে চলে যায়। তার শোবার ব্যবস্থা গেস্টরুমের মেঝেতে।

অনীশ মাধবীর থেকে মুখ সরিয়ে নিচু গলায় বলল, 'তা নয়, হঠাৎ যাওয়া তো তাই বলছিলাম।'

মাধবী ভুরু কুঁচকে বলল, 'হঠাৎ মানে? তোমার কাছে হঠাৎ মনে হতে পারে, আমাদের কাছে নয়। রোহন আগে থেকেই বলে রেখেছিল, নতুন গাড়ি কিনলে আমাদের নিয়ে বাইরে কোথাও যাবে। ইনফ্যাক্ট লঙ ড্রাইভে যাওয়ার আবদারটা তোমার মেয়ের। সেই ওকে চেপে ধরে।' একটু থামল মাধবী। বলল,'তুমি যদি চাও রূপসাকে ডেকে জিগ্যেস করেও নিতে পারো।'

BanglaBook.org

অনীশ অবাক গলায় বলল, 'এরকম করে বলছ কেন? রূপসাকে জিগ্যেস করতে যাব কী কারণে? আমি কি তোমাকে অবিশ্বাস করি?'

আবার ঠোঁটের কোণে হাসল মাধবী। বলল, 'তুমি করো না কিন্তু আমি করি। আই নেভার বিলিভ ইউ। দুদিনের ট্যুর নিয়ে এত জিজ্ঞাসাবাদের পিছনে নিশ্চয় কোনও কারণ আছে।'

অনীশ খানিকটা নিজের মনেই বলল, 'আজ আবার নতুন করে এসব কথা শুরু করলে কেন?'

মাধবী স্বামীর দিকে তাকিয়ে কেটে কেটে বলল,'কারণ আছে বলেই করেছি। তোমার কী মনে হয়? কারণ নেই?'

অনীশ একটু চমকে উঠেও নিজেকে সামলাল। আজ যে বাঁধনের ওখান গিয়েছিল সেটা কি মাধবী জানতে পেরেছে? অসম্ভব। জানবে কী করে? নিশ্চয় আন্দাজে বলছে। অথবা কে জানে সে হয়তো বিশ্বাস করে তার স্বামী রোজই বাঁধনের কাছে যায়। কথার উত্তর না দিয়ে অনীশ তার হাতের ফাইলটার দিকে তাকাল। সিনথেটিক কভার ফাইল। তার অফিসে সব ফাইলই এরকম। মাথায় বড় করে লেখা—'রূপ্সা অ্যাডভাটাইসমেন্ট অ্যান্ড কনসালটেনসি'। নিচে এক চিলতে খাপ। সেখানে ফাইলের বিষয় লিখে কার্ড ঢুকিয়ে দিতে হয়। এই ফাইলে অবশ্য বিষয় কিছু লেখা নেই। শুধু গোটা গোটা হরফে লেখা আছে 'আর্জেন্ট'। 'টি' এর মাথা না কাটা 'আর্জেন্ট'।

মাধবী বলল, 'তুমি যদি মনে করো রোহন নিজে থেকে আমাদের বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে ভুল মনে করবে।বুধবার রাতে রূপসা তোমাকেও জানিয়েছিল।'

অনীশ খানিকটা থতমত খেয়ে বলে, 'ও বলেছিলে নাকি! সরি, আমি খেয়াল করিনি।'

'সরি বলার কিছু নেই। তুমি খেয়াল করোনি এটা কোনও ব্যাপার নয়, অনেকদিনই তুমি আমাদের কথা খেয়াল করা বন্ধ করে দিয়েছ। যাদের বাইরে বাঁধা মেয়েমানুষ থাকে তাদের স্ত্রীর, মেয়ের কথা খেয়াল করতে হয় না।'

আজও পরিবেশ ভারি হয়ে উঠেছে। অনীশ মাথা নামিয়ে ফাইলের দিকে তাকাল। ঘুমোতে যাওয়ার আগে অনীশ সাধারণত অফিসের কোনও কাজ করে না। হালকা পত্রপত্রিকা ওলটায়। আজ ফাইলটা নিয়েছে। রিচি খাস্তগিরের হাতে তৈরি ফাইল বলেই নিয়েছে। ম্যাড ম্যানস্ ডায়েরির মতো ম্যাড ম্যানস্ ফাইল?

'বাঃ, রোহন নতুন গাড়ি কিনেছে নাকি?'

মাধবী ঝুঁকে পড়ে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে ওষুধের শিশি বের করল। ট্যাবলেট নিয়ে জিভে রাখল। টেবিলে রাখা বোতল থেকে এক ঢোঁক জল খেয়ে

BanglaBook.org

এসে বসল চেয়ারে। খাটে যাওয়ার আগে খানিকক্ষণ টিভি দেখে। দেখা মানে, এলোপাথাড়ি চ্যানেল সার্ফ করা। ঘুমের বড়ি কাজ শুরু করতে যতটা সময় লাগে সেই পর্যন্ত বসে থাকা আর কী।

'কেন কিনতে পারে না? নতুন গাড়ি কেনায় তার বারণ আছে নাকি?'

অনীশ লজ্জা পেল। বলল, 'না, না তা কেন? আমি তা মিন করিনি মাধবী। ও নতুন গাড়ি নিয়েছে এটা তো খুব ভালো কথা। নিজে এত পরিশ্রম করে ব্যবসা বড় করছে, ওর নতুন গাড়ি, নতুন ফ্ল্যাট সবই হবে। আমার খুব ভালোই লাগছে। ইয়াং ম্যান বিজনেসে এগোচ্ছে, বাঙালির পক্ষে ভেরি গুড সাইন। আমরাও তো এভাবে এসেছি। রূপসা অ্যাড কতটুকু ছিল।'

মাধবী নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'ভালো লাগলেই ভালো।'

অনীশ এবার জোর করে হাসল। বলল, 'বাদ দাও ওসব। জানোই তো অফিসের হাজার ঝামেলার মধ্যে থাকি। সব জিনিস মাথায় থাকে না। সেদিন তোমাদের প্রোগ্রাম খেয়াল করিনি বলে যে আজ করা যাবে না, এমন তো কোনও নিয়ম নেই। এখন বলো তো দেখি কোথায় যাচ্ছো? স্পটটা কী? নাকি এমনি হাইওয়ে ধরে চক্কর খেয়ে ফিরে আসবে?'

মাধবী টিভি থেকে মুখ সরিয়ে সরাসরি স্বামীর দিকে তাকাল। একটু চুপ করে থাকার পর বলল, 'তোমার এই আগ্রহের জন্য ধন্যবাদ। কোথায় যাচ্ছি আমি জানি না। সেরকম ইচ্ছে হলে মেয়েকে ডেকে জিগ্যেস করতে পারো।'

মেয়ের কথায় অনীশের রূপসার ফোন মনে পড়ে গেল। সে খানিকটা সোজা হয়ে উঠে বসল। হেসে বলল, 'আরে তাই তো! রূপসা অফিসে ফোন করে জঙ্গলের কালার জানতে চাইছিল। বলল, ভোট নিচ্ছি বাবা। বাড়ি ফেরার পর তো আর কিছু জিগ্যেস করল না। বোধহয় ভুলে গেছে। তোমরা কোন জঙ্গলে যাচ্ছ?'

মাধবীর কাঁধ থেকে নেমে আসা হাতদুটো মসৃণ। লম্বা লম্বা আঙুলে সে রিমোটের ঘর টিপে যাচ্ছে একটার পর একটা। ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'বললাম তো জানি না। তাছাড়া আমরা কোথায় যাচ্ছি জেনে তোমার লাভ? ফলো করবে?'

'এর মধ্যে লাভ-লোকসানের প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? আমি তো সেরকম কিছু বলতে চাইনি।'

'তুমি কী বলতে চাইছ সেটা আগে ঠিক করো। আমার মনে হচ্ছে, আমাদের কালকের ট্যুরটা নিয়ে তোমার কোনও সমস্যা হচ্ছে।'

কথা বলতে বলতেই ফাইল খুলে ফেলেছে অনীশ। ভেতরে একটা চিঠি। ছোট চিঠি। চিঠির মাথাটা দেখেই নড়ে চড়ে বসল অনীশ। ঘন সবুজ টাইপে

BanglaBook.org

লেখা—'ফ্রেন্ডস্ মোবাইল'। পাতার কোনো একটা মোবাইল সেটের ছবি। এই প্যাড অনীশের পরিচিত। 'ফ্রেন্ডস্ মোবাইল' এই মুহূর্তে অনীশদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ক্লায়েন্ট। গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রেস্টিজের। তাদের যে কোনও চিঠিপত্রই রূপসা কনসালটেনসির কাছে জরুরি। রিচি যদি ফাইলে 'আর্জেন্ট' এর বদলে 'ভেরি ভেরি আর্জেন্ট' লিখত তাহলেও কোনও ভুল হত না। অনীশ চিঠিটা বের করে নিল দ্রুত। শুধু চিঠি নয়, সঙ্গে একটা গ্রাফ। চিঠির সঙ্গে রঙিন ক্লিপ দিয়ে লাগানো।

মাধবী বলল, 'কী হল বললে না তোমার কীসের সমস্যা?'

চুপ করে থাকা যায়, কিন্তু অনীশ জানে এতে মাধবী থামবে না। ঝগড়া করার জন্য একেক জনের একেকরকম প্যাটার্ন থাকে। মাধবীর প্যাটার্নটা এরকমই। সে চালাতে থাকে। একসময় ক্লান্ত হয়ে চুপ করে যায়। গত কয়েক বছর ধরেই চলছে।

অনীশ বলল, 'সমস্যা! সমস্যা হবে কেন? তোমরা বেড়াতে গেলে আমার কীসের সমস্যা!'

মাধবী গলা নামিয়ে বলল, 'সেটা তুমি জানো।'

অনীশ অভিজ্ঞতায় শিখেছে এই সময় রাগতে নেই। তাতে উত্তেজনা বাড়বে। অনীশ হেসে বলল, 'না, জানি না। রূপসার পক্ষে তো খুব জরুরি। আজকাল পড়াশোনার বিচ্ছিরি চাপ। তার মধ্যে মাঝে মধ্যে এরকম আউটিং খুব হেল্পফুল। ইস্, আমার যদি উপায় থাকত, আমিও তোমাদের সঙ্গে বেরিয়ে যেতাম।'

মাধবী তার স্বামীর দিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল।

'এ ধরনের মিনিংলেস কথা বলা এবং শোনার পক্ষে আমরা দুজনেই কি যথেষ্ট সময় পার হয়ে আসিনি?'

অনীশ কথা ঘোরাতে চাহল। বলল, 'ফিরছ কবে?'

মাধবী সরাসরি এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল,'ধীরাকে দিদির ওখানে রেখে যাচ্ছি। ফাঁকা ফ্ল্যাটে ওইটুকু মেয়ের থাকা উচিত হবে না। হোম সার্ভিসকে বলে রেখেছি। ফোনে বলে দিলে খাবার দিয়ে যাবে। আশা করি তোমার সমস্যা হবে না।'

'নো প্রবলেম।'

'প্রবলেম যে নয় সেটা আমি ভালো করে বুঝতেই পারি। ইওর ওনলি প্রবলেম ইজ মাই কম্পানি। আমার সঙ্গে থাকাটাই তোমার কাছে সব থেকে বড় প্রবলেম। যাক, দুটো দিন তো বাঁচলে। প্রসটিটিউটটার সঙ্গে প্রাণ খুলে ফস্টিনস্টি করতে পারবে।'

'মাধবী, তুমি কি আজ অনেকক্ষণ ঝগড়া করবে বলে ঠিক করেছ?'

BanglaBook.org

মাধবী উঠে দাঁড়ায়। আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের তুলনায় মাধবী লম্বাতে যেন একটু বেশি। চাপা গলায় বলল, 'তোমার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনও কিছু করবার দিন কয়েক বছর আগেই আমি ছেড়ে এসেছি অনীশ।'

অনীশ চিঠিতে চোখ রাখল। চিঠি এসেছে ফ্রেন্ডস মোবাইলের কলকাতা ডিভিশন থেকে।ঝরঝরে ইংরেজিতে লেখা ছোট চিঠি। পড়ে ফেলতে অনীশের সময় লাগল তিন মিনিটেরও কম। চিঠি এরকম—

'মহাশয়, পশ্চিবঙ্গে আমাদের নতুন মোবাইল সেটের বিক্রি সম্পর্কিত পরামর্শ এবং বিজ্ঞাপনের জন্য ছ' মাস আগে আপনার ফার্মের সঙ্গে আমরা চুক্তিবদ্ধ হই। বিস্তারিত সার্ভে, বেশ কয়েকটি বৈঠক, বিভিন্ন ধরনের মোবাইল সেটের চাহিদার তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজের পর আপনারা আমাদের জন্য একটি রিপোর্ট তৈরি করেন। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী আমরা প্রচার এবং মার্কেটিং-এর প্রক্রিয়াগুলি শুরু করেছিলাম। আপনার নিশ্চয় মনে আছে, তখন সিদ্ধান্তই হয়েছিল, কাজ শুরুর তিন মাস পরে গোটা বিষয়টি রিভিউ করে দেখা হবে। আপনাদের পরামর্শ এবং তৈরি করে দেওয়া বিজ্ঞাপন অনুযায়ী চলবার ফলে ফ্রেন্ডস্ মোবাইল বাজারে কতটা জায়গা পেয়েছে, জানার পর ঠিক হবে আগামী দিনের জন্য আমরা আবার চুক্তিবদ্ধ হব কি না। গতকাল সেই তিন মাস শেষ হয়েছে। মহাশয়, আপনাকে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আপনার ফার্মের পরামর্শ মতো চলবার পরও, দেখা যাচ্ছে আমাদের নতুন মোবাইল সেটের সেল রিপোর্ট ভয়াবহ। চিঠির সঙ্গে একটি গ্রাফও পাঠানো হল। সপ্তাহ ধরে বিক্রির হিসেব। আশা করি, এটি দেখলে আপনার কাছে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। শুভেচ্ছা জানবেন।'

গ্রাফের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই বিষয় বুঝতে পারল অনীশ। সত্যিই ভয়াবহ। রেখচিত্রের মুখ একেবারে গোত্তা খেয়ে পড়ছে।

এই চিঠি রূপসা অ্যাডভাটাইসমেন্ট অ্যান্ড কনসালটেনসির পক্ষে খুব উদ্বেগের। এর অর্থ শুধু একটা বড় পার্টি হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া নয়, এই খবর ছড়ালে নতুন কাজ পাওয়ারও সমস্যা হবে। মোবাইল সেট বিক্রির মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কাজ করবার সুযোগ এখানকার খুব কম ফার্মই পেয়েছে। সাধারণত বাইরের কোম্পানিই এসব কাজ করে। আসলে এই 'ফ্রেন্ডস' খুব নামকরা মোবাইল কোম্পানির নতুন বিভাগ। কম বয়েসের ছেলেমেয়েদের টার্গেট করে বাজার ধরতে এসেছে। খবর পেয়ে অনীশ ওদের মুম্বাই অফিসে যোগাযোগ করেছিল।

মাধবী টিভি বন্ধ করে বলল, 'তুমি কি আরও কাজ করবে?'

মাধবীর ঘুম পাচ্ছে। এই সময়টার জন্য অনীশ অপেক্ষা করে। কখনও মাধবীর

BanglaBook.org

ঘুম পাবে। ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়বে। সে তাড়াতাড়ি বলে, 'না না, তুমি শুয়ে পড়, কাল ভোরে উঠতে হবে। আমি শুধু একটা ফোন করব।'

মাধবী খাটে উঠে বলল, 'ফোনটা বাইরে গিয়ে করলে ভালো হয়।'

অনীশ উঠে বারান্দার দরজাটা খুলল। মাধবী চাপা গলায় বলল, 'ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। আশা করি খুব দ্রুত সেই সময়টা আসবে যখন তুমি তোমার ঘরে ইচ্ছেমতো থাকতে পারবে। কেউ বিরক্ত করবে না। যাওয়ার আগে দয়া করে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যেও।'

অনীশ বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আজ নয়, গত পাঁচ বছর ধরেই মাধবী এ ধরনের কথা বলছে। নাকি আর একটু বেশিই হবে? বাঁধনের সম্পর্কের ঘটনা জেনে ফেলার পর থেকেই। শুধু কথা নয়, সে ঠিকই করে ফেলেছিল, আলাদা শোবে। ঘটনা জানার প্রথম রাতটা ড্রইংরুমের সোফায় বসে কাটিয়েছিল। তখন সবে এই ফ্ল্যাট কিনে যাদবপুর থেকে উঠে এসেছে ওরা। মাস দুয়েক হয়েছে মোটে। ঘর সাজানো শেষ হয়নি। কাঠের কাজ চলছে। গেস্টরুম ফার্নিচারে বোঝাই। সেদিন অনীশ অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করেবলেছিল,'এটা কী করছ মাধবী? প্লিজ ঘরে চলো। রূপসা আছে, সে যদি এত রাতে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে তার মা জেগে সোফায় বসে আছে সেটা কি ভালো হবে? তাছাড়া ধীরা দেখছে। সে কাজের মেয়ে, তার কৌতূহল বেশি। ঘরে চলো।'

মাধবী দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, 'ঘরে যাওয়ার কথা বলতে লজ্জা করছে না? এরপরেও বলছ কোন্ মুখে! এই ঘটনা জানার পরও তোমার সঙ্গে গিয়ে খাটে উঠব? ছি ছি। শুধু কাজের লোক কেন, সবাই তোমার চেহারাটা দেখুক। মেয়ে জানুক তার বাবা বাঁধন নামের একটা বেশ্যার সঙ্গে...ইস্ তুমি এত নিচে নামলে?'

অনীশ একটা হাত মাধবীর কাঁধে রাখে। বলে, 'ওভাবে বলছ কেন? ব্যবসার জন্য নানা ধরনের কাজ করতে হয়। সবাইকেই করতে হয়। কম্পিটিশন অনেক বেড়ে গেছে। পার্টি ধরতে গেলে এখন আর শুধু টাকার ঘুষে চলে না, কে টাকাটা নিয়ে যাচ্ছে সেটাও ফ্যাক্টর। তাছাড়া বাধনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নয়, সম্পর্ক কোম্পানির। সেই সূত্রেই আমি তার ফ্ল্যাটে দু-একবার গেছি, যেতে হয়েছে।'

মাধবী ঝটকা দিয়ে কাঁধ থেকে অনীশের হাত সরিয়ে দিয়েছিল।

'চুপ করো, মিথ্যে বলে পাপ ঢাকার চেষ্টা কোর না। ছি ছি এত বড় একটা মেয়ে তোমার।'

কথাটা মিথ্যে নয়। একেবারে গোড়াতে সুকোমল দত্ত বলেছিল, 'দাদা, আপনি নিজে দেখে নেবেন। শুনেছি, সবাইকে তো আপনি দেখেই নেন। একেও তাই করবেন, শুধু মুখের কথায় বিশ্বাস করবেন কেন? খবর পেলাম আপনি ভালো

BanglaBook.org

জিনিস খুঁজছেন।'

অনীশ বিরক্ত হয়ে হাত তুলে বলে, 'না না আমার কিছু দেখার নেই। দেখার কী আছে? তাছাড়া নেওয়ার প্রশ্ন আসছে কেন? যেমন যেমন কাজ পড়বে সেই অনুযায়ী পেমেন্ট।'

সুকোমল দত্ত হাসে। লোকটা গল্প উপন্যাসে পড়া দালালদের মতো মিহি দেখতে নয়। স্যুট বুটে একটা 'কর্পোরেট লুক' আছে। হাতে ল্যাপটপ নিয়ে ঘোরে। চাপা গলায় বলে, 'এটাই তো দাদা ভুল। এই ভুলটা অনেকেই করে। কাজ পছন্দ হলে কোম্পানিকে যেমন আর পাঁচজন স্টাফকে ধরে রাখতে হয়, এসব মেয়েছেলেও বেঁধে রাখতে হয়। আমার মতো হাজার দালাল ঘুরছে, ভালো জিনিসের জন্য সবাই ছুঁকছুঁক করছি। জিনিসের অভাব নেই, ভালো জিনিসের অভাব আছে। কারও হয়ে দুটোর জায়গায় তিনটে অর্ডার ধরলেই তুলে নেওয়ার জন্য পেছনে লেগে যাব। তখন বাঁধা না হলে সেই মেয়েছেলে আপনাদের কাছে থাকবে কেন দাদা? সেই কারণেই তো বলছি, নিজে দেখে শুনে নিন, তারপর ধরে রাখুন। যে মেয়ের কথা বলেছি সে আসলে ম্যাজিশিয়ন।'

'মানে! ম্যাজিশিয়ন মানে!'

মুখের সামনে হাত তুলে সুকোমল দত্ত একটু কাশে। বলে, 'স্যার, ওই ম্যাজিশিয়ানের কথা বলছি না, বাঁধন নামের মেয়েটার শরীরে ম্যাজিক আছে। সেই জন্য দামটাও একটু হাই।'

অনীশ আরও বিরক্ত গলায় বলে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে অত কিছু শুনে আমি কী করব? কাজ হলেই হবে।'

সত্যি অনীশ বিরক্ত ছিল। এরকম একটা বিষয়ের মধ্যে তাকে ঢুকতে হচ্ছে এটাই তার বাজে মনে হচ্ছিল। কিন্তু উপায় কী? এর মধ্যে অন্তত তিনটে বিজনেস হাতছাড়া হয়েছে। পার্টির ঘরে মেয়ে পাঠিয়ে অন্যরা কাজ ঘুরিয়ে নিয়েছে। প্রথম দুটোর খবর পেয়েও অনীশ মনে মনে শক্ত ছিল। তিন নম্বরটার পর নড়ে চড়ে বসতে হল। অ্যাকাউন্টসে রবীন ঘোষাল নামে একজন ছিল। ঘাগু লোক। দরজা বন্ধ করে বলল, 'ব্যবসাকে, স্যার ব্যবসার মতোই দেখা ভাল। দু-তিনটে অর্ডারের জন্য রূপসার বিরাট লস হয়ে যাবে এমন নয়, কিন্তু অ্যাটিটিউডে গোলমাল হয়ে যাবে। এখনকার বিজনেস মানেই স্যার অ্যাগ্রেসিভ অ্যাটিটিউড। যে করেই সেটা হোক ধরতে হবে। গোটা কেনা বেচার দুনিয়া জুড়েই তাই চলছে। আরও বাড়বে। এসব তো আমার থেকে আপনি অনেক ভাল জানেন স্যার।'

অনীশ ভুরু কুঁচকে বলে, 'আপনি কী করতে বলছেন?'

ঘোষাল অল্প হেসে বলল, 'অসুখ অনুযায়ী ওষুধ দিতে বলছি। ম্যালেরিয়া হলে কুইনাইন লাগবেই। আর কুইনাইন তো মিষ্টি হবে না, তেতোই লাগবে।'

BanglaBook.org

কাজটা পছন্দ না হলেও অনীশের যুক্তি পছন্দ হয়েছিল। ঘোষালই সুকোমল দত্ত নামের দালালটিকে ধরে আনে। বাঁধনের সঙ্গে কথাও ফাইনাল হল দ্রুত। ঘোষাল আর সুকোমল দত্ত ছাড়া ঘটনা কেউই জানল না। কাজের সময় সুকোমলকে ডেকে বলে দেওয়া হত। সে-ই নিয়ম করে এসে অ্যাকাউন্টস্ থেকে ক্যাশ নিয়ে যায়। শর্ত একটাই সব সময়ই মাসের টাকাটা অ্যাডভান্স দিতে হবে। এটাই নাকি এ কাজের নিয়ম।

সত্যি সত্যি পুরনো সরে যাওয়া কয়েকটা কাজ বাঁধন রূপসা কনসালটেনসির জন্য ফিরিয়েও আনল! সুকোমল এসে অনীশকে বলল, 'বলেছিলাম না এই মেয়ে ম্যাজিশিয়ান? এখন প্রমাণ পেলেন তো দাদা?'

সেই বাঁধন একদিন সরাসরি অনীশকে ফোনে ধরল। স্পষ্ট গলায় বলল, 'আমি বাঁধন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

অনীশ নার্ভাস হয়ে বলে। 'কেন আমার সঙ্গে কেন? আপনার যা বলার মিস্টার দত্তকে বলবেন।'

'ওনাকে বলব না বলেই তো আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছি। ফ্রম টু-ডে অনওয়ার্ডস ওই লোকের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।'

অনীশ ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'দেখুন এটা আপনাদের প্রবেলম। এসব নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করা বা কথা বলার মতো সময় বা ইচ্ছে আমার নেই। অন্য কোনও জরুরি বিষয় থাকলে ফোনেই বলুন।'

ওপাশে মেয়েটা একটু চুপ করে থাকে, তারপর বলে, 'জরুরি কিছু নয়, আসলে আমি আপনাদের কাজ আর করব না অনীশবাবু। এ মাস থেকেই করব না। তাই অ্যাডভান্স টাকা ফেরত দেওয়ার একটা ব্যাপার ছিল। সেটা ফেরত দিতেই দেখা করতে চাইছিলাম। যদি বলেন, কাউকে দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি।'

অনীশ সতর্ক হয়। মেয়েটা দর বাড়াতে চাইছে? হতে পারে। তবে এসব কাজে ঘুরিয়ে টাকা চাওয়ার রেওয়াজ আছে কি? কে জানে, হয়তো আছে। কাজ করব না বলে চাপ বাড়াচ্ছে। অন্য জায়গার টোপও থাকতে পারে, দত্ত তো বলেছিল। তবে কলকাতার শহরে মেয়ের অভাব হবে না। শুধু একটা সিস্টেম চালু হয় গিয়েছিল এই যা। আবার নতুন কাউকে নিতে গেলে গোড়া থেকে শুরু করত হবে। এসব জিনিস বেশি নাড়াঘাটা করা যায় না। অফিসে জানাজানি হলেও খারাপ।

অনীশ বলল, 'দেখুন, আপনার কি অ্যামাউন্ট নিয়ে অসুবিধে হচ্ছে?'

ওপাশে মেয়েটা যেন হাই তুলল।

'না। ইনফ্যাক্ট আমি কাজটা যে ছাড়ব সে ডিসিশনটাও এখনই নিলাম।

BanglaBook.org

ভেবেছিলাম দত্তকে সরিয়ে আপনাদের সঙ্গে ডাইরেক্ট করে নেব। সেই জন্যই কথা বলতে চাইলাম।'

অনীশ খানিকটা স্বস্তি বোধ করল। সে বলল, 'আমাদের কাজ পেলেই হবে। আপনি আমার সঙ্গে কথা বলে নিতে পারেন। কোনও অসুবিধে নেই।'

বাঁধন যেন কথাটা লুফে নিল। বলল,'আমার অসুবিধে আছে। এতক্ষণ ছিল না, এবার হয়েছে। আপনার সঙ্গে দেখা করা বা কথা বলার মতো সময় আমার নেই।'

অনীশ চুপ করে থেকে বলল, 'সরি।'

'ইটস ওকে! আপনি বরং একটা কাজ করুন দয়া করে আমার ঠিকানাটা নোট করে রাখুন। কাউকে পাঠাবেন, আমি টাকাটা ফেরত দিয়ে দেব। একটা ফোন করে যেন আসে।'

'আপনি তাহলে ডিসিশন বদলাচ্ছেন না?'

বাঁধন যেন একটু হাসল। বলল, 'না, বদলাচ্ছি না।'

অনীশ বুঝল কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। সে বলল, 'অল রাইট। ওই টাকার জন্য চিন্তা করবেন না, ওটা আপনার কাছেই থাক।'

বাঁধন চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর একটু হেসে বলল, 'আপনার দয়ার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমি কাজ না করে টাকা নেওয়া পছন্দ করি না। আপনি কি করেন? কোনওদিন যদি সময় সুযোগ হয় বলবেন, আপনার মুখ থেকে শুনব। কিছু যদি মনে না করেন আজ ফোন ছাড়ছি।'

সেদিন বাঁধনের বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ফ্ল্যাটে অনীশ যখন বেল টিপছিল তখন রাত ন'টাও বাজেনি। পরিচয় দেওয়ার পর কাজের মেয়েটা প্রায় আধঘন্টা বসিয়ে রাখল ড্রইংরুমে। ম্যাডাম ঘুমোচ্ছে। অনীশ এক ঝলক তাকিয়েই বুঝল না, সুকোমল দত্ত মিথ্যে বলেনি, মহিলার রুচি আছে। ঘর সুন্দর করে সাজানো। দেয়ালে পেইনটিং, ম্যুরল। বুকে ড্রাগনের হাঁ মুখের ছবি আঁকা ম্যাক্সি পরে বাঁধন যখন ঘরে এল তখন তার চোখ মুখ ঘুমে ফোলা। কপালের চুল সরিয়ে সে হেসে বলেছিল, 'কী খাবেন? হার্ড না সফট্?'

অনীশ সেদিন বাঁধনের ওখান থেকে বেরিয়েছিল রাত বারোটা পার করে। মাধবী রাগারাগি করল, তবে বুঝতে পারেনি। পার্টি ছিল বলে ম্যানেজ দিয়েছে অনীশ। বুঝতে পারল আরও কয়েকমাস পরে। অনীশ সেদিন রাতে ফিরতেই পারল না। বাঁধন ছাড়ল না। সারারাত যেন ম্যাজিক দেখাল। শরীরের ভয়ংকর ম্যাজিক! সেই ম্যাজিক ছিঁড়ে বেরোনোর ক্ষমতা ছিল না অনীশের। সে ঘোরের মধ্যে পড়ে রইল। বাঁধন তার নগ্ন শরীরে বেঁকিয়ে চুরিয়ে, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আগুন জ্বালালো! অনীশের মনে হল তারা জ্বলছে দাউদাউ করে! চিতার মতো। আর

BanglaBook.org

হাতছানি দিয়ে অনীশকে ডাকছে, আয় আয়, আয়...। এই ডাক ছেড়ে যাওয়ার ক্ষমতা কোন পুরুষের আছে?

ভোররাতেও সেই নিভে যাওয়া চিতার ওপর নগ্ন অনীশ উপুড় হয়ে শুয়েছিল।

'তুমি এমন করে পারো বাঁধন!'

দুটো পা দুদিক থেকে অনীশের কোমরে তুলে দিল বাঁধন। ফিসফিস করে বলল, 'না পারি না।'

সেদিন অনীশ ওখানে থেকেই সোজা অফিসে গিয়েছিল। সারা সকালটা শুধু হালকা, স্বচ্ছ একটা পাঞ্জাবি পরে বাঁধন তার পাশে থেকেছে।

রাতে অফিস থেকে ফিরে জেনেছিল, মাধবী বাঁধনের খবর অনেকটাই পেয়ে গেছে। এমনকী তার ফ্ল্যাটে রাত কাটানোর খবরও। ডিনারের পর নিঃশব্দে নিজের বিছানা গুটিয়ে উঠে এসে বসে আছে ড্রইংরুমের সোফায়।

অনীশ বিড়বিড় করে বলে, 'ভুল কি হয় না মাধবী? মানুষ তো কত ভুল করে। নিজের অজান্তেই করে। তাছাড়া সবসময় নিজেকে কন্ট্রোলে রাখা যায়? আমরা তো কেউ মহাপুরুষ নই।'

মাধবী কঠিন চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে 'সাফাই গাইছো? ছি ছি। আর একটা কথাও বোলো না। প্লিজ লিভ মি অ্যালোন। আমাকে একা থাকতে দাও।'

পরের দুটো রাত মেয়ের সঙ্গে শুয়েছিল মাধবী। রূপসাই আপত্তি করে। বলে, 'এটা কী হচ্ছে মা? তুমি কী পার্মানেন্টলি আমার ঘরে সেট্‌ল করার প্ল্যান করেছো নাকি?'

'কেন অসুবিধে কী? মেয়ের সঙ্গে মা শুতে পারে না বুঝি?'

রূপসা চোখ বড় করে বলে ,'না পারে না। একেবারেই পারে না। ছোটবেলা থেকে তুমিই তো আমাকে আলাদা শোওয়ার হ্যাবিট করিয়েছো। সেই ক্লাস সিক্স না সেভেন থেকে।এখন হুট বলতে সেই অভ্যেস চেঞ্জ করতে চাইলে চলবে কেন? প্লিজ মা, ইও অ্যারেঞ্জ সামহোয়ার এলস্। বেস্ট হয়, বাবার সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে যদি নিজের বেডরুমে ব্যাক করো। আই থিঙ্ক ইট উইল বি আ হ্যাপি এন্ডিং।'

'থাক, পাকামি করতে হবে না। আমারটা আমায় বুঝতে দাও।'

পরদিন থেকে গেস্টরুমে ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল মাধবী। রূপসার কথা ভেবে পিছিয়ে আসে। থাক, মেয়েটা আর একটু বড় হোক। এখনই চোখের সামনে জীবনের বিশ্রী দিকগুলো দেখার দরকার নেই। তাই নিজের ঘরেই ফিরে এসেছে সে। অনীশের পাশেই শুয়ে রাত কাটায়, তবে প্রতি মুহূর্তে বুঝিয়ে দেয়, স্বামী

BanglaBook.org

হলেও মানুষটাকে সে ঘেন্না এবং তাচ্ছিল্য করে।

আজও তাই করেছে।

বারান্দা থেকে অনীশ ঝুঁকে তাকাল। আটতলার নিচে বাইপাস প্রায় শুনশান, একটা দুটো করে গাড়ি ছুটছে রাস্তা কামড়ে। নিজের হেড লাইটকেই যেন তাড়া করেছে। মাথার ওপর মস্ত আকাশ ঝক্‌ঝকে। আজ পূর্ণিমা নাকি? চাঁদ কোথায়? কাল অফিসে গিয়ে প্রথম কাজ হবে ফ্রেন্ডস্ মোবাইলকে দেওয়া রিপোর্টটা দেখা। সমস্যাটা কোথায় হল? বিক্রির কায়দায়? নাকি প্রচারে? যতদূর মনে পড়ছে, ওরা মূলত বিজ্ঞাপনের পরামর্শ চায়। বলেছিল অল্পবয়সীরা 'টার্গেট বায়ার'। সেই কারণেই সেটের নাম রাখা হয়েছে 'ফ্রেন্ডস'। দামটা কম। সহজ ইনস্টলমেন্টের ব্যবস্থাও থাকছে। সবটা মাথায় রেখেই কাজ করেছিল রূপসা অ্যাডভার্টাইসমেন্ট। স্লোগান তৈরি হয়েছিল—'ঝগড়া মেটায় ফ্রেন্ডস্ মোবাইল'। তাহলে ভুলটা কোথায় হল? যেখানেই হোক, সেই ভুল দ্রুত ঠিক করতে হবে। কোনও ভাবেই এই পার্টিকে হাতছাড়া চলবে না।

অনীশ মোবাইলে মুরলীর নম্বর টিপল। তাকে বলতে হবে, কাল সকালেই অ্যাড আর মার্কেটিং-এর সকলে যেন চলে আসে। মুরলীর ফোন বেজে গেল। এর মাঝখানে মেসেজ এল বিপ্ বিপ্ আওয়াজ তুলে। বাঁধন লিখছে—মিস্টার প্যাটেল ফার্স্ট ওভারেই বোল্ড। খাট পর্যন্ত যেতে হয়নি, সোফাতেই উইকেট ছিটকে পড়েছে। কাল আবার আসতে বলেছে। আমি রাজি হইনি। ভাল করেছি না? গুড নাইট ডার্লিং। আই লাভ ইউ। আই কিস ইউ।'

অনীশ খানিকটা নিশ্চিন্ত হল, প্যাটেল কাল আবার ডেকেছে মানে কাজ খানিকটা এগিয়েছে। অর্ডার হলেও হতে পারে।

আবার মুরলীকে চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল অনীশ। থাক, কাল সকালে দেখা যাবে। দরজা ঠেলে অন্ধকার ঘরে ঢুকেই অনীশ বুঝল মাধবী কাঁদছে। উঠে বসে হাঁটুতে মাথা নামিয়ে কাঁদছে। অনীশ খাটের ওপর ঝুঁকে মাধবীর পিঠে হাত রাখল। ইস্ শরীর কী ঠাণ্ডা!

মাধবী চিৎকার করে উঠল, 'ডোন্ট টাচ্। ডোন্ট টাচ্। আমাকে ছোঁবে না তুমি।'

BanglaBook.org

'দুদিন আমাকে পাবে না কঙ্কন। মে বি থ্রি ডেইজ।'

'সেকী! হোয়াই? কেন রূপসা?'

'আমি নিরুদ্দেশে যাচ্ছি। কাল ভোরে রওনা।'

'নিরুদ্দেশেরও তো একটা নাম আছে।'

'আছে, তবে এই জায়গাটার নাম এখনও ঠিক হয়নি। আমি গিয়ে দেব। ইনফ্যাক্ট সেই কারণেই আমি যাচ্ছি।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কম্পিউটার স্ক্রিনে কঙ্কনের উত্তর ভেসে উঠল।

'কথাটার মানে বুঝতে পারছি না রূপস্। তুমি জায়গার নাম দেবে মানে? উড ইউ প্লিজ এক্সপ্লেইন?'

রূপসা দ্রুত হাতে কি বোর্ডে টাইপ করল।

'সরি ডার্লিং, এখনই এক্সপ্লেইন করা যাবে না। ইটস আ সিক্রেট ভেঞ্চার। নাম ঠিক হয়ে গেলে বলা যাবে। আমি ভেতরে ভেতরে খুব এক্সাইটেড ফিল করছি। সবাই নিউবর্ন বেবির নাম দেয়, বাড়ির নাম দেয়, রাস্তার নাম দেয়, এমনকি পেটস্ এর নামও রাখে। আমি নাম রাখব একটা আস্ত জায়গার! উপস্! বিষয়টা ভাবতে পারছ?'

কঙ্কন উত্তর পাঠাল—

'না, ভাবতে পারছি না। আমার পুরোটাই ধাঁধার মতো লাগছে। এটা কি একটা পাজল্? নাকি জোকস? রূপস্ আমি কি এখনই তোমাকে মোবাইলে ধরতে পারি? ঘটনা নিজের কানে শুনতে চাইছি। কম্পিউটারে লিখে সবটা ক্লিয়ার হচ্ছে না।'

'একদম না। বলেছি না মা সেদিন বকাবকি করেছে? দশটার পরই আমি মোবাইল অফ্ করে রাখছি।'

কঙ্কন লিখল—

'উনি কী করে বুঝতে পারলেন? তুমি তো খুব আস্তে কথা বলো, ফিস্‌ফিস করে। আমিই শুনতে পাই না। ঘরের বাইরে থেকে উনি শুনবেন কী করে?'

BanglaBook.org

কি বোর্ডে হাত রেখে থমকে গেল রূপসা। এই প্রশ্নের উত্তর সে সঠিক জানে না। সত্যিই তো অত আস্তে কথা বলা সত্ত্বেও মা কী করে শুনতে পায়? অথচ মা সেদিন সকালেই ধরল। রূপসা তখন ব্রেকফাস্টের জন্য সবে টেবিলে গিয়ে বসেছে।

'কাল রাতে কি কারও সঙ্গে কথা বলছিলে? মোবাইলে?'

রূপসা একটু চমকে ওঠে। মা তো এভাবে বলে না। এক মুহূর্ত ভেবে বলল, 'হ্যাঁ মা বলছিলাম। কঙ্কনের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ও বেঙ্গালুরু থেকে ফোন করেছিল।'

মা শান্ত গলায় বলল, 'ও কী এখন বেঙ্গালুরুতে?'

'হ্যাঁ, পুণে থেকে ট্রান্সফার হয়েছে। দিনের বেলায় সময় পায় না, তাই রাতে ফোন করেছিল।'

'তখন কত রাত সেটা কি তোমার খেয়াল আছে রূপসা?'

রূপসা লজ্জা পেয়ে মুখ নামাল।

মা বলল, 'অনেক রাত, প্রায় দুটো। আমি টয়লেটে গিয়েছিলাম, শুনলাম, বন্ধ দরজার ওপাশে তুমি চাপা গলায় কথা বলছ। ঠিক কিনা?'

কথা শেষ করে মা সামান্য হাসল। হাত বাড়িয়ে তার কানের পাশে পড়া চুলগুলো যত্ন করে তুলে দিল। বলল, 'চিন্তা কবার কিছু নেই, কী বলছিলে আমি শুনিনি। তুমি বড় হয়েছ, আড়াল থেকে কথা শোনবার মতো বয়স তোমার আর নেই।'

রূপসার ভালো লাগল। ছেলেমেয়েদের বড় হওয়ার বাবা-মায়েরা মাথায় রাখে না। তার মা মনে রেখেছে। বলল, 'সরি মা। অত রাত হয়ে গিয়েছিল, আমি বুঝতে পারিনি।'

মা শান্ত গলায় বলে, 'নো প্রবলেম। তবে কালই শুধু নয় রূপসা, এর আগেও বেশ কয়েকবার এই ঘটনা ঘটেছে। অনেক রাত পর্যন্ত তুমি গল্প করেছ। আমি শুনেছি, কিন্তু তোমাকে কিছু বলিনি, কাল দুটো বেজে গেছে দেখে একটু চিন্তাই হল। মনে হল, তোমাকে একবার বলা উচিত। এটা যদি তোমার রেগুলার রুটিন হয় তাহলে কিন্তু কাজটা ঠিক হচ্ছে না. । মনে রেখো, তোমার এটা পরীক্ষার ইয়ার, শরীরে যেন স্ট্রেইন না পড়ে। রাত জাগা মানেই শরীরের ওপর ধকল।'

এতটা বলে মা থামল। একটা টোস্ট ডিশে তুলে দিয়ে বলল, 'পড়ার ফাঁকে গল্প যদি একটু করতেই হয়, দিনের বেলাতেই সেটা সেরে ফেলা ভালো।'

সেদিন থেকেই রূপসা অ্যালার্ট হয়েছে। এখন দশটা বাজলেই তার মোবাইল অফ। তবে তার মানে এই নয়, রাতে কঙ্কনের সঙ্গে গল্পও 'অফ্'। কঙ্কনের যেদিন নাইট ডিউটি থাকে কম্পিউটারে তাকে কানেক্ট করে নেয়। সফট্ওয়্যার

BanglaBook.org

কোম্পানির কাজ, মাসের মধ্যে দশ বারোদিন কঙ্কনকে রাতে অফিসে থাকতেই হয়। আজ যেমন আছে। কি বোর্ডের আওয়াজে সমস্যা নেই। বাইরে থেকে শুনলে মনে হবে, গভীর পড়াশোনা চলছে। মা নিজেই বলে, 'হ্যাঁরে তোদের লেখাপড়া কি সব কম্পিউটারে। সারাক্ষণ খটখট। কই, আমাদের তো ছিল না।' রূপসা গম্ভীর হয়ে বলে, 'তাও তো আমরা স্কুল কলেজে যাই। বাইরে তো কম্পিউটার কানেক্ট করেই ক্লাস। মনে হয় কিছুদিনের মধ্যে আমাদের শরীরে ইনবিল্ড কম্পিউটার এসে যাবে। কি বোর্ড, মাউস লাগবে না। হাতের তালুতে টোকা মারলেই কাজ হবে।'

রূপসা লিখল—

'ছাড় ওসব। মা কী করে বুঝল, তুমি জেনে কী করবে? মায়েরা ওরকম অনেক কিছু বুঝতে পারে। কাজের কথা শোনো, হাওয়া হয়ে যাওয়ার কটাদিন তুমি আমাকে ফোনেও পাবে না কঙ্কন।'

'সে কী! হোয়াই? মোবাইলে পাব না কেন? তুমি কি টাওয়ারলেস কোথাও যাচ্ছ?'

'ওমা! ফোনে পেলে আর নিরুদ্দেশ কী হল? ঠিক করেছি, ওখানে মোবাইল নিয়ে যাব না। ফর টু ডেইজ উই শ্যাল বি ফ্রি, ওনলি প্রকৃতি অ্যান্ড প্রকৃতি। ফ্যানটাস্টিক! এই পরিকল্পনাটা তোমার কেমন মনে হচ্ছে কঙ্কন?'

কিছুক্ষণের মধ্যে উত্তর এল।

'পরিকল্পনা ভালো মনে হচ্ছে, তবে চিন্তা হচ্ছে।'

'চিন্তা! হোয়াই চিন্তা?'

'যেভাবে নেচার নেচার করছ তাতে মনে হয় কাপড় জামাও সব রেখে যাচ্ছো, ন্যুড হয়ে ঘুরে বেড়াবে। ইস্ আমি খুব মিস্ করব।'

উত্তর পড়ে রূপসা হেসে ফেলল। লিখল—

'শাট্ আপ্। আমরা দল বেঁধে যাচ্ছি।'

'তাতে অসুবিধে কী? আদিম মানুষ দল বেঁধেই ন্যুড থাকত। তোমরা মানে কে কে?'

রূপসা চুপ করে রইল। তারপর লিখল—

'উত্তর দেব না। আগে শ্ল্যাং উইথড্র করো।'

কঙ্কনের উত্তর এলো মুহূর্তে।

'সরি, আই অ্যাপোলোজাইস রূপসা, তুমি যে এতটা কনসারভেটিভ হয়ে গেছ আমার জানা ছিল না। এবার বল কে কে যাচ্ছ?'

রূপসা টাইপ করল—

'কনজারভেটিভ মা যাচ্ছে না?'

BanglaBook.org

কঙ্কন লিখে পাঠালো—'সরি, ভেরি সরি। জায়গাটা কি কোনও জঙ্গলের ভেতর?'

'জঙ্গল, পাহাড় না সমুদ্র এখনই বলতে পারব না, তবে খুব দূরে নিশ্চয় নয়। রোহন আঙ্কেল রুট ফাঁস করেনি। শুধু বলেছে, ব্রেকফাস্ট পথে। সেরকম বুঝলে লাঞ্চও।'

'সে কী! সত্যি সত্যি একেবারে না জেনে যাচ্ছ?'

রূপসা হাসতে হাসতে লিখল—

'বোকাচন্দর, সত্যি তাই, রোহন আঙ্কেল নতুন গাড়ি নিয়েছে। আমি বললাম, কোথাও একটা নিয়ে যেতে হবে, লঙ্ ড্রাইভে। মা প্রথমে রাজি হচ্ছিল না। আমার স্টাডি, নিজে অফিস থেকে ছুটি পাবে না বলে বাগড়া দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত রোহন আঙ্কেল চেপে ধরায় রাজি হয়েছে।'

'একটা কথা বলব রূপস্? রাগ করবে না?'

রূপসা খট্‌খট্ আওয়াজ তুলে লিখল—

'হ্যাঁ করব।'

'তোমার কথা শুনে আমার মনে হয় রূপসা, রোহন আঙ্কেল চেপে ধরলে উনি সব কিছুতে রাজি হয়ে যান। তাই না?'

রূপসা উত্তর লিখতে কিছুটা সময় নিল। কথাটা ঠিক। সবকিছু না হলেও অনেককিছুতে তো বটেই। সে লিখল—

'মে বি। সবার ওপরই তো কারও না কারও একটু বেশি ইনফ্লুয়েন্স থাকে। সেটাকে এভাবে এক্সপ্লেইন করাটা কি ঠিক হচ্ছে?'

'আমি কোনওভাবেই এক্সপ্লেইন করতে যাইনি।'

'না গেলেই ভালো। আমি খুশি হব। কঙ্কন, রোহন আঙ্কেল ইজ আওয়ার ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। হি ওয়াজ মাই ফাদারস্ কলিগ। এখন কলিগ নেই, তিনি নতুন বিজনেস স্টার্ট করেছেন কিন্তু আমাদের ফ্যামিলির সঙ্গে চমৎকার সম্পর্ক। তুমি সে কথাটা জানো। আমি তাকে খুবই পছন্দ করি। তিনি পছন্দ করার মতোই একজন মানুষ।'

কঙ্কনের উত্তর এল খুব দ্রুত।

'ওকে, ওকে বাবা, ডোন্ট টেক ইট সো সিরিয়াসলি।'

রূপসা লিখল—

'আসলে আমার কী মনে হচ্ছে জানো কঙ্কন? মনে হচ্ছে, তোমার হিংসে হচ্ছে। ইউ বিকাম জেলাস। তুমি একটা কাজ করো, কাল মর্নিং ফ্লাইটে কলকাতায় চলে এসো। আমি দেখেছি, রোহন আঙ্কেলের নতুন গাড়িটা বিগ এনাফ। লাইক এ ভ্যান। পিছনের দিকে নিশ্চয় একটা সিট তোমার জন্য অ্যারেঞ্জ করা যাবে।

BanglaBook.org

আমরা তো মোটে তিনজন। অনেক জায়গা। হাউ ইজ দ্য প্ল্যান? হি হি।'

কঙ্কন উত্তর লেখে—

'থ্যাঙ্কু রূপস্। থ্যাঙ্কু ফর ইওর প্রোপোসাল। কিন্তু সরি, বেঙ্গালুরু থেকে উড়ে গিয়ে তোমাদের ম্যাড ট্যুরে এবার জয়েন করতে পারছি না, কারণ আমার মাথার অবস্থা এখনও অতটা খারাপ হয়নি। তবে আশাকরি দ্রুত হয়ে যাবে। তোমার মতো মেয়ের সঙ্গে আর কিছুদিন মেলামেশা করলে অবশ্যই হয়ে যাবে! কিন্তু তোমার কাছে যে একটা জিনিস চেয়েছিলাম সেটা কি মনে আছে?'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ থেকে রূপসা উত্তর লিখল।

'মনে আছে। কিন্তু ও জিনিস তুমি পাবে না।'

'কেন পাব না, অসুবিধে কোথায়?'

'অসভ্য। জানো না অসুবিধে কোথায়?'

'না জানি না। তুমি কি ছেলেমানুষ?'

রূপসা চুপ করে রইল। তার লজ্জা করছে, আবার মজাও লাগছে। সে লিখল, 'ছেলেমানুষ নই বলেই তো পারব না।'

কঙ্কনের উত্তর এলো কাতর ভঙ্গি মেখে।

'প্লিজ রূপসা না বোলো না, এতদিন ফটো নিয়ে অনেক ফান করেছ। আমার এই রিকোয়েস্টটা রাখো।'

রূপসা চুপ করে রইল। ঘটনা সত্যি। নিজের ফটো নিয়ে কঙ্কনের সঙ্গে অনেকরকম মজা করেছে রূপসা। মজা নয়, একেবারে জ্বালাতন যাকে বলে। একবার তার হাসিমুখের একটা ফটো চেয়েছিল ছেলেটা।

রূপসা করল, 'কেমন স্মাইলিং ফেস?'

কঙ্কন গম্ভীর গলায় বলল,'দাঁত বের করা। জাস্ট লাইকে আ শিপাঞ্জি।'

রূপসা বলল, 'চিন্তা কোরো না, তাড়াতাড়ি পাঠাচ্ছি।'

কঙ্কনের ফোন ছেড়েই সে রোহন আঙ্কেলকে ধরে।

'একটা সমস্যায় পড়েছি। তুমি কি এখন বিজি?'

রোহন আঙ্কেল হেসে বলে, 'শুনি।'

'আমার একটা শিম্পাঞ্জির ফটো চাই। স্মাইলিং ফেস।'

রোহন আঙ্কেল সহজ গলায় বলল, 'এটা কোনও সমস্যাই নয়। কারণ আমার অজস্র ফটো আছে, আজই কয়েকটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। কী মাপের চাই? পাসপোর্ট না ফুল সাইজ? স্যুট পরা শিম্পাঞ্জি দিয়ে কি তোমার কাজ হবে?'

শেষ পর্যন্ত রোহন আঙ্কেল কোথা থেকে একটা দাঁত খিঁচোনো শিম্পাঞ্জির ফটো বের রূপসা পাঠিয়ে দিল কম্পিউটারে। এক মুহূর্ত দেরি না করে রূপসাকে সেটাকে ফরোয়ার্ড করল কঙ্কনের মেলে। তারপর থেকে বহুদিন অর রূপসার

BanglaBook.org

ফটো চাওয়ার নাম করেনি। সম্প্রতি এই আবার করল এবং সেটা মারাত্মক।

কঙ্কনের কথা ভেসে উঠল স্ক্রিনে—

'কী হল রূপসা? হোয়াই ইউ আর সাইলেন্ট? উত্তর দাও। ফটো কবে আসছে?'

রূপসা একটু নরম হল। সে ধীরে ধীরে কি বোর্ডে টাইপ করল—

'ফটো কে তুলবে? হু? তুমি কি চাও কোনও একটা স্টুডিওতে গিয়ে আমি আনড্রেসড্ হয়ে বলি, নিন আমার একটা ছবি তুলে দিন? আমার বয় ফ্রেন্ড আমাকে ন্যুড দেখতে চাইছে।'

'হরিবল্, তাই কি আমি বলেছি? তুমি নিজেই পারবে। তোমার মোবাইলে টাইমার দিয়ে নেবে। বেডরুমে কোনও উঁচু টেবিল আছে? আমার এক কলিগের গার্ল ফ্রেন্ড তো বাথটবের ওপরে রেখে তুলেছে।'

রূপসা দ্রুত লিখে পাঠায়—

'তুমি দেখেছো নাকি?'

'আর ইউ ম্যাড?'

'খবরদার। জানলে ইউ উইল বি ক্রুশিফায়েড।'

কঙ্কন লিখল—'ঠিক আছে তাই হবে। কিন্তু প্লিজ, কথা দাও রূপস্।'

রূপসার এবার বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করছে। সে লিখল—

'বেশি নয় কিন্তু, শুধু কাঁধ পর্যন্ত।'

কঙ্কন লিখল—'নো, নো, নো।'

'খুব শখ দেখছি। ঠিক আছে ব্রেসট পর্যন্ত। তাও সামনে থেকে নয়। পিছন ফিরে বসব।'

কঙ্কন রূপসার নরম হয়ে যাওয়া ভাবটা ধরে ফেলল। ঝড়ের গতিতে উত্তর পাঠাল সে।

'আমি ওয়ান্ট টু সি ইওর এভরিথিং। তোমার সব ডার্লিং। তুমি যদি রাজি থাক আমিও পাঠাব। অলরেডি আমি রেডি করে রেখেছি। ওয়েটিং ফর ইওর কনসেন্ট।'

রূপসা কেঁপে উঠল। তার লজ্জা করছে। কেন করছে? তাদের ক্লাসে কম করে পাঁচজনের মোবাইলে এই ফটো আছে। তার বেশিও হতে পারে। সবকটা রূপসা দেখেনি, শুধু পল্লবীর ভিডিও ক্লিপিংসটা দেখেই আঁতকে উঠেছিল। এক মিনিটেরও কিছু বেশি সময় ধরে তোলা। প্রথম তিরিশ সেকেন্ড শুধু প্যান্টি পরে আছে পল্লবী। বাকিটুকুতে তাও নেই। একবারে উদোম হয়ে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রূপসা টোক গিলে বলেছিল, 'এ মা!' পল্লবী ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'ন্যাকা, এ মার কী আছে? দিস্ ইজ মাই পারসোনাল বায়োডাটা। বয়েস, কোয়ালিফিকেশনের

BanglaBook.org

মতো। আজকাল লাগে।'

'কে তুলেছে?'

পল্লবী চোখ টিপে বলল, 'নাম বলব কেন? সে আছে একজন!' তারপর রূপসার কানে মুখ দিয়ে বলল, 'তোর লাগলে বলিস। তোরটা আমি না হয় তুলে দেব। আমার সামনে তো জামা কাপড় খুলতে লজ্জা নেই। নাকি আছে?'

মুখ লাল করে রূপসা পল্লবীর পিঠে চড় মারতে লাগল। পল্লবী হাসতে হাসতে বলল, 'আরে বাবা, সঙ্গে সব কিছু রাখতে হয়। এখন বুঝতে পারছিস্ পরে দেখবি ঠিক কাজে লেগে গেছে। আমাদের ক্লাসে এ-মাল কম আছে নাকি?'

'আরও আছে। সত্যি?'

পল্লবী দুটো চোখ কপালে তুলে বলল, 'ও হরি, কোন সময় পড়ে আছ চাঁদু? ক্লিপিংস চালাচালিও হয়। জোকসের মতো।'

রূপসার দম বন্ধ হয়ে এলও। মেয়েটা বলছে কী! ও তো কিছুই জানে না। পল্লবী বলতে লাগল, 'আমারটা তো তাও কিছুটা আউট ফোকাস দেখলি। মিম আর যোশীটার দেখলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবি।'

'যোশী। মানে ফিজিক্সের যোশী?'

পল্লবী চোখ নাচিয়ে বলল, 'ইয়েস ম্যাডাম, দ্যাট হ্যাণ্ডসাম যোশী। দুজনে চুমু খাচ্ছিল।'

রূপসা মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'ইটস্ টু মাচ।'

পল্লবী ভুরু কুঁচকে বলল, 'টু মাচের কী আছে? ইটস্ আ ফান। এখন আর গোলাপ হাতে ধরা প্রেমিকার ফটো দেখার দিন নেই। শুধু ছেলেরা নয়, আমরা মেয়েরাও এখন ডিমান্ডিং।'

তাই কি? মনে হচ্ছে, নইলে কঙ্কন এরকম ভাবে আগে কখনও বলেনি। এত জোর দিয়ে।

কঙ্কন লিখল—

'কী হল চুপ কেন? আমারটা পাঠাব নাকি? জিমে তোলা।'

রূপসার লজ্জা বাড়ল। সে দ্রুত হাতে লিখল—

'না, একেবারে পাঠাবে না। এবার মার হবে কিন্তু। দাঁড়াও তোমার হচ্ছে। এগেইন ইউ উইল গেট আ লেসন। শিপাঞ্জির কথা ভুলে গেছ? এখন গুড নাইট। কাল ভোরে যাওয়া। এই কটাদিন আমি ভাবি, ফাইনাল ডিশিসন জানাব ফিরে এসে।'

কঙ্কনকে আর উত্তর দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে রূপসা কম্পিউটার বন্ধ করে দিল। দ্রুত হাতে বই খাতা গুছিয়ে রাখল। যাক, দুদিনের জন্য ছুটি। ব্যাগ গোছানোই আছে। তবে শেষ পর্যন্ত সেই গোছানো মনের মতো হবে কি না সন্দেহ। মনে হচ্ছে না হবে। পোশাক নেওয়ার আগে জায়গাটা জানতে হয়

BanglaBook.org

একেক জায়গার জন্য একেক রঙের পোশাক নিতে হয় এটাই নিয়ম পাহাড়ে যে রঙ চলে, জঙ্গলে সেটা চলবে না। আবার সি-বিচের জন্য আলাদা রং। নদী হলে সেটা বদলে যাবে। কোথায় যাওয়া হচ্ছে, না জেনেই এবার জামা-কাপড় নিতে হয়েছে। মনটা খুঁত খুঁত করছে। মাকে সকালে জিগ্যেস করেছিল রূপসা। মাধবী তখন অফিসে মিটিঙে ব্যস্ত।

'মা, একটা জরুরি কথা ছিল।'

'আবার তোমার জরুরি কথা! চট করে বলে দাও, আমি ব্যস্ত আছি

'তুমি কি আমাদের ডেসটিনেশনের ব্যাপারে কিছু খবর পেয়েছ?'

'তোমাকে তো আগেই বলেছি, আমি কিছু জানি না।'

রূপসা বলল, 'আসলে সেটা বুঝে ড্রেসের কালার ঠিক করতাম।'

'উফ্ রূপসা, বলছি না. আমি কাজের মধ্যে আছি? এই প্রশ্নটা তুমি বরং তোমার রোহন আঙ্কেলকে ফোন করে জিগ্যেস করো।'

'রোহন আঙ্কেল'কে যে রূপসা এর আগে এই বিষয়ে জিগ্যেস করেনি এমন নয়। করেছে। তবু আবার করল।

ফোন ধরে রোহন হই হই করে উঠল, 'রূপসা তুমি রেডি? ব্যাগ গোছানো শেষ? ক্যামেরা কি নিচ্ছো? আমি নিচ্ছি না। হাতে কিন্তু মাত্র কটা ঘন্টা!'

রূপসা গম্ভীর গলায় বলল, 'না, রেডি নয়। আপনি স্পট সম্পর্কে একটু কিছু না বললে ড্রেসের কালার ঠিক করতে পারছি না। জল না ড্রাই এটুক তো বলবেন?'

রোহন আওয়াজ করে হেসে উঠল।

'বাপ্‌রে! এত ঝামেলা? আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয় রূপসা, তুমি নিজের মতো একটা ভেবে রং বেছে নাও, তারপর ওখানে গিয়ে দেখা যাবে তোমার ভাবনাটা মিলল কি না। এটাও একটা খেলার মতো হবে। রঙের খেলা। তবে তোমার আসল কাজটা মনে রেখো। নামের ব্যাপারটা।'

রূপসা খেলাটা নিয়েছে। সে মোটামুটি জঙ্গল ধরে এগোচ্ছে। কেন জানি না তার মনে হচ্ছে জঙ্গলই হবে। কারণ মা জঙ্গল পছন্দ করে। সেই কারণে রোহন আঙ্কেল জঙ্গলেই নিয়ে যাবে। সুন্দরবনের দিকটায় হতে পারে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়াও দূরে নয়। বেথুয়াডহরিও তো কাছে। সেই ভেবে সবুজ রঙের জামা কাপড়ই বেছেছে। মাকে আর কিছু বলেনি। মনে হচ্ছে, মা জেনেও চেপে যাচ্ছে। দুপুরে একবার ভাবল, ভোট নিলে কেমন হয়? র‍্যানডম স্যাম্পেলের মতো। পাঁচ জনের মত জানবে। বাবাকেও একবার ফোন করেছিল। তারপর বোর লাগল। শেষ পর্যন্ত নিজেই ফাইনাল করল।

আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল রূপসা রাত হয়ে গেছে। হাত গুলিয়ে প

BanglaBook.org

পর্যন্ত ঢোলা ম্যাক্সি থেকে বেরিয়ে এল সে। অন্তর্বাস পরা শরীরে পিঠ সোজা করে দাঁড়াল। ছিপ্‌ছিপে শরীরটাকে দুপাশে বেঁকাল। কোমরে দুটো হাত রেখে সামনে ঝুঁকল। বুকের দুটো পাশে চাপ দিল। বুক দুটো কি বয়েসের তুলনায় একটু বেশি বড়? মনে হয় বড়। মেঘনাও সেদিন বলছিল।

'এখন থেকে কসাস হ রূপসা। নইলে দেখবি একটা সময় বেঢপ হয়ে গেছে। দেখলেই মনে হবে কোনও এক গাঁয়ের।'

কথা শেষ করে মেঘনা 'হ্যা হ্যা' করে হাসল।

মেঘনা হাসলেও এটা একটা চিন্তার বিষয়। বড় বুক আউট অব ফ্যাশন। মায়ের বুকটা কী সুন্দর! যেন আলতো করে ছুঁয়ে আছে। একেই কি বলে উইথ আ প্লেসেন্ট টাচ্? একটুও বাড়তি নয়। এই বয়েসে কী ভাবে যে এত সুন্দর রয়েছে কে জানে বাবা। হিংসে হয়। শুধু বুক নয়, আজকাল মায়ের অনেক কিছু নিয়েই হিংসে হচ্ছে রূপসার। মনে হয়, মা তাকে হারিয়ে রেখেছে। কেন মনে হয়? রোহন আঙ্কেলের জন্য? রোহন আঙ্কেল যে এখানে আসে সে কি শুধু মায়ের জন্য? মায়ের শরীর? কোনও কোনও সময় রোহন আঙ্কেল এলে লুকিয়ে লুকিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে রূপসা। সেই সময় হাঁটা চলা, কথা সবকিছুতে যেন মা একটা ছন্দ নিয়ে আসে। বুক, পেট, হিপস্ সব কিছু যেন একটা তালে বেঁধে ফেলে। একটা নড়লেই বাকিরা বেজে উঠছে। কই তার তো এমন হয় না! নাকি হয়, বুঝতে পারে না? রোহন আঙ্কেল নিশ্চয় মায়েরটা ধরতে পারে? আর কত বড় হলে এই ছন্দ সেও পাবে? কোনও কোনও দিন ঘরে বা বাথরুমে একা একা হাঁটাহাঁটি করে রূপসা। মায়ের মতো নকল করে, চেষ্টা করে। পারে না। উল্টে নিজেকে বাজে লাগে। মনে হয়, কই এসব ভাবনা তার আগে তো ছিল না! এখন কেন হয়েছে কে জানে। রূপ নিয়ে মায়ের সঙ্গে কি কোনও অদৃশ্য লড়াইতে নেমে পড়ছে সে? পর মুহূর্তে ভাবে দূর, তা কখনও হয়? এসব মিথ্যে ভাবনা। বড় হওয়ার অসুখ।

কোমর থেকে প্যান্টি নামাতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল রূপসা। ঝুঁকে পড়ে আয়নার পাশের সুইচ্ বোর্ডে হাত দিয়ে আলো বদলাল আগে। কড়া নিওনের বদলে রাতের নরম আলো। তারপর সব খুলে নগ্ন হয়ে দাঁড়াল নিজের মুখোমুখি। এটা মেঘনারই প্রেসক্রিপশন।

'অ্যাট দ্যা এন্ড অব্ দ্য ডে নিজের শরীরের দিকে একবার তাকাতে হয়। ছেলেদের এই ঝামেলাটা নেই। আমার মা বলেন মেয়েদের শরীর শুধু শরীর নয়, তার থেকেও বেশি।'

'তোর পাকা পাকা কথার মানে আমি বুঝতে পারছি না মেঘনা। তাছাড়া দিনের শেষে কেন? সারাদিনই তো তাকাই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখতে

হয় কতবার তার ঠিক আছে? আমার ঘরের আয়নাটা দেখছিস? দেখলে এ কথাটা বলতিস না। একেবারে দরজার মুখোমুখি। ঢুকতে বেরোতে নিজেকে না দেখে তুই পারবি না।'

মেঘনা হাত বাড়িয়ে রূপসার থুতনি ছুঁল। হেসে বলল,'ওরে আমার কাঁচা মেয়ে, এ দেখা সে দেখা নয় বাছাধন। সারাদিন তোমার শরীর এই দুনিয়াকে কতটা দিল আর বাকি কতটা রইল সেটা রাতে শোওয়ার আগে একবার হিসেব করে দেখে নিতে হয়। ক্রেডিট, ডেবিটের মতো। এখন থেকেই প্র্যাকটিস কর, নইলে পরে বিপদে পড়বি, তখন আর কিছুই করার থাকবে না।'

রূপসা হেসে বলল,'সত্যি তুই বড্ড পেকে গেছিস মেঘনা। ভেরি বিগ বিগ টক ঝাড়ছিস আজকাল।'

মেঘনা ঠোঁক বেঁকিয়ে বলল, 'সে পাকা বল আর যাই বল। আমি ভাই রোজ রাতে শোওয়ার আগে সব খুলে টুলে একবার আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। ব্রেস্ট, হিপ্, ওয়েস্ট সব টিপেটুপে দেখি। ঠিকঠাক আছে কি না। তারপর নিশ্চিন্তে খাটে যাই।'

রূপসা মেঘনার মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসে বলল, 'অ্যাই, নো স্ল্যাং।'

মেঘনা হাত সরিয়ে বলল, 'ইস্ স্ল্যাং? দেখব কত স্ল্যাং। বিয়ের পর বর যখন জামা খুলতে যাবে তখন বলবি, নো প্লিজ। তুমি জামার ওপর দিয়েই হাত রাখো মনা...হি হি।'

তারপর থেকে কোনও কোনও রাতে রূপসা নিজে একই কাণ্ড করে। আয়নার সামনে সব আবরণ সরিয়ে দাঁড়ায়। নিজেকে দেখে কিছুক্ষণ। আজও দেখেছে। দেখে ভালো লাগছে না, তবু কঙ্কনের কথা ভেবে নিজের মনেই হাসল। ছেলেটার সাহস বেড়েছে। এই শরীর কি পছন্দ হবে তার? সরে এসে ওয়ার্ডরোব খুলল রূপসা। রাতের পায়জামা আর স্ল্যাগোটি সামনেই রাখা থাকে।

খাটে উঠতে উঠতে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল রূপসা। চাপা গলায়, ছেঁড়া ছেঁড়া আওয়াজ। মা কাঁদছে। রূপসা বালিশে মাথা রাখল। কোনও কোনওদিন এরকম হয়। বেশি রাতে ঘুম ভেঙে উঠে মা কাঁদে। সকালে আবার ফ্রেশ, ঝক্‌ঝকে। অফিসের জন্য ছুটোছুটি করছে। কে বলবে এই মানুষটাই রাতে কাঁদছিল! গত কয়েক বছর ধরেই এরকম দেখছে রূপসা। একবার জিগ্যেসও করেছিল।

'মা, কাল রাতে কাঁদছিলে?'

এক মুহূর্ত থমকে থেকে মা বলেছিল, 'হ্যাঁ, তুমি কি শুনতে পেয়েছিলে মামণি?'

'কেন মা? কাঁদছিলে কেন?'

BanglaBook.org

মা চুপ করে থাকে। মনে হয় উত্তর খোঁজে। কিছুটা পর নরম গলায় বলে,'সরি, কাল রাতে নিশ্চয় তোমার ঘুমের ডিস্টার্ব হয়েছে।'

'না, হয়নি, তবে ভয় করছিল। মা, তুমি কাঁদছিলে। এনথিং প্রবলেম উইথ ইওর হেলথ্?'

মা সামান্য হেসেছিল। বলেছিল, 'আসলে কি জানো সোনা, ছোটদের কান্নাকাটি নিয়ে সমস্যা নেই। কিন্তু বড়রা কেন কাঁদছে বুঝতে হলে একটু সময় লাগে। আমি বরং বলি, এটা তুমি এখন ভুলে যাও। ফরগেট ইট। সময় হলে তুমি নিজেই বুঝতে শিখবে।'

রূপসার মনখারাপ হয়ে গেল। কালকে বেড়াতে যাওয়া। আজও মা লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদবে কেন?

খাওয়ার জন্য অনাথ দু'বার তাড়া দিয়ে গেছে। 'যাচ্ছি' বলেও রোহন উঠতে পারেনি। সে এখন কম্পিউটারে ভিডিও গেমস্ খেলছে। গেম্সের নাম, 'আই, দ্য টেররিস্ট'। বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'আমি সেই জঙ্গি'।

কাল এই গেমসের নমুনা সিডি এবং কাগজপত্র এসেছে সিঙ্গাপুর থেকে। পাঠিয়েছে 'ভারচুয়াল্স'। 'ভারচুয়াল্স' এই মুহূর্তে পৃথিবীর নামকরা ভিডিও গেমস্ প্রস্তুতকারক সংস্থগুলোর একটা। হেডকোয়ার্টার সিঙ্গাপুরে। এদের ভিডিও গেমসগুলোর বিশেষত্ব হল, প্রতিটায় একটা করে গল্প থাকে। সম্প্রতি এরা রোহনকে একটা মেল পাঠিয়ে বলেছে— 'আপনার কোম্পানির সাইট থেকে আমরা জানতে পারলাম, বেশ কয়েকবছর ধরে আপনারা খেলনা সংক্রান্ত ব্যবসায় সঙ্গে যুক্ত। গত দু'বছর আপনাদের টার্ন ওভার যথেষ্ট ওপরের দিকে। আমরা সম্প্রতি নতুন কিছু গেমস্ তৈরি করেছি। আমরা আপনাকে সেগুলোর কিছু নমুনা পাঠাতে উৎসাহী। সেগুলো যদি আপনাদের পছন্দ হয় এবং অন্যান্য শর্তে যদি আমরা একমত হতে পারি তাহলে পূর্ব ভারতের একটা বড় অংশে আপনারা আমাদের গেমসের পরিবেশক হিসেবে কাজ করতে পারেন।'

এর জবাবে রোহন উত্তর লেখে—'আমরা এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নিতে

BanglaBook.org

পারছি না। কারণ ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের মূল ব্যবসা নিয়ে অনেকটা ব্যস্ত। তবে আপনি নমুনা সিডি পাঠালে বিষয়টি ভেবে দেখতে পারি।'

সেই মত সিডি আসছে সিঙ্গাপুর থেকে। এটা দ্বিতীয়। সঙ্গে গল্পের সংক্ষিপ্তসার, বিক্রির সম্ভাবনা সংক্রান্ত কাগজপত্র। 'ভারচুয়ালস্' দাবি করছে 'আমি সেই-ই জঙ্গি' গেমস্ খুব অল্পদিনে দুনিয়া জুড়ে তোলপাড় তুলবে। জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠবে এই খেলা। সুতরাং জিনিস পছন্দ হলে অর্ডার দিতে হবে দু'দিনের মধ্যে।

রোহনের সামনে কম্পিউটারে সিডি চলছে সিনেমার মতো। নমুনা সিডিগুলো এরকমই। নিজেকে পুরোটা অপারেট করতে হয় না। মাঝে মাঝে শুধু একটু এগিয়ে দিলেই হল, বাকিটা নিজে থেকে চলে।

এত রাতে ভিডিও গেমস্ নিয়ে বসে থাকতে রোহনের ভাল লাগছে না। তাছাড়া কাল ভোরে বেরোনো। পাশেই খাটের ওপর সুটকেস পড়ে আছে। গোছগাছ এখনও কিছুই হয়নি। অফিসের ট্যুর হলে অসুবিধে ছিল না। মাথার মধ্যে একটা লিস্ট্ থাকেই, ওয়ার্ডরোব খুলে শুধু নিয়ে নিতে হয়। কিন্তু কাল সে কাজে যাচ্ছে না, যাচ্ছে বেড়াতে। একেবারে কাজে যাচ্ছে না বলাটা ঠিক নয়। কাজ একটা আছে। দারুণ একটা জায়গার সন্ধান পেয়েছে। গতমাসে একবার দেখেও এসেছে। ইচ্ছে আছে জায়গাটা ডেভলপ করে একটা রিসর্ট, হোটেল বা গেস্ট হাউস ধরনের কিছু বানানোর। বানানোর আগে কয়েকজন 'বিশেষ মানুষ'কে সেই স্পট দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। কয়েকজন? নাকি একজন 'বিশেষ'?

এই সময় কাজ নিয়ে বসা বিরক্তিকর। আজ বিকেলে শান্তনু যখন সিডিটা তার হাতে দিল রোহন ভুরু কুঁচকে বলেছিল, 'আমাকে দিচ্ছ কেন?'

'স্যার, আপনাকে একবার দেখতে হবে।'

রোহন অবাক হয়ে বলল, 'আমাকে দেখতে হবে কেন? তুমি দেখোনি? তুমি যা ডিসিশন নেবে সেটাই ফাইনাল।'

রোহন ঠিক করেছে শেষ পর্যন্ত ভিডিও গেমস-এর্ নূতন ডিভিশন শুরু করলে শান্তনুকে দায়িত্ব দেবে। শান্তনু ছেলেটা কাজের। ম্যানেজমেন্ট শুধু পড়া নেই, মার্কেটিং-এর প্যাঁচপয়জার ধরতে পারে। তবে বয়স অল্প বলে এখনও সব সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার সাহস তৈরি হয়নি। বসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সম্ভবত এখনও তাই হয়েছে।

শান্তনু খানিকটা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'দেখছি স্যার, একবার নয়, তিনবার দেখেছি।'

'তাহলে? তারপরেও আমাকে দেখতে হবে কেন? এনিথিং রং? সেই বিকিনি গার্লের মতো কিছু নাকি?'

BanglaBook.org

কথা শেষ করে রোহন হাসল। সত্যি সে একটা কাণ্ড হয়েছিল। 'ভারচুয়ালস' এর প্রথম স্যাম্পেল। গেমসের নাম 'শপিং ডল'। শুরুটা বেশ মজার। মজার আর ইন্টারেস্টিং। টিন এজারদের খেলা। গল্পটা ছিল এরকম—

একটা পুতুল পুতুল মেয়ে মলে ঢুকেছে শপিং করতে। কি বোর্ডের অপারেশনে তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শপিং করাতে হবে। কস্‌মেটিক্স, গয়নাগাঁটি, গিফট, ঘর সাজানোর জিনিসপত্র। একেকটা কাউন্টারে একেক রকম জিনিস। একতলা, দোতলার বাজার শেষ হলে সেই মেয়েকে মাউসে করে এক্সেলেটরে চাপিয়ে নিয়ে যেতে হবে তিনতলায়। সেখানে শুধু পোশাক। তারপর থেকেই অল্প অল্প গোলমাল শুরু। পোশাক বাছার পর কি বোর্ডের চাপে মেয়েটাকে ঢোকাতে হবে ট্রায়াল রুমে। সেখানে সে নিজের পোশাক খুলে নতুনটা পরবে। আয়নায় ঘুরে ঘুরে দেখবে। পছন্দ হলে মাউসে দু'বার 'ক্লিক' করলে নতুন পোশাক চলে যাবে ব্যাগে। এরপর গোলমাল বাড়ে। একটু এগিয়ে সেই মেয়ে চলে আসে অন্তর্বাস বিভাগে। সেখানেও ট্রায়াল রুম। গেমসের খুট খুট করে চলা পুতুল মেয়েকে এখানে ইচ্ছে করলে নতুন অন্তর্বাস পরিয়ে দেখানো যেতে পারে।

সিঙ্গাপুর থেকে গেমসের নমুনা সিডির সঙ্গে যে কাগজ আসে তাতে লেখা ছিল 'শপিং ডল' ভিডিও গেমসের টপ টেন তালিকায় খুব দ্রুত নিজের জায়গা করে নিতে চলেছে। প্রাথমিক ভাবে খেলাটি মেয়েদের কাছে জনপ্রিয় হবে মনে করা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ছেলেরাই মেতে উঠেছে। সুতরাং এটা একটা লোভনীয় অফার।

রোহন শান্তনুকে সিডিটা দেখতে দেয়। শান্তনু জানায়, অসম্ভব। বিদেশে যাই হোক, এ জিনিস বাজারে ছাড়লে পুলিশ পর্নোগ্রাফি প্রচারের দায় ডিস্ট্রিবিউটারের হাতে হাতকড়া লাগাবে। এরপর রোহন নিজে সেই গেমস্ চালিয়ে দেখে ঘটনা সত্যি। মলের ছোট ছোট শান্ত, সুন্দর ট্রায়াল রুমগুলো ভয়ংকর!

এটাও সেরকম নাকি?

শান্তনু বলল,'আমার খটকা লাগছে। খেলাটা এক্সাইটিং কিন্তু একটা খটকা লাগছে।'

'কিন্তু কী?'

'সেটাই তো খুব পরিষ্কার নয় স্যার। তবে এটা ঠিক যে এ জিনিস দিয়ে যদি আমরা গেমসের নতুন ডিভিডি শুরু করি, দ্য স্টার্ট উইল বি ভেরি গুড। বিক্রিতে কোনও সমস্যা হবে না। স্পেশালি নর্থ ইস্টে হু হু করে কাটবে। আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুরে কয়েক হাজার সেল কোনও ব্যাপারই নয়। ওসব জায়গায় জঙ্গী বিষয়টা ভীষণ পরিচিত। তবু আপনি দেখুন।'

রোহন হাত বাড়িয়ে সিডি নিল।

BanglaBook.org

'কটা দিন সময় দিতে হবে শান্তনু। কাল সকালে বাইরে যাচ্ছি আমি। বেশি নয়, ফর টু ডেইজ। তারপর এসে আমি বলে দেব।'

শান্তনু একটু আমতা আমতা করে বলল, 'সরি স্যার। ভারচুয়ালস্ সময় দেয়নি। ওরা বলেছে অর্ডার দিতে হলে কালই মেল করতে হবে। মোস্ট প্রবাবলি দ্য ডিমান্ড ইজ হাই।'

রোহন ভুরু কোঁচকাল। বলল, 'কালকের মধ্যেই বলতে হবে। ইমপসিবল্। স্টোরি আউটলাইনটা কী?'

'টেররিস্ট্ স্যার। নামের সঙ্গে ঠিক আছে। যে খেলতে বসবে সে নিজেই একজন জঙ্গি। সে এক একটা এক্সপ্লোসান করবে। কখনও টিউব রেলের স্টেশনে, কখনও হাইরাইজে, কখনও আবার বেস বলের স্টেডিয়ামে। কোথায় করবে সেটা ঠিক করবে খেলোয়াড় নিজে।'

রোহন চোখ বড় করে বলল, 'বাপ্‌রে। তারপর?'

'তারপর পালাতে হবে। সেই পালানো কতটা সাকসেসফুল হচ্ছে তার ওপর পয়েন্ট। মাঝপথে কার চেজ, ফায়ার ফাইটিং, কিডন্যাপ সবই আছে।'

রোহন ঠোঁটের ফাঁকে হেসে বলল, 'ইন্টারেস্টিং তো। ঠিক আছে দাও, দেখি রাতে যদি টেররিস্ট হতে পারি।'

রোহন কথা শেষ করে হাসল।

শান্তনু বুঝল ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মেজাজটা ভাল। রোহন মিত্র'র মেজাজের অবশ্য কখন খুব একটা খারাপ দেখেনি সে। আজকাল এই একটা ব্যাপার হয়েছে, নতুন নতুন সব কোম্পানিতে কম বয়েসের মালিক। আধুনিক সব বিষয় নিয়ে ব্যবসা করছে। নতুন নতুন ভেঞ্চার। এই তো তার বসই বিদেশি পুতুল নিয়ে চমৎকার কাজ করছে। চিনের অনেকগুলো কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা চলছে হই হই করে। ট্যুরিজিমেও ঢুকবে ভাবছে। সেদিন বলল, 'বুঝলে শান্তনু, একটা দারুণ জায়গা দেখে এলাম। ভাবছি, একটা কিছু করব।'

'কোথায় স্যার?'

'উঁহু এখন বলব না, আগে একজনকে দেখাই, তিনি পছন্দ করলে তারপর ফাইনাল।'

মালিকের সঙ্গে বয়েসের তফাত কম হলে আজকাল প্রফেশনাল সম্পর্কের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের ব্যাপার এসে যায়। আগে এসব ছিল না। এখন কাজ করে মজা পাওয়া যায়।

রোহন জঙ্গি হওয়ার খেলাটা শেষ হওয়ার মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল, এ জিনিস নেবে না। যতই জনপ্রিয় হোক। হাতেকলমে জঙ্গিপনার শিক্ষা বিতরণে সে নেই। শান্তনুর খটকাটা ঠিকই লেগেছিল

BanglaBook.org

সময় নষ্ট হওয়ার কারণে বিরক্ত মুখে দ্রুত কম্পিউটার বন্ধ করতে করতে রোহন শুনতে পেল, মোবাইল বাজছে। ঝুঁকে পড়ে দেখল নাম ফুটে উঠছে, আব্বাস। শুধু নাম নয়, নামের সঙ্গে আব্বাসের ফটোও আছে। ফটো ভালো নয়। আব্বাসের দুটো চোখ বন্ধ। তার স্বভাব হল, ফটো তোলার শেষ মুহূর্তে সে কিছুতেই চোখ খুলে রাখতে পারে না। শার্টার পড়বে, তার চোখও বন্ধ হবে। এই ফটো তোলবার সময়ও একই কাণ্ড হয়েছে। তিনবারের চেষ্টাতেও সে চোখ খুলে রাখতে পারেনি।

এত রাতে আব্বাস! দ্রুত ফোন কানে নিল রোহন। না, আব্বাস নয়, আব্বাসের বউ। কাঁদো কাঁদো গলা। হিন্দি বাংলা মিশিয়ে সে যা বলল, তার মানে হল আব্বাসের তেড়ে জ্বর এসেছে। যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে মাথা। কাঁপুনি হচ্ছে। ওষুধ কিনতে এসে তার বউ ফোন করেছে, কাল সে আসছে না।

রোহন কথা বাড়াল না। আব্বাসকে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকবার পরামর্শ দিয়ে ফোন রেখে দিল। কপালে ভাঁজ পড়ল রোহনের। আব্বাস কাল গাড়ি চালাতে পারবে না। তাহলে কী হবে? গাড়ি কে চালাবে? এত রাতে ড্রাইভার পাওয়া একটা বিরাট সমস্যার ব্যাপার। সমস্যা কেন, একেবারে অসম্ভব। কাল সকালে একজনকে জোগাড় করে বেরোতে বেরোতে বেলা হয়ে যাবে। মাধবী, রূপসা দুজনেই ফায়ার হয়ে যাবে। মেয়েরা নিজেরা লেট করতে ভালোবাসে, কিন্তু অন্যের লেট পছন্দ করে না। সকালে তৈরি হওয়ার পর যদি শোনে খোদ ড্রাইভারই এখনও আসেনি, তাহলে কেলেঙ্কারি। তারওপর অচেনা একজন ড্রাইভারকে নিয়ে যাওয়াটাও ঝুঁকির। দেখা যাবে এই প্রথম হাইওয়েতে উঠল। খুব বেশি না হলেও, যেখানে যাওয়া হবে সেই রাস্তা একেবারে কম নয়। কম হলে সে নিজেই চালাত। সত্যি কথা বলতে কী, রোহন একবার ভেবেছিল নিজেই চালাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্ল্যান বাতিল করেছে। অতটা পথ স্টিয়ারিঙে বসে থাকা মানে বেড়ালোর মজাটাই নষ্ট। চোখ কান খাড়া করে থাকতে হবে। তার থেকেও বড় কথা হল, গাড়ি নতুন। শোরুম থেকে বেরিয়েছে একমাসও হয়নি। এতদিন ছোট গাড়ি চালিয়ে অভ্যস্ত হাতে বড় গাড়ি এখনও সড়গড় হয়নি। সেই কারণেই আব্বাসকে নেওয়া। আব্বাস যে শুধু চৌখস ড্রাইভার নয়, সে গাড়ির কাজকর্মও কিছু কিছু জানে। লম্বা ড্রাইভে মেকানিক সঙ্গে থাকা ভাল। এখন সবটাই গোলমাল হয়ে গেল।

খাওয়ার জন্য অনাথ আরও একবার বলে গেছে। রোহন বলছে, 'তুমি শুয়ে পড়ো। আমার রাত হবে।' অনাথ শোয়নি। সে ড্রইংরুমে বসে টিভি দেখছে। টিভিতে নাচগান দেখতে তার ভালোই লাগে। অনাথ রান্নার লোক, এত রাত পর্যন্ত তার থাকার কথা নয়। অন্যদিন হলে সে এতক্ষণে খাবার গুছিয়ে বাড়ি

চলে যেত। আজ যায়নি। কাল খুব সকালে রোহন বেরোবে। চা করে দিয়ে তবে যাবে। এরকমই সে করে। যেদিন রোহন সকালের ফ্লাইট বা ট্রেন ধরে রাতটা এখানে থেকে যায়। রোহন ঘরের বাকি সব কাজই পারে, কিন্তু রান্নাঘরটা কিছুতেই ম্যানেজ হয় না। বড় কিছু তো দূরের কথা, সামান্য চা বানাতে গেলেও গুবলেট করে ফেলে। কখনও চা পাতা বেশি দিয়ে ফেলছে, কখনও দুধের পরিমাণ কম। একসময় ভাবত, সবটা মেশিনে সারবে। সেই মতো রাইস কুকার থেকে, মাইক্রোওয়েভ, টি কেটল্ সবই এনেছিল। লাভ হয়নি, উল্টে জটিলতা বেড়েছে।

মাধবী শুনে হাসতে হাসতে বলেছিল 'কম্পিউটারে যেমন ডেটা ঢোকালে তবে রেজাল্ট, রান্নার গেজেডস্ ও তাই। যেমন মাছ মাংস, মশলাপাতি পাবে তেমনই রান্না করে দেবে। বেশি লঙ্কা দিলে সে কখনও হাত বাড়িয়ে বলবে না, স্যার এটা সরিয়ে রাখুন, নইলে ঝাল বেশি হয়ে যাবে। বলবে কি?'

রোহন কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'তাহলে কী করা যায় বলুন তো মিসেস চৌধুরি?'

মাধবী ঠোঁট টিপে হাসল, বলল, 'কী আর করা যাবে? হয় বিয়ে করুন নয় রান্না শিখুন। একা যখন থাকেন তখন আর উপায় কী।'

রোহন সিরিয়াস মুখ করে বলে, 'অপশন দুটো হলে রান্না শেখাটাই বেটার। এটা একটা ভাল প্রোপোজাল। যদি কোনও কোর্স থাকে, ধরুন সানডে সকালে। আপনার জানা আছে কিছু? বেশি কিছু নয়, অল্প কিছু শিখলেই চলবে। মোটামুটি ভাত, ডাল।'

মাধবী চোখ সরু করে বলেছিল, 'আমি শেখালে চলবে না?'

'ছি ছি, এ আপনি কী বলছেন?'

রোহন যেন একটু লজ্জাই পায়।

'কেন খারাপ কী বললাম? আমি কি রান্না জানি না?'

সঙ্কুচিত রোহন বলে, 'না, না তা কেন? তা বলিনি।'

মাধবী সহজভাবে বলে, 'আচ্ছা, আপনি কী খেতে ভালবাসেন? চিকেন?'

রোহন একগাল হেসে বলে, 'ফ্যান্টাস্টিক।'

'ঠিক আছে। আমি শ্যাল প্রুফ মাইসেলফ্।' মাধবী হেসে বলে।

সত্যি সত্যি দিন কয়েকের মাথায় মাধবী প্রমাণ দিল। গাদাখানেক রান্না করে ডিনারে ডেকে বসল রোহনকে। শুধু চিকেনেরই তিন রকম প্রিপারেশন। সেটাই ছিল অনীশের বাড়িতে রোহনের প্রথম নেমন্তন্ন।

খাওয়ার পর রোহন বলল, 'নাউ আই অ্যাম এগ্রি। আপনি আমাকে রান্না শেখাতে পারেন।'

মাধবী ঠোঁটে হেসে চাপা গলায় বলেছিল, 'বয়ে গেছে।'

BanglaBook.org

এই ঘটনার আরও বেশ কিছুদিন পর অনাথকে রাখে রোহন। মাধবীই জোগাড় করে পাঠায়। বেশি বয়েসের এই রাঁধুনীর রান্না খারাপ, কিন্তু মানুষটা ভালো। ভালো বলেই সকালে রোহনের বেরোনোর থাকলে, বাড়িতে বলে চলে আসে। রাতটা রোহনের ফ্ল্যাটে থেকে যায়। শুধু সকালে চা ব্রেকফাস্ট নয়, রোহনকে গোছগাছেও সাহায্য করে।

রোহনের মেজাজটাই একটু খারাপ হয়ে গেল। যা অবস্থা তাতে বোঝা যাচ্ছে, কাল গাড়ি তাকেই চালাতে হচ্ছে। অন্য কোনও উপায় নেই। আরও একটা ব্যাপার আছে। শুধু দুজন মেয়েকে নিয়ে সে একা আগে কখনও এতটা পথ ড্রাইভে যায়নি। একটু অস্বস্তি হচ্ছে। যাক,এখন ভেবে লাভ নেই। দ্রুত হাতে কাগজপত্র গুছিয়ে নিল রোহন। আর গেমস্? রোহন খাবার টেবিলে এল। অন্যমনস্কভাবে মোবাইলে শান্তনু'র নম্বর টিপল। বলে দিতে হবে, 'আই, দ্য টেররিস্ট' গেমসটা তারা নিচ্ছে না। শুধু তাই নয়, ভারচুয়ালস্ যেন আর নমুনা না পাঠায়।

অনাথ এসে হট কেস থেকে খাবার বের করে দিতে লাগল। একবার বাজতেই মোবাইল ধরল শান্তনু।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?'

'না, স্যার। আই অ্যাম ওয়েটিং ফর ইওর কল। আপনি খেলাটা কি দেখলেন?'

'হ্যাঁ দেখলাম, তুমি প্রোপোজালটা ক্যানসেল করে দাও শান্তনু। একটা আনইজি ফিলিংস্ হচ্ছে। যতই টেনশন থাকুক, ছোটদের সরাসরি টেররিজম্ প্র্যাকটিস করানোটা মনে হয় ঠিক হবে না।'

শান্তনু খানিকটা উত্তেজিত গলায় বলে, 'এটাই বলছিলাম স্যার। আমি কাল সকালে অফিসে গিয়েই মেল করে দেব। গুড নাইট অ্যান্ড হ্যাভ আ গুড জার্নি স্যার।'

এক মুহূর্ত মোবাইল কানে চেপে চুপ করে রইল রোহন। তারপর খানিকটা আপনমনেই বলল, 'গুড নাইট শান্তনু, কিন্তু আদৌ আমার যাওয়া হয় কিনা সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

ওপাশে শান্তনু বলল, 'কেন স্যার কোনও সমস্যা হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'সমস্যাটা কি জানতে পারি?'

'ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড শান্তনু, তোমার কি কোনও ড্রাইভার জানা আছে? কাল সকালে আমার সঙ্গে কলকাতার বাইরে যেতে রাজি হবে? ফর ওনলি টু ডেইজ। অ্যারেঞ্জ করতে পারবে কাউকে? তাকে একা ড্রাইভ করতে হবে না, আমরা দুজনে শেয়ার করেই চালাব।'

ওপাশ থেকে অসহায় ভাবে শান্তনু বলে, 'কাল সকালেই?'

BanglaBook.org

'সকালে শুধু নয়, আর্লি মনিং। আই শ্যাল পে ডাবল। ডাবল অ্যান্ড হাফ্। একটু চেনা জানা হওয়া দরকার। মাস্ট বি রিলায়েবল্।'

শান্তনু আবার কয়েক মহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'স্যার আমাকে হলে চলবে? আই ক্যান ড্রাইভ।'

ব্যাগ গুছিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে যাওয়ার মুখে রোহন মিত্র'র ল্যাণ্ড ফোনটা বেজে উঠল।

'বিশ্বনাথ! এত রাতে! সব ঠিক আছে তো?'

বিশ্বনাথ বলল 'অনেকক্ষণ থেকে চেষ্টা করছি স্যার। লাইন ডাউন ছিল। কাল আসছেন তো?'

রোহন উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'আসছি তো বটেই। ঘর, খাবার দাবার সব ঠিক আছে?'

বিশ্বনাথ বলল, 'সব ঠিক আছে, শুধু জায়গাটা নিয়ে একটু ঝামেলা হয়েছে।'

'কী ঝামেলা?'

'কাল এলে বলব স্যার। একজন ঝামেলা করছে। আপনি কিছু ক্যাশ আনবেন স্যার, জায়গা যদি ফাইনাল করেন তাহলে লাগবে।'

রোহন ভুরু কুঁচকে বলল, 'কত?'

বিশ্বনাথ বলল, 'বেশি নয়, হাজার দশেক আনবেন।'

রোহন বলল,'দশ হাজার! কীসের জন্য?'

'একজনকে দিতে হবে।'

রোহন অবাক হয়ে বলল, 'দশ হাজার টাকা দিতে হবে! কাকে?'

বিশ্বনাথ কী বলল শোনা গেল না। তার আগেই লাইন কেটে গেল।

দুশ্চিন্তা নিয়ে ঘুমোতে গেল রোহন।

কান্নার আওয়াজ। চাপা কান্না।

কে কাঁদছে? মাধবী? কাল রাতের কান্না কি আজও থামেনি! কান্নাটা কি সত্যি? নাকি স্বপ্ন?

চোখ বোজা অবস্থাতেই অনীশ বোঝবার চেষ্টা করল। এটা একটা কঠিন

BanglaBook.org

কাজ। সে এখনও আধখানা ঘুমিয়ে আছে। আধখানা ঘুমিয়ে থাকা এমন একটা অবস্থা, যে অবস্থায় স্পষ্ট করে কিছু বোঝা মুশকিল। একই জিনিসকে কখনও মনে হয় কল্পনা, কখনও মনে হয় বাস্তব। পুরো ঘুম বা পুরো জেগে থাকলে এই সমস্যা নেই। অনীশ তাও বোঝার চেষ্টা করছে। ঘুম থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

না, স্বপ্ন নয়, সত্যি। খুব কাছেই কেউ কাঁদছে। সুন্দর, মিষ্টি গলায় কোনও শিশু কাঁদছে। এবার পুরোপুরি ঘুম থেকে বেরিয়ে এল অনীশ। শিশু! এই ফ্ল্যাটে কান্নার মতো কোনও শিশু তো থাকে না! তাহলে?

অনীশ চোখ খুলল। ঘরে আলো জ্বলছে। কটকটে আলো নয়, কম পাওয়ারের আলো। আজকালকার কম পাওয়ারের আলোগুলোতেও জোর খুব, নাইট ল্যাম্পের মতো ঝিম্ মারা নয়। মাধবী খাটে নেই। এসিটাও নেভানো। ঘরের দরজায় ফাঁক।ওপাশ থেকে আওয়াজ ভেসে আসছে। চলাফেরা, কাপ ডিশের আওয়াজ। তার মানে মাধবী উঠে পড়েছে। ধীরা নিশ্চয় চা বানাচ্ছে। সকালে মাধবী চা না খেয়ে কিছু করতে পারে না। চা খেয়ে বাথরুম থেকে ঘুরে এসে তবে রূপসাকে ডাকবে। দরজার ওদের নড়াচড়ার ছায়া দেখা যাচ্ছে।

অনীশ বালিশের তলা হাতড়ে মোবাইল ফোনটা টেনে নিল। কি প্যাডে হাত দিতেই গম্ভীর গলা সে বলে উঠল, 'গুড মর্নিং। ইট্‌স ফোর থার্টি এ এম। হ্যাভ আ গুড ডে।'

BanglaBook.org

মোটে সাড়ে চারটে। আর একটু ঘুমোনো যেত, আধঘন্টা তো বটেই। এক ঘন্টা হলেও ক্ষতি নেই। সাড়ে পাঁচটার সময় উঠলেই হবে। স্নান টান সেরে ঝটাপট তৈরি হতে আধঘন্টা অনেকটা সময়। সে ভেবে রেখেছে ছ'টা বাজার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে জামা,জুতো পরে একেবারে ফিটফাট হয়ে ড্রইংরুমের সোফায় বসে স্বাভাবিক গলায় বলবে, 'কী হল তোমাদের? আর কতক্ষণ? আমি কিন্তু রেডি।'

মা মেয়ে এই ঘটনায় কতটা চমকে যাবে? অনীশের মনে হচ্ছে, অনেকটা। কারণ দু-জনের কেউই তার এই পরিকল্পনা জানে না। এই পরিকল্পনা অনীশ তৈরি করেছে কাল রাতে, ঘুমিয়ে পড়বার ঠিক আগে। তখন মাধবী খাট ছেড়ে উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। নিশ্চয় কাঁদছিল।

পাশ ফিরতে ফিরতেই অনীশ আবার কান্নাটা শুনতে পেল। কান্না ভেসে আসছে পাশের ঘর থেকে। ভোর সাড়ে চারটের সময় কান্না কোনও কাজের কথা নয়। ঘর থেকে বেরিয়ে একবার তদন্ত করে দেখলে হত। ধীরার মা গ্রাম থেকে এলো নাকি? কে জানে হয়তো ওর আবার ভাই বা বোন হয়েছে। শেষ রাতেই নবজাতককে ধীরার মা কোলে করে নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। সারাদিন

থাকবে, খাবে, ধীরার জমা রাখা ছ'মাসের মাইনে এবং নবজাতকের মুখ দেখিয়ে যাওয়ার কারণে মাধবীর কাছ থেকে অতিরিক্ত একশো টাকা, খানকয়েক পুরোনো শাড়ি নিয়ে বিকেলে আবার মসলন্দপুরের বাস ধরবে। তিন বছরের সামান্য কিছু বেশিদিন হল ধীরা এবাড়ির কাজে আছে। এই সময়ের মধ্যে পর পর তিনটে বোন হয়েছে তার। তিনজনকেই ওর মা এখানে নিয়ে এসেছে। শেষবার অনীশ অবাক হয়ে মাধবীকে জিগ্যেস করেছিল, 'আবার!'

মাধবী বলেছিল, 'আরও হবে। যতক্ষণ না ছেলে হচ্ছে, ধীরার বাবা থামবে না।'

অনীশ অবাক হয়ে বলল,'হরিবল্! তোমাকে কে বলল?'

মাধবী নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'ধীরা বলেছে। দুঃখ করছিল। বলছিল, মায়ের জন্য ওর খুব খারাপ লাগে।'

'ধীরা বলেছে! ধীরা তো ওইটুকু মেয়ে, কত বয়স হবে ওর? বারো না তেরো? এর মধ্যে এসব শিখে গেছে?'

'গরিব মেয়ের বারো তেরো অনেক। এই বয়েসে ওদের সবই জেনে ফেলতে হয়। কতজনের বিয়ে হয়ে যায় তুমি জানো?'

অনীশ বিরক্ত গলায় বলল, 'তুমি ওই মহিলাকে বাচ্চা সমেত তাড়াতাড়ি বিদায় করো দেখি। উফ্ এদের বাড়িতে অ্যালাউ করাই উচিত নয়। দ্য ম্যান সুড বি কেইনড্। চাবুক মারা উচিত। বছর বছর বউকে প্রেগনান্ট করে।'

মাধবী ঠোঁটের কোনায় ব্যঙ্গের হাসি এনে বলল, 'বেচারি ধীরার বাবার কী দোষ? একটা ছেলে হলেই তো সমস্যা মিটে যেত। ওর বউয়ের উচিত ব্যাপারটা ফিল্ করে মেয়ের বদলে ছেলের জন্ম দেওয়া।'

'ছি ছি। এই জন্যই বলে লেখাপড়ার দরকার।'

মাধবী মুখ না ফিরিয়ে বলল, 'লেখাপড়া জানলেও অনেক কিছু ছি ছি হয়। যাক, তোমাকে টেনশন করতে হবে না। ধীরার মা তার বাচ্চাকে নিয়ে বিকেলেই চলে যাবে। তাছাড়া আমি তো অ্যালাউ করি না, ধীরার জন্যই করতে হয়। বোনকে দেখাতে নিয়ে আসে। নইলে ধীরার হাতে টাকা দিয়ে দেশে যাওয়ার ছুটি দিতে হত। এরা একবার বাড়ি গেলে দুদিন বলে দশ দিন কাটিয়ে ফেরে। অতদিন কাজের লোক ছাড়া সবটা গোলমাল হয়ে যাবে।'

শুধু এটাই সব নয়, অনীশ জানে আরও ব্যাপার আছে। তার মায়ের বছর বছর বাচ্চা হতে পারে, কিন্তু ধীরা মেয়েটা বিশ্বাসী। এক পয়সার এদিক ওদিক নেই। নিশ্চিন্তে ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়। এরকম লোককে একবার হাতছাড়া করলে সমস্যা। মাধবী বলল, 'যাক, আমি অফিসে চললাম। রূপসা টিউশনে গেছে। ধীরা তোমাকে খেতে দিয়ে দেবে। ওকে সব বলা আছে।'

অনীশ বিরক্ত গলায় বলল, 'আমাকে খেতে দিতে হবে না। আজ আমি অফিসে

লাঞ্চ করব।'

মাধবী বেরিয়ে যাওয়ার পরও সেদিন অনেকক্ষণ বাচ্চাটা বিচ্ছিরি ভাবে কাঁদে। অনীশ দরজা আটকে বেডরুমে বসেই মোবাইলে খানিকটা অফিস করল। ন'টার কিছু আগে ঘর থেকে বেরোলো, এবার স্নানে যেতে হবে।

ডাইনিং-এ পা রেখেই থমকে দাঁড়াল সে।

মহিলা বসে আছে মেঝেতে, কার্পেটের ওপর। সামনে ধীরা। মহিলার বুকের কাপড় কোলের ওপর নামানো, জামা, অন্তর্বাস নেই। অনীশ চোখ সরানোর আগেই দেখতে পেল শ্যামলা, ভারি দুটো স্তন ঘন হয়ে থমকে আছে। কাপড়ে জড়ানো শিশু পরম নিশ্চিন্তে একদিকের স্তনবৃন্তে মুখ গুঁজে দিয়েছে গভীর আনন্দে। মহিলা তৃপ্ত মুখে তাকিয়ে আছে সেদিকে। আর ধীরা? সেও হাসছে! আদরের হাত বুলিয়ে যাচ্ছে তার তিন নম্বর বোনের গায়ে! কে বলবে এই শিশু অনাকাঙ্ক্ষিত? একে তার বাবা-মা, দিদিরা কেউ চায়নি? নবজাতককে নিয়ে দুজনে এতটাই মাতোয়ারা যে অনীশের পায়ের আওয়াজও শুনতে পায় না।

সেদিন পা টিপে অনীশ ঘরে ফিরে এসেছিল। বসেছিল অনেকক্ষণ। শিশুর দুধ খাওয়া কখন শেষ হবে? কখন শেষ হয়? রূপসার সেদিনের কথা এখন মনে পড়ে না। কতক্ষণ সে মাধবীর কোলে শুয়ে থাকত? সেই সময়টা অনীশকে ঘর থেকে বের করে দিত মাধবী।

অনীশ পাশ ফিরল। একটু শীত শীত করছে। ভোরের দিকে এরকমই করে।

আজও কি কোলে শিশু নিয়ে ধীরার মা এসে হাজির? কিন্তু তা কী করে হবে? এখন তো মোটে সাড়ে চারটে। এত ভোরে মহিলা মসলন্দপুর থেকে আসবে কী করে? নিশ্চয় অন্য কিছু। সেটা কী? কান্নাটা থেমেছে। কিন্তু তাহলেও কারণটা জানতে হবে। আলোটা নেভালে ভালো হতো, খাট থেকে উঠতে ইচ্ছে করছে না। মাধবী কি তাকেও চা দেবে? মনে হয় না দেবে। কেন দেবে? এই শেষ রাতে স্বামীকে ঘুম থেকে তুলে চা দেওয়ার কোনও কারণ নেই।

গোপন পরিকল্পনা জানলে হয়তো দিত।

অনীশ এবার বাইরে হাসির আওয়াজ শুনতে পেল। কান্নার পর হাসি! তবে এই হাসি অচেনা নয়। মাধবী আর রূপসা হাসছে। এর মানে রূপসা উঠে পড়েছে। চান্স পেলেই যে মেয়ে সকাল দশটার আগে বিছানা ছাড়ে না, সে সাড়ে চারটে মধ্যে উঠে পড়ে হাসাহাসি শুরু করে দিল! অনীশের মনে হল, এটাও কান্নার মতোই ইন্টারেস্টিং একটা বিষয়। এই রাতভোরে মা-মেয়ের হাসির কারণ কী? নিশ্চয় বেড়াতে যাওয়ার আনন্দে হাসছে। আনন্দের মধ্যে থাকলে মেয়েরা অকারণে হাসতে পারে। ডিশে চা চল্‌কে পড়া অথবা ফ্যানের বদলে আলোর সুইচ্ নিভিয়ে ফেলার মতো অতি তুচ্ছ কারণে এরা হেসে গড়িয়ে পড়ে। কে

BanglaBook.org

বলবে কয়েক ঘন্টা আগে মাধবী ছিল সম্পূর্ণ অন্য একটা মানুষ? দ্রুত বদলাতে পারে বলেই মানুষ বোধহয় এতখানি রহস্যময়।

আর শুয়ে থাকার কোনও মানে হয় না, পুরো ঘুমটাই চলে গেছে। উঠে পড়লে কেমন হয়? একটা সমস্যা আছে। এত ভোরে উঠতে দেখে ওদের সন্দেহ হবে। ভোরে ওঠবার ব্যাপারে অনীশের ভয়ংকর আপত্তি। এই কারণে সে সকালের ট্রেন, প্লেনের টিকিট কাটতে চায় না। সেই মানুষটাকে আলো ফোটবার আগে বিছানা ছাড়তে মা, মেয়ের চার জোড়া ভুরুই কোঁচকাবে। যতক্ষণ সাসপেনসে রাখা যায় ততক্ষণই মজা। আচ্ছা এখন বিছানায় মটকা মেরে পড়ে থাকলে কেমন হয়? ওরা নেমে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসার পর বারান্দা থেকে চিৎকার করে বলবে—

'রূপসা, অ্যাই রূপসা, একটু দাঁড়া। আমিও যাব। রেডি হয়ে আসছি। ঠিক দশ মিনিট। ওনলি টেন।'

কেমন হবে? আটতলার ওপর থেকে চিৎকার করতে গেলে গলার জোর কতটা লাগে? এখনও পঞ্চাশ হয়নি, পাকা তিনটে বছর দেরি আছে। গলার জোর কম হবে কেন?

অনীশের মনে হল, একটু নাটক নাটক হলেও, এই পরিকল্পনাটা খারাপ নয়।

মাধবী ঘরে ঢুকল। হাতে চায়ের কাপ। এর মধ্যেই তার শাড়ি পরা হয়ে গেছে। শাড়ির রঙ গাঢ় মেরুন। মুখে প্রসাধন নেই, চুলও বাঁধেনি।

অনীশ শুয়ে শুয়েই দেখল মেরুন রঙের শাড়িতে মাধবীকে মানায়নি। মাধবীর রঙ কালোর দিকে। তাকে গাঢ় রঙে মানানোর কথাও নয়। রূপসাকে বেশ লাগে, সে তার বাবার মতো ফর্সা রঙ পেয়েছে।

অনীশ তবু বলল, 'বাঃ তোমাকে তো খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।'

মাধবী চমকে মুখ ফেরাল। অনীশ ঘুম ভেঙে শুয়ে আছে সে বুঝতে পারেনি।

'তুমি উঠে পড়েছ?'

'না উঠে উপায় কী বলো? গভীর রাতে মা, মেয়ে যা শুরু করেছো। একেবারে হইচই বাধিয়ে একাকার কাণ্ড। এরপর না উঠে উপায় কী?'

কথা শেষ করে হাসির চেষ্টা করল অনীশ।

'সরি, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।'

'না, আর ঘুমোব না।'

মাধবী শান্ত গলায় বলল, 'কেন? তুমি কত বিজি মানুষ, কত কাজ তোমার, না ঘুমোলে চলবে কী করে?'

আয়নার দিকে তাকিয়ে এক খাবলা ক্রিম নিয়ে গালে লাগাল মাধবী। এটা হল মুখ পরিষ্কারের ক্রিম। প্রথমে মাখতে হয়, তারপর ঘসে তুলে ফেলতে হবে।

BanglaBook.org

মাধবী হাতের তিনটে আঙুল গালে বোলাতে লাগল দ্রুত। অনীশ মুচকি হেসে বলল, 'চলবে না, আবার ঘুমোবোও না।'

'তাহলে কী করবে? ল্যাপটপ্ খুলে বোস। এতবড় ফার্মের মালিক তো সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকতে পারে না। তাকে সেটা মানায়ও না। লোকে দেখলে কী বলবে?'

অনীশ বুঝল, মাধবী আজও ঝগড়ার মুডেই আছে। রাগ কমেনি। যাক, একটু পরে নিশ্চয় কমবে। শুধু রাগ কমবে না, অনীশ যখন গাড়িতে গিয়ে উঠে বসবে তখন একেবারে চুপ করে যাবে। মাথার বালিশটাকে খাটের গায়ে তুলে হেলান দিয়ে বসল অনীশ। হাই তুলে বলল, 'আমি ঠিক করেছি, শুয়ে শুয়ে তোমাদের সাজগোজ দেখব।'

মাধবী খানিকটা চুপ করে থেকে বলল, 'ধন্যবাদ, আমাদের সৌভাগ্য।'

অনীশ মোবাইলটা নিতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিল। মুরলী নিশ্চয় এখনও ফোন খোলেনি। ওকে বলতে হবে এটা ঠিক নয়। সেক্রেটারির কাজ করলে চব্বিশ ঘন্টাই ফোন খুলে রাখা উচিত। যে কোনও সময় দরকার হতে পারে। অনীশ ঠিক করেছে, পথে যেতে যেতে ফোনে সবার সঙ্গে কথা বলে নেবে। সেই মতো মুরলী সবাইকে খবর দিয়ে রাখবে। পালিত, ঋতব্রত, সোনালি মিত্রদের বলে রাখতে হবে অফিসে পৌঁছেই ফ্রেন্ডস্ মোবাইলের রিপোর্টটা বের করে ওরা যেন বসে যায়। এ ধরনের ক্লায়েন্ট ধরে রাখার সবথেকে বড় উপায় হল, আগে রিঅ্যাকট করা। অনীশ দুদিন অফিসে যাচ্ছে না বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। সমস্যাগুলো বের করার চেষ্টা করতে হবে। পার্টির সঙ্গে কথা বলবার আগে আগে নিজেদের ত্রুটিগুলো বুঝে নেওয়া দরকার। অ্যাড, মার্কেটিং, সেলসের সঙ্গে আলাদা আলাদা কথা বলতে পারলে ভালো হত, কিন্তু এখন আর সেটা সম্ভব নয়। সমস্যা হল, আর্জেন্ট লেখা ফাইলটা রয়ে গেছে। মুরলীকে ফোনেই ডিকটেশন দিয়ে নিতে হবে। গ্রাফটা তো ডিকটেশন দেওয়া যাবে না, দরকারও নেই। ফিগারগুলো বললেই হবে। সবটা মুরলীকে দিয়ে হবে না। ঋতব্রতকে বোঝাতে হবে। মোবাইল হয়ে গেছে, আজকাল আর পথে অফিস করতে করতে যাওয়ায় কোনও অসুবিধে নেই। একটাই অসুবিধে, মাধবীরা কতটা অনুমতি দেবে? মনে হয় না বেশি দেবে। সঙ্গে একটা অফিস নিয়ে ওরা বেড়াতে যাবে না। সেই কারণেই বেরোনোর আগেই কাজ যতটা সেরে ফেলা যায়।

'মাধবী, বাচ্চাটা কে?'

মাধবী ক্রিম বোলানো থামিয়ে বলল,'বাচ্চা! বাচ্চা কোথায়?'

অনীশ ভুরু কুঁচকে বলল,'ওই যে কাঁদছিল।'

মাধবী এবার মুখ ফেরাল,'বাচ্চা কাঁদছিল! আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে

BanglaBook.org

পারছি না, তুমি কি এখনও ঘুমের মধ্যে আছ?'

'বাঃ, স্পষ্ট শুনলাম ট্যাঁ, ট্যাঁ করছে। আমি তো ভাবলাম ধীরার মা আবার কোলে বাচ্চা নিয়ে এসেছে।'

মাধবী বলল, 'তুমি কি রূপসার অ্যালার্ম ক্লকের কথা বলছ?'

'অ্যালার্ম ক্লক! রূপসার অ্যালার্ম ক্লক!' চোখ বড় করল অনীশ এবং পরক্ষণেই তার মনে পড়ে গেল। সত্যি তো রূপসার অ্যালার্ম ক্লকই তো বটে। ইস্ জিনিসটার কথা মাথা থেকে একদম বেরিয়ে গিয়েছিল। বেরিয়ে যাওয়ারই কথা। অ্যালার্ম বাজিয়ে ঘুম থেকে ওঠবার ঘটনা অনীশ অনেকদিন আগেই ফেলে এসেছে। এখন খুব দরকার হলে মোবাইলেই অ্যালার্ম দিয়ে রাখে। মুরলীকেও বলা থাকে, সে ফোন করে। তাও দরকার পড়ে খুব কম।

মেয়ের এই অদ্ভুত ঘড়িটার কথা এবার মনে পড়ে গেল অনীশের।

জিনিসটা এনে দিয়েছে রোহন। সে ব্যবসার কাজে বাইরে কোথায় গিয়েছিল। পুতুলের অর্ডার দিতে তাকে মাঝে মধ্যেই বাইরে যেতে হয়। রূপসার জন্য এই অদ্ভুত একটা জিনিস নিয়ে এসেছে। বেশিদিন আগের ঘটনা নয়। অনীশ অফিস থেকে ফিরে এসে দেখল। বাবাকে দেখাবে বলে সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে বসেছিল রূপসা।

'এটা কী বলো তো বাবা?'

অনীশ তাকিয়ে দেখল টেবিলের ওপর একটা পুতুল শোয়ানো। ছোট্ট ছেলের পুতুল। গ্যালিস দেওয়া প্যান্ট। খুদে খুদে চোখদুটো বোজা। যেন ঘুমোচ্ছে।

'কী আবার? পুতুল। এটা কি তোমার? যদি তোমার হয় তাহলে বলব, রূপসা, পুতুল খেলার পক্ষে বয়সটা তোমার কি একটু বেশি নয়?'

রূপসা হেসে বলল, 'মোটেই বেশি নয়। আমাদের ক্লাসে সবার পুতুল আছে। সফট্ টয়েজ। তবে এটা কিন্তু পুতুল নয়।'

অনীশ অবাক হয়ে বলল,'পুতুল নয় তো কী!'

'এটা একটা ঘড়ি, অ্যালার্ম ক্লক। তুমি যেরকম টাইম সেট করবে এই ছেলেটা সেই টাইমে ঘুম থেকে উঠে কাঁদতে শুরু করবে।'

'কাঁদতে শুরু করে!'

'হ্যাঁ, কাঁদতে শুরু করবে। হিজ নেম ইজ হোয়াং। হোয়াং-এর কান্না শুনে তোমার ঘুম ভেঙে যাবে, তুমি হাতড়ে হাতড়ে বোতাম টিপে কান্নাটা থামাতে চাইবে, কিন্তু পারবে না। এটাই এই ঘড়ির মজা।'

'পারব না! কান্না চলতেই থাকবে!' অনীশ অবাক হয়ে পড়ে।

রূপসা হেসে বলল, 'ইয়েস চলতেই থাকবে। তখন তোমাকে উঠে বসে ওকে গান শোনাতে হবে। ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে।'

BanglaBook.org

অনীশের ভুরু কুঁচকে গেল, 'গান!'

'হ্যাঁ, গান, তাও আবার হাউ মাউ খাঁউ করে নয় বাবা, গানে যেন সুর থাকে। বেশি সুর নয়, কিন্তু একটু নোটস্ থাকতে হবে। দেন হোয়াং উইল স্টপ অ্যান্ড স্লিপ এগেইন। এদিকে ততক্ষণে তোমার স্লিপ একদম পগার পার। গান গাইবার পর পাশে ফিরে ঘুমোনোর নো চান্স। জানো বাবা, এটা রোহন আঙ্কেল এনে দিয়েছে। আমি যে রোজ মোবাইলের অ্যালার্ম বন্ধ করে পাশ ফিরে সেকেন্ড ইনিংস ঘুমোই সেটা আর চলবে না। এবার থেকে উঠে বসে গান গাইলে তবে অ্যালার্ম থামবে। মজার না?'

অনীশ জুতো খুলতে খুলতে গম্ভীর গলায় বলে, 'হ্যাঁ, মজার।'

'আসলে হোয়াং-এর চোখে একটা সেনসর লাগানো আছে। প্রথমে ঘড়ির মতো কান্নার অ্যালার্ম বাজতে শুরু করে, তারপর সা রে গা মা নোট্সের একটা কিছু শুনলেই মাথার সেনস্র অ্যাকটিভ হয়ে ফাংশন শুরু করে দেয়। ওর মাথার ভেতরের আই সি-তে যে সাউন্ডের সুইচ্গুলো আছে সেগুলো অফ্ হয়ে যায়। ব্যস, কান্নাও স্টপ। দ্য মেকানিজম ইজ ভেরি ইজি। হাততালি দিয়ে ঘরের আলো জ্বালানোর মতো। বাবা, আমি এর একটা বাংলা নাম রেখেছি। বলব?'

'বলো। কিন্তু তোমার কাল কলেজ নেই? এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ?'

রূপসা বাবার কথাটা যেন শুনতেই পেল না। সে উত্তেজিত হয়ে বলল,'বাবা, হোয়াং এর ডাকনাম রেখেছি কাঁদুনে। মা বলেছিল, ছিঁচকাঁদুনে। আমি বললাম, তা কেন হবে? হি ইজ নট ন্যাগিং। গান করলেই তো থেমে যায়। শুধু কাঁদুনেই ভালো। ভালো না?'

অনীশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ ভালো। তবে আরও ভালো হবে যদি তুমি এবার শুতে চলে যাও। কাল তোমাকে ভোরে উঠতে হবে।'

রাতে মাধবী ঘরে এলে অনীশ হালকা গলায় বলল, 'এসব আবার কী ধরনের খেলনা? কান্নকাটি?'

'কেন অসুবিধে কোথায়?'

'না, অসুবিধে আর কী, এতদিন জানতাম, খেলনা মানে হাসিখুশি, মজার জিনিস। এখন দেখছি কান্নাকাটি দিয়েও খেলনা হয়। রোহন বিজনেসে কান্নাকাঁটির এলিমেন্ট রেখেছে জানতাম না তো।'

মাধবী বলল, 'রাখলে তোমার আপত্তি কী? তার বিজনেস সে যা খুশি করবে।'

'আপত্তি কিছু নেই। তবে ছোটদের এধরনের জিনিসে ইনভলভ না করানোটাই ভালো। মারামারি, কান্না কি ওদের মাথার পক্ষে উচিত?'

'তুমি শুধু কান্নাটাই দেখলে, কান্না থামানোটা দেখছো না?' এক মুহূর্ত থেমে মাধবী বলল, 'আমার তো মনে হয় সেটাই আসল।'

অনীশ খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'আসল নকল জানি না। যেটা মনে হল বললাম।'

মাধবী কঠিন গলায় বলল, 'তুমি না জানলেও কোনটা আসল আমি জানি।'

অনীশ মুখ তুলল। মুখে অবাক হওয়া ধরনের একটা হাসি এনে বলল, 'কী ব্যাপার বলো তো মাধবী, তুমি এতো রেগে যাচ্ছ কেন? সামান্য একটা পুতুল নিয়ে ঝগড়ার কী আছে?'

'ঝগড়া আমি করছি না, তুমি করছ? আসল কথাটা পরিষ্কার করে বললেই তো মিটে যায়। তোমার সমস্যা রূপসার পুতুল নিয়ে নয়, রোহনকে নিয়ে।'

'রোহন!'

মাধবী মুখ ঘুরিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল,'হ্যাঁ, রোহন। সেটা তুমিও ভালো করে জানো। রোহন জিসিটা এনে দিয়েছে বলেই তুমি রেগে গেছ। এটা যদি রোহনের বদলে অন্য কেউ হত তাহলে পুতুল কেঁদেকেটে মেঝেতে গড়াগড়ি দিলেও তুমি কিছু বলতে না।'

অনীশ অবাক গলায় বলে, 'তুমি কী বলছ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মাধবী। রোহন এর মধ্যে কোথা থেকে আসছে? একটা কনসেপ্ট নিয়ে কথা হচ্ছে। ঘুম ভাঙানোর জন্য পাখির ডাক ছিল, বাজনা ছিল, গান ছিল, সেসব বদলে গিয়ে এখন কান্না!'

মাধবী চোয়াল কঠিন করে, নিচু গলায় বলল, 'বড় বড় লেকচার দিও না। আমি সব বুঝতে পারি। তুমি আজ রূপসার সঙ্গে যে ব্যবহারটা করলে সেটা করা তোমার উচিত হয়নি। রোহনকে তোমার পছন্দ নাও হতে পারে, তার প্রতি তুমি জেলাস হতে পারো কিন্তু সেটা ওইটুকু মেয়েকে বুঝতে দেওয়াটা কি খুব জরুরি ছিল?'

অনীশ অবাক হল। রোহনকে নিয়ে এত কিছু সে ভাবে না। পছন্দ, অপছন্দ কিছুই নয়। বিষয় একটাই, ছেলেটা দু'বছর আগেও অনীশের ফার্মে চাকরি করত। তখন থেকে ওর এ বাড়িতে আসা শুরু। তবে সেটাও ছিল একটা অ্যাক্সিডেন্ট।

দিনটা ছিল শনিবার। সকাল থেকেই রূপসার শরীরটা ঠিক ছিল না। কী হয়েছে বলতেও পারছিল না। ঘ্যান ঘ্যান করছিল। মাধবী গায়ে হাত দিয়ে দেখল জ্বর কি না। না, জ্বর নয়। আসলে কষ্টটা কোথায় মেয়েটা ঠিক মতো বুঝতে পারছে না। অনেক রাতে পেটের যন্ত্রণা শুরু হল রূপসার। তখন রাত প্রায় দুটো। যন্ত্রণা দ্রুত মারাত্মক চেহারা নেয়। মেয়েটা একেবারে কুঁকড়ে গেল, চোখ মুখ ফ্যাকাসে, হাত পা ঠাণ্ডা। মাধবী কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। ডাক্তারকে ফোন করে তুলতে তিনি বললেন, 'নার্সিংহোমে নিয়ে আসুন, মনে হচ্ছে স্যালাইন দিতে হবে। আমি বলে দিচ্ছি।'

BanglaBook.org

অনীশ আটতলা থেকে নিচে নেমে গাড়ি বের করতে গিয়ে দেখে গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না। আর তখনই সে নার্ভাস হয়ে পড়ে। কী হবে? অ্যাম্বুলেন্স? বন্ধ গাড়ির মধ্যে বসেই দ্রুত হাতে মোবাইলের নম্বর টেপে। প্রথমে ফোন করে মুরলীকে। ফোন বেজে যায়। তারপর যোগাযোগের চেষ্টা করে ইসমাইলকে। ইসমাইল ছেলেটা চটপটে, অড্ জবসে ওস্তাদ। অফিসে অনেকের ঝামেলার কাজ করে দেয়। ইসমাইল কি একটা অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করে দিতে পারবে না? নিশ্চয় পারবে। কিন্তু ইসমাইলের মোবাইলেও ঢুকতে পারে না অনীশ। সিগন্যাল ধরার আগেই কেটে যেতে থাকে। নার্ভাস অনীশ তিন নম্বর ফোনটা করে রোহনকে। খুব যে ভেবেচিন্তে করে এমন নয়। মোবাইলের ফোনবুকে নাম দেখে 'কল' টেপে।

দু'বার বাজতেই ঝরঝরে গলায় রোহন জবাব দেয়—'ইয়েস স্যার।'

সাতাশ মিনিটের মাথায় রোহন যখন নিজে গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে যায় তখন রূপসার ব্যথা কমে গেছে। শুধু কমে যায়নি, মেয়ে উঠে বসে বলেছে, 'মা, খিদে পেয়েছে।'

ডাক্তার জানিয়ে দিলেন, চিন্তার কিছু নেই। রাতে আর নার্সিংহোমে আসতে হবে না। চিকিৎসা যা করার কাল সকালেই হবে। বাড়ির পরিবেশ তখন অনেক হালকা। মাধবীর টেনশন কমেছে। সে রোহনকে বলল, 'ছি ছি, আপনাকে রাত দুপুরে ডেকে এনে কী ঝামেলায় ফেললেন উনি। ব্যথাটা যদি একটু আগে কমে যেত তাহলে আর এভাবে কষ্ট করতে হত না। নিশ্চয় রাস্তায় হাবিজাবি খেয়ে গোলমাল পাকিয়েছে।'

আসার সময় রোহন সাজগোজ কিছুই করতে পারেনি। কোনরকমে একটা জিনস্ আর কালো গেঞ্জি গলিয়ে চলে এসেছিল। তবু এলোমেলো চুল, ফর্সা গালে একরাতের দাড়িতে তাকে সুন্দরই দেখাচ্ছিল। মাধবী আড়চোখে যে তাকে দেখছে রোহন বুঝতে পারে। হেসে বলল, 'প্লিজ, এরকম করে বলবেন না। দেখলেন তো আমি আসছি শুনেই পেইন পালালো।'

অনীশ বলল, 'ঠিক আছে এবার থেকে কোনওরকম পেইন হলেই রোহনকে তুমি ডেকে পাঠিও মাধবী। পেইন-এর পক্ষে সেটা যথেষ্ট পেইনফুল হবে।'

কথাটা বলে হাসল অনীশ।

রোহন বলল, 'কত স্পিডে এসেছি জানেন স্যার?'

'কত?'

'ফ্লাইওভারে উঠে দেখি কাঁটা নাইনটি ছুঁয়েছে। পার্কসার্কাস কানেক্টর ক্রশ করে হান্ড্রেডে তুলে দিলাম। স্টেডিয়ামের সামনে এসে দেখি হান্ড্রেড টেন।'

মাধবী আঁতকে উঠল, 'ওমা এত জোরে! না না, এত জোরে গাড়ি চালিয়ে

BanglaBook.org

ঠিক করেননি। কিছু যদি হয়ে যেত।'

রোহন আবার হেসে বলল, 'আপনার মেয়ের কারণে কলকাতায় একশোতে গাড়ি ছোটানোর একটা চান্স তো পেলাম। একটাই ভয় করছিল, পুলিশ না তাড়া করে। গোটা দুনিয়া যখন স্পিড বাড়াচ্ছে আমাদের এখানে স্পিড মানে ক্রাইম।'

মাধবী বলল, 'আপনি কিন্তু এক কাপ কফি না খেয়ে যাবেন না। প্লিজ।'

অনুরোধের সময় মাধবী নাক কোঁচকালো। রোহন বসে পড়ল সোফায়।

সেই থেকে এ বাড়ির সঙ্গে রোহনের চেনাজানা এবং যাতায়াত। রূপসার জন্মদিনে অফিসের অন্যরা কেউ না পেলেও রোহন নেমন্তন্ন পেল।

অনীশ মাধবীকে বলল, 'এটা মনে হচ্ছে না ঠিক হবে। আর কাউকে বলা হচ্ছে না যখন তুমি রোহনকেও বাদ দাও।'

মাধবী ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আর কেউ মাঝ রাতে একশো কিলোমিটার বেগে ছুটে আসেনি। এলে নিশ্চয় বলতাম।'

'তা হোক, সবাই তো শুনবে।'

'মানুষটাকে দেখে মনে হয় না, পার্সোনাল নেমন্তন্ন অফিসে গিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে বলবে। আসলে ভদ্রলোকের এটা পাওনা।'

রোহন এসে দারুণ হইচই লাগাল। জন্মদিন একাই মাতিয়ে দিল। তখন কে জানত পরদিনই সে রূপসা কনসালটেনসি ছাড়ছে। চিঠি পেয়ে রোহনকে ঘরে ডেকে পাঠায় অনীশ।

'তোমার সমস্যা কী? ছাড়তে চাইছ কেন?'

রোহন খানিকটা বাধো বাধো করে বলল 'কিছু নয়, স্যার। নিজে বিজনেসে যেতে চাইছি।'

'কী ধরনের বিজনেস?'

'এখনও ফাইনাল করিনি। তবে এই মুহূর্তে প্রোডাকশনে যাচ্ছি না। হাজারটা প্রবলেম। লাইসেন্স, লেবার, ট্যাক্স, পলিটিক্যাল ইন্টারফেয়ারেন্স। সেই কারণে ট্রেডিং দিয়ে শুরু করব ভাবছি। স্যার আপনি তো জানেন, এখানে মার্কেট পোটেনশিয়ালিটি কতটা বেড়ে গেছে। নেক্সট কয়েক বছরের মধ্যে গোটা রিজিয়নটাই উইল বি ওয়ান অব্ দ্য লার্জেস্ট মার্কেট। সবরকম কেনা-বেচাতেই একটা বুম্ আসছে। এই সব ভেবে একটা ঝুঁকি নিতে চাইছি। আপনি কি আমাকে ডিসকারেজ করবেন?'

অনীশ হেসে বলল, 'না, না ডিসকারেজ করব কেন? বরং উল্টোটাই। তুমি তোমার মনের মতো কাজ বেছে নেবে এটাই তো চাইব। তবে একটা কথা রোহন, তুমি আমার ফার্মে না থাকতেও পারো, বাড়িতে কিন্তু রয়েই গেলে। ইটস নাথিং উইথ ইওর প্রফেশন। তুমি আমার সঙ্গে কাজ করছ কী করছ না তার সঙ্গে

BanglaBook.org

এই রিলেশনের কোনও সম্পর্ক নেই। মাধবী, স্পেশালি রূপসা লাইকস্ ইউ ভেরি মাচ্। আমি জানি, তুমি সেটা বুঝতেও পারো।'

রোহন হাত বাড়িয়ে বলল, 'থ্যাঙ্কু স্যার। থ্যাঙ্কু ভেরি মাচ্।'

এই ছেলেকে অপছন্দর কথা কেন বলছে মাধবী?

অনীশ বলল, 'আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না মাধবী। রোহনের জন্য আমি রূপসার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে যাব কেন?'

'রূপসার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে কেন সেটা তোমার ব্যাপার। কিন্তু করেছ। মেয়েটা জিনিসটা দেখাবে বলে অতক্ষণ জেগে রইল, আর তুমি কোনওরকম উৎসাহ না দেখিয়ে তাকে শুয়ে পড়তে বললে। যেন মেয়ের খাওয়া শোওয়া নিয়ে তোমার ভীষণ চিন্তা। ঘটনা যে তা নয় সেটা তুমি ভালো করেই জানো। মেয়ে বউয়ের জন্য তোমার কোনও চিন্তা নেই। চিন্তা করার সময়ও নেই। থাকবেই বা কেন? তোমার ফার্ম আছে, অন্য মেয়েছেলে আছে। শেষ কবে তুমি মেয়ের জন্য হাতে করে কিছু এনেছ তোমার কি মনে আছে? মনে নেই। আমারও মনে নেই। রূপসাকে ঘুম থেকে তুলে জিগ্যেস করো, সেও বলতে পারবে না। অথচ একজন ভালোবেসে একটা জিনিস এনে দিয়েছে তুমি তার ওপর রাগ করছ।'

'রাগ করছি!'

মাধবী ঘরের দরজাটা খুলতে খুলতে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'হ্যাঁ, করছ। অন্যের দেওয়া খেলনা নিয়ে মেয়েকে খেলতে দেখে তোমার রাগ হচ্ছে। তুমি বরং কালই রূপসার জন্য একটা কিছু এনে দাও। রোহন কান্না দিয়েছে, তুমি বরং হাসির অ্যালার্ম ক্লক দাও। মনে থাকবে? একটা কাজ করো তোমার ওই উর্বশী না মেনকা না কী যেন নাম মেয়েটার? তাকে রাতেই ফোন করে বলো ডায়েরিতে লিখে রাখতে, আ ডল ফর ডটার।'

কথা শেষ করে মাধবী ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। অ্যালার্ম ক্লকের অধ্যায়ও শেষও হয়েছিল। আজ আবার মনে পড়ল।

মাধবীর প্রসাধন প্রায় শেষ। আর শুয়ে থাকার কোনও মানে হয় না। অনীশ উঠে পড়ল। বাথরুম থেকে ঘুরে এসে চা খেয়ে নেওয়া যাক। কয়েকটা জামা কাপড় তো নিতে হবে। সেটা কী করে নেবে? এখন মাধবীর সামনে সুটকেস বের করে জামা-টামা ঢোকাতে গেলেই তো ধরা পড়ে যেতে হবে। তাহলে? একটাই পথ, ওরা নিচে নামবার পর কাজটা সারতে হবে। গাড়িতে বসিয়ে ঝটপট গুছিয়ে ফেলতে হবে। দু-দিনের তো মামলা। কী আর নেওয়ার আছে?

আড়চোখে অনীশকে খাট থেকে নামতে দেখল মাধবী। বলল, 'কাল রাতে তুমি অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে ওই মেয়েটার বাড়ি গিয়েছিলে না?'

BanglaBook.org

অনীশ চমকে উঠে বলল, 'কে বলেছে?'

মুখ দিয়ে তাচ্ছিল্যের আওয়াজ করে মাধবী বলল, 'কে বলেছে সেটা বড় কথা, না গিয়েছিলে সেটা বড় কথা? আমার এক অফিস কলিগ তোমাকে ওই ফ্ল্যাটের লিফটে দেখেছে। তুমি বাঁধনকে নিয়ে নামছিলে।'

অনীশ থমকে গেল। ও, এটাই কাল রাতে রেগে যাওয়ার কারণ ছিল। মাধবীর অফিস কলিগই তাহলে ইনফর্মার। সে কে? পুরুষ না মহিলা? অত বড় ফ্ল্যাটবাড়িতে আইডেনটিফাই করাও মুশকিল। করলেই বা কী করতে পারত? অনীশ মাথা ঠাণ্ডা করে বলল, 'ইট ওয়াজ আ অফিসিয়াল ভিজিট। অফিসের কাজে আমাদের অনেক জায়গাতেই যেতে হয় মাধবী। তুমি তো জানো। আগেও তো বার বার বলেছি।'

মাধবী চোখ বড় করে বলল, 'তাই নাকি? হবে হয়তো। যাক, ছাড়ো ওসব। অনীশ তোমার সঙ্গে আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে।'

'এখন বলবে?'

'না, ফিরে এসে বলব।'

'এখনও বলতে পারো। অফিস কলিগ তোমার মনে একটা ভুল ধারণা গেঁথে দিচ্ছে। তুমি কী বলবে বলো মাধবী।'

মাধবী চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, 'এখনও বলার সময় হয়নি। সময় হলে বলব।'

ঘর থেকে বেরিয়ে মেয়ের মুখোমুখি হল অনীশ। রূপসা তার মায়ের মতো মেরুন পরেনি। সে সবুজ রঙের শালোয়ার কামিজ পরেছে। জামার হাতে সবুজ সুতোর কাজ। হাত কনুই পর্যন্ত নেমে এসেছে।

অনীশ হেসে বলল, 'ম্যাডাম, আপনার শট কখন?'

রূপসা ঠোঁট উল্টে বলল, 'নো জোক বাবা, আমি খুব টেনশনে আছি।'

অনীশ ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমারও টেনশন হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমার রাজকন্যার মেয়েটার সঙ্গে এবার নির্ঘাৎ কোনও রাজপুত্রের দেখা হয়ে যাবে। কোনও মানুষকে এত সুন্দর দেখানো ঠিক নয় মাই গার্ল।'

রূপসা কান্নার ভান করে বলল, 'আবার ইয়ার্কি? বলছি সত্যি সত্যি টেনশন হচ্ছে।'

'কীসের টেনশন? পরীক্ষার?'

রূপসা গলা নামিয়ে বলল, 'দূর, ওসব নয়। টেনশন হচ্ছে রং নিয়ে।'

অনীশ এবার সত্যি সত্যি অবাক হল।

'রং নিয়ে! রং নিয়ে টেনশন কীসের? কী বলছিস মাথা-মুণ্ডু বুঝতে পারছি না।'

BanglaBook.org

রূপসা অভিমানী গলায় বলল, 'বাঃ কাল বললাম না? কোথায় বেড়াতে যাচ্ছি না জেনে কেউ কখনও ড্রেসের কালার ঠিক করতে পারে? আমার যে কী হবে? ওখানে গিয়ে যদি দেখি গ্রিন ম্যাচ করছে না? জায়গাটা যদি জঙ্গল না হয়। মা মেরুন শাড়ি পরেছে দেখে কেমন সন্দেহ হচ্ছে। নদী টদী নেই তো? রোহন আঙ্কেল যদি মাকে জায়গাটার কথা লিক করে দিয়ে থাকে? সেটা কিন্তু আনফেয়ার হবে। তাই না বাবা?'

অনীশ হেসে উঠল। এত ঝামেলার পরও, তার ভালো লাগছে।

'তুমি হাসছ বাবা!'

অনীশ হাসিমুখে বলল, 'এখন হাসছি কিন্তু তোরা রওনা হলে কাঁদব। কেন তোদের সঙ্গে গেলাম না এই আফশোসে কাঁদব।'

রূপসা এগিয়ে এসে অনীশের একটা হাত ধরল।

'বাবা, একটা রিকোয়েস্ট করব?'

অনীশ গম্ভীর গলায় বলল, 'না করবি না, কারণ তুই যে রিকোয়েস্টটা করবি সেটা আমি রাখতে পারব না। আমি তোদের সঙ্গে কিছুতেই যেতে পারছি না।'

কথাটা বলে অনীশ মনে মনে মজা পেল। অভিনয়টা মনে হচ্ছে ঠিক হয়েছে।

রূপসা ভুরু কুঁচকে বলল, 'প্লিজ বাবা, চলো। আসলে তুমি গেলে আমার সুবিধে হত। ওখানে গিয়ে তোমার কাছ থেকে একটা জিনিস জানবার ছিল।'

'কী জিনিস?'

'একটা নাম।'

'এখানেই জিগ্যেস করে ফেল না, সামান্য একটা নামের জন্য আমাকে অতদূর নিয়ে যাবি?'

রূপসা সিরিয়াস মুখ করে বলল, 'দূর, না গেলে জায়গার নাম বলবে কী করে?'

'জায়গার নাম! জায়গার নাম মানে? তোদের এই বেড়ানোর গোটাটাই মনে হচ্ছে খুব রহস্যময়।'

রূপসা হেসে বলল, 'সেটাই তো ইন্টারেস্টিং। রোহন আঙ্কেল বলেছে, যেখানে আমরা যাচ্ছি সেই জায়গাটার নাকি কোনও নাম নেই, আমাকে একটা নাম দিতে হবে।'

অনীশ চোখ বড় করে বলল, 'বলিস কীরে! এ তো ভয়ংকর কাণ্ড রে রূপসা! এটা তো জানতাম না! তোদের এই ট্যুরটা তাহলে ইন্ সার্চ্ অফ আ নেম? একটি নামের সন্ধানে?'

'খানিকটা তো বটেই।' রূপসা খুশি খুশি গলায় বলল, 'আর সেই কারণেই তো বলছিলাম, তুমি থাকলে সুবিধে হত।'

BanglaBook.org

'তুই বরং একটা কাজ করিস, আমাকে মোবাইলে ধরে নিস রূপসা। ধরে বলবি, কতটা জঙ্গল, কতটা পাহাড়। দেখবি আমি ঠিক একটা কায়দামার্কা নাম বের করে দেব।'

রূপসা তার বাবার দিকে আরও খানিকটা সরে এল। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'সরি বাবা, একটা সিক্রেট খবর হল, আমরা সঙ্গে মোবাইল রাখছি না। বাইরের কেউ আমাদের ডিস্টার্ব করতে পারবে না। এটা আমাদের প্ল্যান। মাকে এখনও প্ল্যানটা বলা হয়নি। গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার আগে রোহন আঙ্কেল বলবে। মা কেমন চমকে যাবে বলো তো?'

অনীশ আবার হেসে ফেলল। বলল, 'তোর কথা কিছুই বুঝতে পারছি না, তবে এটা বুঝতে পারছি, তোদের খুব মজা হবে। আই ফিল জেলাস ফর ইউ। এতক্ষণ বানানো হিংসে হচ্ছিল, এবার তোদের ওপর সত্যি সত্যি হিংসে হচ্ছে।'

হিংসের কথায় রূপসা এক মুহূর্ত থামল। গলা নামিয়ে বলল, 'বাবা, একটা সত্যি কথা বলবে?'

'না, বলব না।'

রূপসা একটুখানি চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'চুপিচুপি বলোতো, কাকে দেখতে বেশি ভালো লাগছে? আমাকে না মাকে? সত্যি বলবে কিন্তু।'

অনীশ ভুরু কুঁচকে মেয়ের দিকে তাকাল। না, মেয়েটা আর ছোট নেই, বড় হয়ে গেছে।

রূপসা আরও গলা নামিয়ে বলল, 'কী হল বললে না?'

'এই ফ্ল্যাটে তো সবাইকে আমার সমান লাগে। যদি তোদের সঙ্গে বেড়াতে যেতাম তাহলে বুঝতে পারতাম।'

'আমার মনে হয় না বুঝতে পারলেও, তুমি সত্যি কথা বলতে।'

অনীশ বলল, 'কেন?'

রূপসা উত্তর দিল না সে বাবার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে ঘরে ঢুকে গেল। যাওয়ার সময় বলল, 'যাই, মাকে গিয়ে জিগ্যেস্ করি আর কতক্ষণ মেকআপ নেবে।'

আলো ফুটে গেছে। নরম আলো কাচের জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকছে। ঘরটাকে অনীশের অন্যরকম লাগছে। এই আলোয় সে কতদিন পর নিজের ঘরবাড়ি দেখছে। অনীশকে দেখে ধীরা তার জন্য চা বানিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছে পটে। বাথরুমের দিকে যেতে মোবাইলের নম্বর টিপে কানে দিল অনীশ, তারপর চাপা স্বরে বলল,'গুড মর্নিং মুরলী, আপনার হাতের কাছে কাগজ-পেন আছে? কতগুলো জিনিস লিখে নিন...আই শ্যাল অফ্ ফর টু ডেইজ...হ্যাঁ, একটু বাইরে যাচ্ছি...সব অ্যাপয়েনমেন্ট দিনতিনের জন্য পিছিয়ে দেবেন...ঋতব্রতকে একটা ফোন করতে বলবেন...আপনি নোট করুন...।'

BanglaBook.org

রোহন সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'সত্যি! সত্যি স্যার আপনি যাবেন? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না।'

রোহনকে আজ চমৎকার দেখাচ্ছে। গাঢ় নীল জিনসের ওপর সাদা টি-শার্ট পরেছে। হাতে আবার একটা গলফ্ ক্যাপ রেখেছে। নিশ্চয় গাড়িতে উঠে পরবে। পায়ে স্নিকার। সব মিলিয়ে খুব স্মার্ট। মনে হচ্ছে, এখনই মাঠে খেলতে নামবে।

অনীশ ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, 'শ্ শ্, আস্তে রোহন, আস্তে। আই ওয়ান্ট টু গিভ দেম আ বিগ সারপ্রাইজ। মাধবী, রূপসা এখনও আমার প্ল্যান জানে না। ঠিক করেছি, একদম গাড়িতে গিয়ে উঠব।'

রোহন দরজার দিকে তাকিয়ে হেসে নিচু গলায় বলল, 'তাই নাকি! আমাকেই তো বিরাট সারপ্রাইজ দিলেন স্যার।'

অনীশ ভুরু তুলে বলল, 'প্ল্যানটা কীরকম হয়েছে?'

রোহন এবার বসে পড়ে বলল, 'দারুণ স্যার, ফ্যানটাস্টিক। কিন্তু আপনি কি তৈরি?'

অনীশ মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হাফ তৈরি। আরও মিনিট পনেরো-কুড়ি লাগবে অ্যান্ড দ্যাট হ্যাজ টু বি ম্যানেজড্ বাই ইউ। এই সময়টুকু তোমাকে বের করে দিতে হবে। পারবে না?'

রোহন বলল, 'অবশ্যই পারব। দেখুন না কী করি, আপনি গিয়ে নিশ্চিন্তে তৈরি হোন স্যার। উফ্, আমি তো ভাবতেই পারছি না। ইনফ্যাক্ট এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। সত্যি কথা বলতে কী, আপনাকে যাওয়ার কথা বলবার মতো সাহসও আমি পাইনি। ইউ আর সো বিজি স্যার। এত আর্জেন্ট কাজ থাকে আপনার।'

অনীশ একটু হেসে বলল, 'আর্জেন্ট শব্দটা দু-একটা দিনের জন্য ভুলতে চাইছি।'

অনীশ ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে যেতে রোহন ভুরু কুঁচকলো। সত্যি কি সে খুশি হল? মাধবী? কী বা আসে যায়? রূপসা যাচ্ছে, শান্তনু ঢুকেছে। অনীশ চৌধুরি গেলেই বা ক্ষতি কী? শান্তনুর দিকে তাকিয়ে রোহন বলল, 'কেমন লাগছে

BanglaBook.org

ড্রাইভার সাহেব?'

'ড্রাইভার সাহেব' নামটা রূপসার দেওয়া। একটু আগে আলাপ করিয়ে দেওয়ার সময় রোহন বলেছিল, 'হি ইজ শান্তনু, শান্তনু বোস। মাই কলিগ কাম কো-ড্রাইভার। সহ-চালক।'

রূপসা ঠোঁট উল্টে বলল, 'অত কঠিন কথা আমার মনে থাকবে না। ড্রাইভার সাহেব বললে চলবে?'

মাধবী চাপা গলায় বলল, 'ছিঃ রূপসা।'

শান্তনু হেসে হাত তুলে বলল, 'না, না ঠিক আছে। ইটস্ ওকে। আমাকে ড্রাইভার সাহেবই বলবেন।'

রূপসা মায়ের দিকে তাকিয়ে চোখ বড় করে বলল, 'এখন বকছো বকো, কিন্তু ওয়ান কন্ডিশন মা, গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার পর নো বকাবকি। যতক্ষণ না কলকাতায় ফিরছি ততক্ষণ যা খুশি করব, যা খুশি বলব। ইন্‌ক্লিউডিং অল ফাজলামি্স। রাজি?'

রোহন বলল, 'আমি রূপসার দলে।'

শান্তনু বলল, 'আমিও।'

মাধবী রোহনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি আর মেয়েটাকে মাথায় তুলবেন না তো। আর আমি যদি বলি, যা খুশি করব?'

রোহন যেন সামান্য লজ্জা পেল।

'নয়, কেন?'

BanglaBook.org

কোণের সোফাটায় বসে অনীশ অল্প অল্প পা দোলাচ্ছিল আর মিটিমিটি হাসছিল। টেনশন চেপে রাখা হাসি। হাতে সময় অল্প। এর মধ্যে শুধু ড্রেস করতে হবে তাই নয়, ব্যাগে জামাকাপড়, সেভিং সেট, পেস্ট ব্রাশও ঢুকিয়ে ফেলতে হবে। হুইস্কির বোতলটা নিয়ে নিতে হবে। রোহন নিশ্চয় অ্যারেঞ্জ করবে, কিন্তু ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। এতগুলো কাজ করবে হবে বলেই টেনশন। এরা ইতিমধ্যে তাড়াহুড়ো শুরু করে দিয়েছে। ধীরার জন্য অপেক্ষা না করতে হলে এতক্ষণে ওদের বেরিয়ে যাওয়ার কথা। প্রথমে একরকম ঠিক থাকলেও, মাধবী একটু আগে জানাল, অফিসে যাওয়ার পথে অনীশই যেন মেয়েটাকে দিদির ওখানে নামিয়ে দিয়ে যায়। ধীরার গোছগাছ এখনও শেষ হয়নি। ওর জন্য অপেক্ষা করলে দেরি হয়ে যাবে। প্রস্তাব শুনে অনীশ আঁতকে উঠল।

'না, না আমি ওসব পারব না। আমি কখনও বেরবো ঠিক আছে নাকি? তোমরা যাওয়ার পথে নামিয়ে দিয়ে যাও, আমার ঘাড়ে ঝামেলা ফেলো না।'

বিরক্ত হলেও মাধবী রাজি হয়। ধীরাকে দ্রুত গুছিয়ে নিতে বলে চায়ের কাপ হাতে ড্রইংরুমে এসে বসেছে। অনীশ বলল,'তুই বরং একটা কাজ কর রূপসা।

মায়ের বকুনি পিছু ফাইনের ব্যবস্থা কর। তোর মায়ের যা অবস্থা দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে ফেরার সময় বড়লোক হয়ে ফিরবি।'

মাধবী ছাড়া ঘরের সকলেই হেসে ওঠে। এমনকী শান্তনুও। সে প্রথমটায় একটু অস্বস্তিতে ছিল। দুম্ করে কাল রাতে গাড়ি চালানোর প্রস্তাবটা দেওয়ার পর থেকেই তার মনে হচ্ছিল, কাজটা কি ঠিক হল? যাদের সঙ্গে যাবে তাদের কাউকেই তো সে চেনে না। সেই অস্বস্তিটা এই ফ্ল্যাটে ঢোকার পর থেকেই কাটতে শুরু করেছে। বোঝাই যাচ্ছে পরিচিত না অপরিচিত এটা নিয়ে মহিলা দুজন চিন্তিত হয়নি। বরং দল ভারি হচ্ছে, এটাতেই খুশি। রূপসা তো বলেই বসল,'বাঃ মা একজন কম্পানি পেল।'

মাধবী ভুরু তুলে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মানে?'

রূপসা হাত উল্টে বলল,'বাঃ,আমি তো বকবক করে রোহন আঙ্কেলের মাথা ধরিয়ে দেব। তোমার দলে একজন চাই না? যে তোমার মতো চুপটি করে বসে থাকবে?' রূপসা এবার শান্তনুর দিকে ফিরে বলল, 'কী আপনি পারবেন তো?'

রূপসার বলার কায়দায় মাধবী হেসে ফেলল,

'তুমি কিন্তু হাসি-ঠাট্টাগুলো গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার পর শুরু করবে বলেছিলে রূপসা।'

শান্তনু স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করল। মুচকি হেসে বলল, 'আমি পারলেও আপনি কিন্তু পারবেন না। আর যাই হোক, মনে হচ্ছে না আপনি এক মুহূর্তও চুপ করে থেকেছেন কখনও।'

রোহন হেসে উঠল। রূপসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক হয়েছে। বেশ হয়েছে।'

অনীশ বলল, 'দূর, ওইটুকু মেয়েকে আপনি আজ্ঞে করছেন কেন শান্তনুবাবু? স্টিল শি ইজ স্কুল গার্ল।'

রূপসা চোখ পাকিয়ে বলল, 'খবরদার! দিস ইজ নট ফেয়ার বাবা। আমাকে যদি ছোট ছোট বলা হয় তাহলে আমি কিন্তু যাওয়া ক্যানসেল করব।'

অনীশ বলল, 'তাই কর, বাপ্ বেটিতে থেকে যাই।'

মাধবী স্বামীর দিকে তাকাল। অনীশ বুঝল, কথাটায় গোলমাল আছে। তাড়াতাড়ি বিষয় ঘুরিয়ে বলল, 'রোহন, কাজকর্ম সব ঠিকঠাক চলছে তো?'

'হ্যাঁ, স্যার চেষ্টা তো করছি।'

অনীশ বলল,'গুড। তুমি ঠিকই বলতে, মার্কেট ব্যাপারটা কয়েক বছরে খুব ফ্লারিস করে গেছে। রেভুলিউশনারি বলতে পারো।'

শান্তনুও টি-শার্ট পরেছে। কালো রঙের। সে যে ভেবেচিন্তে সাজপোশাক করেছে, এমন নয়। বস একটা সমস্যায় পড়েছে সেই জন্য আসা। এসে যে এরকম

BanglaBook.org

একটা দলের মধ্যে পড়বে তার ধারণা ছিল না। কোথায় যাচ্ছে, কাদের সঙ্গে যাচ্ছে কোনওটাই জানা ছিল না তার। জেনেছে একটু আগে, এখানে আসার সময়।

গাড়িতেই বস বলল, 'থ্যাঙ্কু শান্তনু , তুমি আমার টেনশন রিলিজ করে দিলে। আসলে দু'জন মহিলাকে নিয়ে একা এতটা ড্রাইভ করতে হবে ভেবে একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম।'

'দুজন মহিলা!'

নতুন গাড়ির গিয়ার কোনও কোনও সময় একটু হার্ড হয়। এই গাড়ির নয়। বরং অতিরিক্ত একটা স্বচ্ছন্দ ব্যাপার আছে। শান্তনু গিয়ার বদলে আবার বলল, 'দুজন মহিলা!'

'হ্যাঁ দুজন, দুজনকেই অবশ্য মহিলা বলা উচিত না। একজন এখনও কলেজে পড়ছে। যদিও বোথ অব দেম স্মার্ট এনাফ। মা, মেয়ে দুজনেই। মিসেস চৌধুরি, মাধবী চৌধুরি, আমার পুরোনো বসের স্ত্রী। তার মেয়ে রূপসা। চমৎকার মেয়ে। ছটফটে। প্লেজান্ট পারসোনালিটি। মিসের চৌধুরিও ভালো। খুব ডিগনিফায়েড। ভারি সুন্দর গানের গলা। তবে গাইতে রাজি হন না কিছুতেই। দেখো তোমার ভালই লাগবে। সব মিলিয়ে দুটো দিন তো।'

শান্তনু একটু নার্ভাস বোধ করে। এই রে, একেবারে দুজন!

রোহন যেন তার মনের কথা ধরতে পারল। আড়চোখে তাকিয়ে হেসে বলল, 'কী হে ঘাবড়ে গেলে নাকি ইয়ং ম্যান? কোনও চিন্তা নেই। আমি তো ওদের চিনি। চাকরি ছেড়ে নিজে বিজনেস শুরু করেছি, কিন্তু ওই ফ্যামিলির সঙ্গে যোগযোগ রয়ে গেছে আমার। খানিকটা ক্লোজই বলতে পারো। বাঙালি হয়েও বাইরে বড় হয়েছি, কলকাতায় আত্মীয়-স্বজন তেমন কেউ নেই। এদের সঙ্গেই যা ঘনিষ্ঠতা। নতুন গাড়িটা নেওয়ার পর থেকেই রূপসা চেপে ধরেছে, লং ড্রাইভে নিয়ে যেতে হবে। অনেক হিসেব টিসেব করে সময় বের করেছি।' একটু চুপ করল রোহন। বলল, 'এবার লেফট টার্ন। তবে একেবারে শুধু বেড়ানো নয়, একটা কাজও সেরে নেব। তোমাকে সঙ্গে পেয়ে সুবিধেই হল শান্তনু। তুমিও জায়গাটা দেখে আসতে পারবে।'

শান্তনু বলল, 'জায়গা!'

রোহনের নির্দেশমতো গাড়ি পার্ক করতে করতে শান্তনু আবার বলল, 'কোন জায়গা স্যার?'

রোহন মাথা নেড়ে হেসে বলল 'এখন বলব না, একেবারে গিয়ে দেখবে। তোমাকে বলেছিলাম না শান্তনু ভাবছি একটা রিসর্ট বা হোটেল ধরনের কিছু করব? একটা চমৎকার জায়গার খোঁজ পেয়েছি। বলেছিলাম?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ স্যার মনে পড়েছে।'

রোহন শান্তনু'র পিঠে হাত দিয়ে বলল, 'সেখানেই যাব।'

শান্তনুর এবার বাকিটাও মনে পড়ে গেল। রোহন মিত্র বলেছিল 'বিশেষ কেউ' পছন্দ করলে তবেই জায়গাটা নেওয়া হবে। সেই 'বিশেষ কেউ'টা কে? মা না মেয়ে? ইন্টারেস্টিং তো। মালিকের গোলমেলে প্রেমের সাক্ষী হওয়া খুবই ইন্টারেস্টিং।

শান্তনুর মনে হল এরকম হবে জানলে আর একটু তৈরি হয়ে আসা যেত। হাতের কাছে যা পেয়েছে ছোট্ট ব্যাগটায় ঢুকিয়েছে। সেগুলো শেষ পর্যন্ত বের করা যাবে তো? পায়জামাটা কাচা কিন্তু আয়রন নেই। কে জানে হয়তো এই প্যান্ট পরেই পরই দুদিন কাটিয়ে দিতে হল। আফটার সেভ লোশন, শ্যাম্পু যে আনা হয়নি এবিষয়ে সে নিশ্চিত। যেখানে যাচ্ছে, সেখানে লোশন, শ্যাম্পু পাওয়া যায় কি?

মাধবী বলল, 'এখন কাজকর্মের কথা বাদ দিলে ভাল হয় না? রূপসা তোমার যদি ভেতরে কোনও কাজ থাকে ঘুরে এসো। ধীরার হয়ে গেলেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। ব্যাগটা ঘর থেকে নিয়ে আসবে। আর কিছু থাকলে ফেলে যেও না কিন্তু, গাড়ি ঘুরিয়ে কিন্তু আর ফেরা হবে না। কোথাও বেরোনো মানেই তো তোমার এটা ওটা ফেলে যাওয়া। অলরেডি লেট।'

রূপসা সোফা ছেড়ে উঠে বলল, 'লেট না আরও তুমি জানছ কী করে মা? আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটাই জানো না।' কথা শেষ করে ভুরু কুঁচকে মায়ের দিকে তাকাল রূপসা। যে তাকানোর একটা মানে হল 'নাকি জানো?'

রোহন হেসে বলল, 'সরি রূপসা, শুধু তোমার মা কেন? স্বয়ং আমার সহ চালকও এখন পর্যন্ত জানেন না। উনি গাড়ি চালাবেন, কিন্তু কোথায় যাবেন জানবেন না। বলেছি, পথে নেমে রুট বলব। নাও বলতে পারি। একেবারে পৌঁছোনোর পর বললাম, এই তো এসে গেছি।'

রোহন নিজেই হেসে উঠল। শান্তনুর মনে হল, বসকে যেন একটু বেশি খুশি খুশি। রূপসা গলা নামিয়ে বলল, 'মনে থাকে যেন রোহন আঙ্কেল। আমি যখন জানিনি, আর কেউ যেন না জানে।'

কথাটা যে তার মায়ের জন্য বলা এটা বুঝিয়ে দিতে চাইল রূপসা। মাধবী কি বুঝল? তবে রোহন হাত তুলে বলল, 'জো আজ্ঞা ম্যাডাম। আপনারা চট করে ভেতর থেকে ঘুরে আসুন, এবার কিন্তু সত্যি লেট হয়ে যাবে। নেক্সট চা-টা খাওয়া হবে ধাবায়।'

মা-মেয়ে দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই অনীশ লাফ দিয়ে উঠল এবং রোহনকে ফিসফিস করে পরিকল্পনা জানায়। সেও যাচ্ছে। অনীশ বেরিয়ে যেতে

BanglaBook.org

রোহন শান্তনুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেমন বুঝছেন ড্রাইভার সাহেব?'

শান্তনু হেসে বলল, 'সবটা বুঝতে পারছি না স্যার, তবে যেটুকু বুঝছি সেটুকু খুবই এক্সাইটিং মনে হচ্ছে। অনেকটা ফিকশনের মতো। আমার ধারণা ট্যুরটা জমবে। আই মাস্ট গিভ থ্যাঙ্কস্ টু ইওর ড্রাইভার স্যার। সে কামাই না করলে আমি চান্সটা পেতাম না। তবে আসল পরিচয় না দিয়ে আমাকে যদি শুধু ড্রাইভার বলেই নিয়ে যেতেন তাহলে মনে হচ্ছে আরও জমত।'

রোহন গলা খুলে হেসে বলল, 'তাহলে আর ফিকশন থাকত না, একেবারে মুভি হয়ে যেত। হলিউডি সিনেমা। শান্তনু তুমি আর এখানে বসে থেকো না। গাড়িটা নিয়ে মিনিট পনেরো চক্কর মেরে এসো দেখি। না হলে খানিকটা দূরে গিয়ে কোনও গলি-টলিতে ঢুকে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো। মিসেস চৌধুরি জিগ্যেস করলে বলব, টায়ারের হাওয়া চেক করাতে গেছে। স্যারকে তৈরি হবে সময় দিতে হবে তো।'

শান্তনু চাবি হাতে উঠে দাঁড়াল। সত্যি সত্যি তার মজা লাগতে শুরু করেছে। আচ্ছা, অনীশ চৌধুরি হঠাৎ যাব বলায় বস কি খুশি হল? অনীশবাবুই বা যাব বললেন কেন? নিছক মজা?

বেডরুম লাগেয়া টয়লেট থেকে বেরিয়ে মাধবী দেখল, খাটের ওপর অনীশের ছোট সুটকেসটা খোলা। অনীশ ঝুঁকে পড়ে তাতে জামা-কাপড় ঢোকাচ্ছে ।

মাধবী অবাক হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার তুমি! তুমি কোথায় যাচ্ছো?'

অনীশ মুখ না তুলে বলল, 'কাজে।'

তোয়ালেটা হাতে নিয়ে থমকে দাঁড়াল মাধবী। চোখ কুঁচকে বলল, 'কাজে মানে?'

অনীশ একটা হলুদ লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি তুলে বলল, 'এটা চলবে মাধবী? বিকেলের দিকে ধরো পরলাম।'

মাধবী উত্তর না দিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ অনীশ?'

অনীশ হেসে বলল, 'কেন অসুবিধে আছে? গাড়ি তো শুনলাম পেল্লায়। আমার একটা জায়গা হবে না?'

মাধবী হাত দিয়ে কপালে পড়া চুল সরিয়ে বলল, 'হঠাৎ! হঠাৎ মত পরিবর্তন!'

'মোটেই হঠাৎ নয়। আমি দুদিন আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম। তোমাদের সারপ্রাইজ দেব বলে জানায়নি।'

মাধবী ঠোঁটের কোণে হাসল।

'বাজে কথা। আমাকে মিথ্যে বলে লাভ নেই। তুমি কি আমাকেও রূপসার মতো ইম্যাচিওর ভাবো?'

BanglaBook.org

অনীশ সোজা হয়ে দাঁড়াল। হাত উল্টে বলল, 'যা, বাবা, কাল রাতে যাব না শুনে রাগারাগি করলে, আজ যাচ্ছি বলায় রেগে যাচ্ছ!'

'নাটক কোরো না অনীশ। আমি জানি তুমি হঠাৎ ডিসিশন নিয়েছ।'

জামা-কাপড়ের তলায় হুইস্কির বোতলটা সযত্নে রাখতে রাখতে অনীশ বলল,'নিলেই বা অসুবিধে কী? যেতে টিকিট তো লাগছে না যে সিদ্ধান্ত দশদিন আগে নিতে হবে।

অনীশ এগিয়ে এসে মাধবীর পাশে দাঁড়াল।

'আমি কত জরুরি কাজ রেখে যাচ্ছি জানো মাধবী? ওনলি ফর ইউ। তোমাদের জন্য। অনেকদিন স্ত্রী-মেয়ের সঙ্গে কোথাও যাইনি। আবার কতদিন পরে যাওয়া হবে জানি না।' সামান্য হাসল অনীশ। হাত বাড়িয়ে বলল, 'লেট আস কাম, এসো আমরা একটা চুক্তিতে আসি, রূপসার মতো। এই দুটো দিন আমরা কোনও রকম ঝগড়াঝাঁটি, রাগারাগি করব না। আনন্দে থাকব। সারাজীবনই তো আমরা তো কতরকম চুক্তিতে চলি, জেনে না জেনে। চলি না? এটা তো সামান্য। হয় না?'

মাধবী ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দ্রুত হাতে চিরুনি তুলে চুল ঠিক করতে করতে চাপা গলায় বলল, 'লেকচার দিও না। খারাপ মানুষদের এটা এটা একটা চাল। দর্শন আওড়ে নিজের ব্ল্যাক স্পট ঢাকার চেষ্টা করে, যেন বিরাট কিছু। তুমি কোনও কাজ না ভেবে করো না। যাওয়ার ব্যাপারটার পিছনেও কোনও ফন্দি আছে। রূপসা জানে?'

অনীশ একটু হতাশ হল। তার আবছা ধারণা হয়েছিল, সে যাচ্ছি শুনলে মাধবী খুব অল্প হলেও খুশি হবে।

'না, রূপসা জানে না। তুমিও জানতে না। ঠিক করেছিলাম, একেবারে গাড়িতে উঠে চমকে দেব।'

মাধবী হাতের ব্যাগটা তুলে নিল। বলল, 'নাটক করে নিজের পাপ, অন্যায়, ইরেসপনসিবিলিটিগুলো আড়াল করতে চাইছ? দেখো যদি করতে পার। মনে হয় না পারবে।'

অনীশ আবার স্যুটকেস গোছানোয় ফিরে গেল। বোঝাই যাচ্ছে, মাধবীকে ঠাণ্ডা করা যাবেন। না যাক। কী করা যাবে? সে নিজে ঠাণ্ডা থাকবে। হাজার প্ররোচনাতেও এই দুটোদিন ঝগড়ার মধ্যে ঢুকবে না। একবার যখন কাজকর্ম বাদ দিয়ে বেরোবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখন রিল্যাক্সই করবে। সেরকম হলে মাধবীকে এড়িয়ে যাবে।

মাধবী ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই রূপসা দরজায় সামনে এসে দাঁড়াল। অনীশ প্রায় তৈরি। শার্টের বোতাম লাগাচ্ছে। বেগুনি রঙের ফুল স্লিভস্ শার্ট। জামা-কাপড় নিয়ে ভাবাভাবির মধ্যে কখনই খুব একটা থাকে না

BanglaBook.org

অনীশ। তবে আজ একটু ভাবল।প্রথমে ভেবেছিল টি-শার্ট পরবে। রোহন আর শান্তনু দুজনেই টি-শার্ট পরেছে। চেরি কালারের টি শার্টটা ওয়ার্ডরোব থেকে টেনে নিয়েও আবার ঢুকিয়ে রাখল অনীশ। না, থাক। ইউনিফর্মের মতো লাগবে। মনে হবে টিম বেরিয়েছে। পায়ের আওয়াজ পেয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে অনীশ রূপসাকে দেখতে পেল। মেয়েটা পোশাক বদলেছে! শালোয়ার ছেড়ে ক্রিম রঙের ক্যাপরি পরে নিয়েছে। সঙ্গে লাল শ্লিভলেস টপ।

রোহনহেসে বলল,'কী ব্যাপার, তুই কি ঘন্টায় ঘন্টায় ড্রেস বদলাবি?'

'বাবা, তোমার সঙ্গে আড়ি।'

'হোয়াই? আড়ি কীসের? আমার অপরাধ?'

প্যান্টের বেল্ট লাগিয়ে অনীশ ঘুরে দাঁড়াল মেয়ের দিকে। রূপসা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'বাঃ, আড়ি নয়? তুমি যে যাবে এ কথাটা শুধু মা জানল কী করে?'

'মা জানত না রূপসা। শুধু আমি জানতাম।'

'ইস্, মা যে এক্ষুনি বলল, তোর বাবা রেডি হচ্ছে, সেও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে।'

অনীশ বলল, 'সে তো হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলাম। যাক, কেমন সারপ্রাইজটা হল বল? তোর রোহন আঙ্কেলের চোখে উইল বি ছানাবড়া মাই গার্ল।'

কথাটা বলে হাসল অনীশ। রূপসা তবু রাগের ভান করে বলল,'তা হোক, আমাকে আগেই জানানো উচিত ছিল তোমার। মা কি তোমাকে যাওয়ার রিকোয়েস্ট করল?'

অনীশ সুটকেসের চেন আটকে মেয়ের মুখোমুখি দাঁড়াল। বলল, 'খেপেছিস? তোর মা বলবে? আরে বাবা, তোর জন্যই যাওয়ার ডিশিসন নিলাম। ওই যে কী সব নামের ব্যাপার আছে বলছিলি না? যাক, এবার আর তোর চিন্তা রইল না। আমাকে যত খুশি জিগ্যেস করে নিতে পারবি। খুশি তো?'

রূপসা এগিয়ে এসে বাবার হাত ধরল। হেসে বলল, 'খুশি, খুব খুশি বাবা। এখন বলোতো আমাকে কেমন লাগছে?'

'আগেরবার লাগছিল রানির মতো, এখন মনে হচ্ছে মহারানি। আর এদিকে শোন, কানে কানে একটা কথা বলি।' সত্যি সত্যি অনীশ মেয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'তোকে এখন তোর মায়ের থেকেও অনেক অনেক ভাল লাগছে। শ্রীমতী মাধবী চৌধুরী আজ তার মেয়ের কাছে একেবারে বোল্ড আউট। আমার কি মনে হয় জানিস রূপসা, তোর মায়ের যে এখন মেজাজটা খারাপ দেখছিস না, তার কারণ এটাই।'

BanglaBook.org

'এইগেন ইউ আর জোকিং। তাড়াতাড়ি করো বাবা। আমি ততক্ষণ রোহন আঙ্কেলকে গিয়ে তোমার যাওয়ার সারপ্রাইজটা দিই। ড্রাইভার সাহেব শুনলাম, টায়ারের হাওয়া ভরতে গেছেন। উনি এখন হাওয়া ভরা ম্যানেজার।'

অনীশ বলল, 'যা ওরকম বলে না। রোহনের মুখে শুনলি তো ছেলেটা ভালো। সানগ্লাসটা কোথায় রাখলাম?'

'ওসব ভালো মন্দ জানি না, লোকটা ভোঁদাই। ভাবছি ড্রাইভার সাহেবের বদলে ওকে আমি ভোঁদাইবাবু বলে ডাকব?' রূপসা হাসল।

রোহন বলল, 'মানে!'

'সে তুমি বুঝবে না।'

তাকের কোনায় অনীশ সানগ্লাসটা খুঁজে পেয়েছে। পকেটে রেখে বলল,'আমার বুঝে দরকার নেই। তুই যাওয়ার আগেই যেভাবে ড্রেস পালটাছিস, আমার তো মনে হচ্ছে, আসল জায়গায় পৌঁছে ঘন্টায় ঘন্টায় এই কাণ্ড করবি।'

রূপসা মুখ ফিরিয়ে বলল, 'হতে পারে। জানো বাবা, আমার কেমন মনে হচ্ছে, দ্য স্পট ইজ নট ড্রাই, শুকনো নয়। নদী-টদী কিছু একটা আছে। সেই কারণে কালারটা চেঞ্জ করে নিলাম। এটা কিন্তু দারুণ একটা মজার ব্যাপার হয়েছে, তাই না?'

অনীশ দুটো হাত দিয়ে চুল ঠিক করতে করতে বলল, 'নিশ্চয়, উই আর গোয়িং বাট উই ডোন্ট নো হোয়ার উই আর গোয়িং। যাচ্ছি, কিন্তু কোথায় যাচ্ছি জানি না। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস রূপসা, জানার জন্য যে আমাদের খুব একটা ইচ্ছে হচ্ছে, এমনটাও নয়। বরং উলটোটাই। তোর রোহন আঙ্কেল জায়গার নাম চেপে দিয়ে ট্যুরটায় যেন একটা আলাদা ডায়মেনশন এনে দিয়েছে। এই যে তুই পোশাকের কালার দিনরাত ভাবছিস, সেটা কি আর সত্যি? আসলে ইউ আর এনজয়িং। জায়গাটা কোথায় যদি জানা থাকত তাহলে তো তোর এই বাড়তি ছোট্ট মজাটা থাকত না। এই যে ঘন ঘন ড্রেস চেঞ্জের আনন্দ এটা কি তখন পেতিস?'

বাবার বাকি কথাগুলো ঠিক হলেও পোশাকের কথাটা পুরো ঠিক নয়। রূপসার পোশাক পালটানোর কারণ অন্য। খানিক আগে ড্রইংরুমে চা খাওয়ার সময় সে খেয়াল করল রোহন আঙ্কেল বার বার মায়ের দিকে তাকাচ্ছে। শুধু রোহন আঙ্কেল নয়, ওই ভোঁদাইটাও আড়চোখে তাকাচ্ছিল। তাকানোর সময় একবার রূসপার চোখে চোখও পড়ে যায়। লজ্জায় মুখ সরিয়ে নিল। আসলে অতখানি কাঁধ, গলা, হাত দেখানো স্লিভলেস ব্লাউজ পরলে মাকে যে আকর্ষণীয় লাগে, সেটা তার জানাই ছিল, কিন্তু এতটা জানা ছিল? মা-ই বা এটা পরল কেন? উইক অ্যান্ড ট্যুর কি সন্ধেবেলার পার্টি? শুধু স্লিভলেস নয়, জামার বুকটাও ডিপকাট্। শাড়ির

BanglaBook.org

আঁচল এদিক ওদিক হলে ক্লিভেজও দেখা যাবে। জিনিসটা আগে খেয়াল করেনি সে। রোহন আঙ্কেলের তাকানো দেখে বুঝতে পারল। মা কি এই কারণেই পড়েছে? যাতে তাকায়?

এরপরই রূপসা পোশাক পালটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার এই স্লিভলেস টপটা শুধু হাত আর কাঁধ দেখানো নয়, একটু নিচু হলেই পিঠ আর পেটের অনেকটা খুলে যায়। মায়ের অমন সুন্দর বুকের রেখাকে এরা হারাতে না পারলেও একটা থ্রেটে তো রাখতে পারবে।

গাড়ি শান্তনু বা রোহন কেউই চালাচ্ছে না। চালাচ্ছে অনীশ।

স্টার্ট দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে অনীশ বলল, 'এক মিনিট রোহন। কলকাতার পথটুকু আমি পার করে দিলে কেমন হয়? গাড়িটা বাইরে থেকে দেখে তো চমকে গেছি, এবার ভেতর থেকে দেখি।'

রোহন চাবি ঘোরাতে গিয়েও থমকে গেল। বলল, 'অবশ্যই স্যার। ইটস্ মাই প্লেজার।'

গাড়ি সত্যি ঘাবড়ে দেওয়ার মতো। সকালের রোদ পড়ে ইস্পাত রঙ ঝক্‌ঝক্ করছে। জানলার গাঢ় বাদামি কাচে সেই ঝক্‌ঝকানিতে যেন ধার লেগেছে। কাচ না নামালে বাইরে থেকে ভেতর দেখার উপায় নেই। তবে দরজা না খুলেই বোঝা যাচ্ছিল, ভেতরটাও যথেষ্ট আরামের হবে। দরজা খুলতে দেখা গেল, ঘটনা তাই। ড্রাইভার আর চালকের আসন বাদ দিলে বাকিদের দুটো সারিতে বসার ব্যবস্থা। হালকা ছাই রঙের গদিমোড়া সিটে ছ'জন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতে পারবে অনায়াসে। প্রত্যেকের সিটের সামনে টিভি পর্দা, পাশে বাজনা শোনার ব্যবস্থা।

গাড়ি দেখে অনীশ অবাকই হয়। মাত্র এই কদিনের ব্যবসায় রোহন এরকম একটা গাড়ি করে ফেলল! এই ছেলে আরও অনেকদূর যাবে।

'এ তো একটা আস্ত প্লেন কিনে ফেলেছ রোহন! হিংসে হচ্ছে।'

মাধবী রোহনের দিকে আড়চোখে তাকাল। রোহন গর্বিত মুখে বলল,'কী যে বলেন স্যার। একবারই তো কিনলাম। অনেকদিন ছোট গাড়ি চালিয়েছি।

BanglaBook.org

কোম্পানিকে বলে ভেতরটা একটু অদল বদল করে নিয়েছি।'

অনীক বলল, 'শুধু বসে কেন, সেরকম হলে শুয়েও পড়া যাবে।'

'তা যাবে স্যার। হ্যান্ডেলগুলো ফোল্ড করলে পিছনের দুটো সিটে শুয়ে পড়া যাবে। আজকাল বড় গাড়িগুলো এরকমই হচ্ছে। জায়গা বেশি রাখছে। এখন তো সবকিছুতে স্পেসই সেলিং পয়েন্ট। সবাই জায়গা দেখিয়ে বিক্রি করছে। সে ফ্ল্যাটই বলুন, প্লেনের সিটই বলুন। গাড়িও তাই। কে বেশি স্পেস দিতে পারে তার কম্পিটিটশন। আমিও ভেবেছিলাম নতুন গাড়ি কিনলে আর কিছু না দেখি, ভেতরের জায়গাটা যাতে বেশি হয় সেটা দেখব। ডিলারকে সেকরম বলেও রেখেছিলাম। আসুন, স্যার। এই যে চাবি।'

অনীশ গাড়ি চালাতে উঠে আসায় বসার ব্যাপারে একটা সমস্যা হল। রূপসা প্রথমেই চালকের পাশের সিটটা বেছে নিয়েছিল । রোহনের কারণেই নিয়েছিল। সে জানত অন্তত প্রথম খানিকক্ষণ রোহন আঙ্কেল স্টিয়ারিঙে বসবে। গাড়িতে ওঠবার সময়েই সে বলল, 'আমি কিন্তু সামনে বসব।'

অনীশ বলল ,'বাঃ, বেস্ট জায়গাটা কেড়ে নিলি?'

রূপসা একটু থমকে গেল। 'কেড়ে নিলি' বলতে বাবা কী বলতে চাইছে? আড়চোখে মায়ের দিকে তাকাল রূপসা। মা দুম্ করে গম্ভীর হয়ে গেছে। নিশ্চয় বাবা যাচ্ছে বলে।

'কেড়ে নিইনি, আদায় করেছি। এই ট্যুরের প্ল্যান আমার, সো আই অ্যাম দ্য ভিআইপি। আমার প্রেফারেন্স সবার আগে। তাই না রোহন আঙ্কেল?'

রোহন শান্তনুর সঙ্গে ব্যাগগুলো গাড়ির ভেতর গুছিয়ে রাখছিল। ইচ্ছে করলে গাড়ির মাথাতেও তুলে দেওয়া যেত, কিন্তু ব্যাগের সংখ্যা অত নয়। মাথা পিছু একটা। শুধু জল, আর পথের জন্য খাবারে আলাদা দুটো লাগেজ হয়েছে। সেগুলোও হালকা।

রোহন হেসে বলল, 'অবশ্যই, রূপসা না জোরাজুরি করলে ট্যুরটাই তো হত না। সুতরাং ইউ ক্যান সিট এনি হোয়ার ইউ লাইক।'

শান্তনু বলল, 'আর আমার কথাটা বলুন স্যার। ড্রাইভার না পেলে গাড়ি চালাত কে?'

কথাটা বলে শান্তনু হাসল। সে সহজ হওয়ার চেষ্টা করছে।

অনীশ বলল, 'এনি হোয়ার বোলো না রোহন, আজকাল ছেলেমেয়েরা গাড়ির মাথাতেও উঠে বসতে পারে।'

রূপসা চোখ পাকিয়ে বলল, 'বাবা, আবার শুরু করলে?'

অনীশ হাত জোড় করে বলল 'আচ্ছা বাবা, মাপ চাইছি। আপনি সুন্দরী, সুন্দর গাড়ির সামনে আপনাকেই মানাবে। যান গিয়ে বসে পড়ুন।'

BanglaBook.org

অনীশের বলার ঢঙে মাধবী ছাড়া সবাই হেসে উঠল। এমনকী পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা ধীরাও।

মাধবী কঠিন চোখে তার স্বামীর দিকে তাকাল। সেই তাকানোই বলে দিল, কোনও ধরনের রসিকতা সে পছন্দ করছে না। চাপা গলায় বলল, 'ধীরাকে আগে নামিয়ে দিলে হত না?'

রূপসা দেরি না করে সামনের দরজা খুলে বসে পড়ল। মাঝের সারিতে ব্যাগ তোলার পর দেখা গেল, যেটুকু জায়গা পড়ে আছে তাতে দুজনকে ধরবে। শান্তনু আর ধীরা বসে গেল দু'পাশে। মাধবী, অনীশের জায়গা হল একেবারে পিছনে। বসার কয়েক মিনিটের মধ্যেই অনীশ হুট করে গাড়ি চালানোর প্রস্তাবটা দিয়ে বসল। সে নেমে গেলে রোহনকে চলে আসত হল পিছনে, মাধবীর পাশে। গলফ্ রোডে মাধবীর দিদির বাড়িতে ধীরা নেমে যাওয়ার পর, রোহন মাধবীকে বলল, 'আমরা একধাপ এগিয়ে যাই মিসেস চৌধুরি, জিনিসগুলো পিছনে নিয়ে আসি।'

শান্তনু বলল, 'সেটাই ভালো, আপনারা এগিয়ে আসুন। আমি বরং পিছনে যাই।'

মাধবী শান্ত গলায় বলল, 'এ কেমন কথা, উনি পিছনে আসবেন কেন? রোহনবাবু, আপনার অসুবিধে হলে সামনে যেতে পারেন, আমি এখানেই থাকব। আই অ্যাম কোয়াইট কমফর্ট হিয়ার।'

কথাটা ঠিক। গাড়ি বড় হওয়ার কারণে পিছনটা যেন একটু আলাদা। ইচ্ছে করলে নিজের মতো একা থাকা যায়। মাধবীর পছন্দ হয়েছে। রোহন নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত দু'পাশে ছড়িয়ে বলল, 'তাহলে আর আমি যাই কী করে? গেস্ট এখানে পড়ে থাকবে, পিছনে আর হোস্ট চলে যাব সামনে তা তো হতে পারে না।'

রূপসার ভুরু কুঁচকে গেল। এর মানে মা রোহন আঙ্কেলকে নিয়ে চোখের আড়ালে রইল। এটা কি মা ইচ্ছে করে করল? হতে পারে, আশ্চর্য কিছু না। মা ভালো করেই জানত সে না এগোলে রোহন আঙ্কেল একা সামনে এগিয়ে আসতে পারবে না, তাকে পিছনেই থাকতে হবে। বাবা-ই বা হঠাৎ গাড়ি চালানোর জন্য খেপে উঠল কেন? নিশ্চয় মাকে অ্যাভয়েড করতে চাইছে।

শান্তনু রোহনকে বলল, 'ঠিক আছে স্যার। একটু পরে তো আমি ড্রাইভ করব। তখন সিট চেঞ্জ হবে।'

রোহন সিটে হেলান দিয়ে মাধবীর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'এটা কিন্তু একটা মজা হয়েছে। কাল রাতে একজন ড্রাইভারের খোঁজে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, এখন একের বদলে তিনজন।'

BanglaBook.org

অনীশ গাড়ি ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড় করিয়ে বলল, 'রথের তিন সারথি। রূপসা আর তার মা আজ তিন চালকের পাল্লায় পড়ে জেরবার অবস্থা।'

কথাটা বলে অনীশ জোরে হাসল। হাসতে হাসতেই বলল, 'রোহনবাবু এবার কোনদিকে?'

রূপসা মুখ ঘুরিয়ে মাঝের সিট টপকে রোহনের দিকে তাকাল। সিটগুলো অতিরিক্ত আরামের। পিঠটা অনেকখানি উঁচু। ঘাড় পর্যন্ত বিশ্রামে রাখা যায়। ফলে পিছনে তাকাতে অসুবিধে আছে। তবু রূপসা ঘুরে গিয়ে তাকাল। সে ইতিমধ্যে ব্যাগ থেকে সানগ্লাস বের করে চোখে দিয়েছে। যদিও সানগ্লাস পরার মতো রোদ এখনও ওঠেনি। যেটুকু উঠেছে তাতে ঝাঁঝ নেই। তাছাড়া গাড়ির কাচে সানগার্ড আছে। তবু রূপসা সানগ্লাসটা পরেছে। কারণ সে ঠিক করেছে, গোটা পথ সে নানা ধরনের ছলছুতোয় পিছন ফিরে কথা বলবে এবং মায়ের ওপর নজরদারি চালাবে। শুধু মা কেন, রোহন আঙ্কেলকেও দেখতে হবে। এই নজর রাখতে গেলে, সানগ্লাসে চোখ ঢেকে রাখা সবথেকে নিরাপদ। তবে এখন আগ্রহ নিয়ে রোহনের দিকে তাকিয়ে আছে অন্য কারণে। সে পথের ডিরেকশন শুনতে চায়। ডিরেকশন থেকে কোথায় যাওয়া হচ্ছে যদি কিছুটা আঁচ করা যায়।

রোহন জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, 'সেকেণ্ড হুগলি ব্রিজ ধরুন স্যার।'

রূপসা চট্ করে বলল, 'সেকেণ্ড হুগলি ব্রিজ মানে দীঘা?'

রোহন হেসে, 'বাঃ হুগলি ব্রিজ মানেই দীঘা হবে কেন? মুম্বাই রোড ধরে আরও অনেক জায়গায় যাওয়া যায়। খড়গপুর দিয়ে ঢুকে মেদিনীপুরের জঙ্গল পেতে কতক্ষণ? পাহাড় চাইলেও নো প্রবলেম। সন্ধের মুখে অযোধ্যা পাহাড়ের তলায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেব। পাহাড় থেকে ভালুক নেমে এসে বলবে, ম্যাডাম কী খাবেন? পকৌড়া বলি?'

রোহনের কথা বলার ভঙ্গিতে সকলে হেসে উঠল। এমনকি মাধবীর ঠোঁটেও হালকা হাসি।

রূপসা বলল, 'উফ্, রোহন আঙ্কেল।'

অনীশ বলল, 'তুমি কিন্তু আমার মেয়েটাকে বিচ্ছিরি একটা টেনশনে ফেলে রেখেছ রোহন। বেচারি গাড়িতে উঠেও জানতে পারছে না কোথায় যাচ্ছে। এটা কি ঠিক হচ্ছে?'

রূপসা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'বাবা, শেষ পর্যন্ত তুমিও ওই দলে চলে গেলে?'

অনীশ হেসে বলল, 'ওমা, কোথায় গেলাম! আমি তো তোর সঙ্গে।'

গিয়ার বদলে অনীশ গাড়ির গতি বাড়িয়ে নিল। না, শুধু দেখতে নয়, রোহনের

BanglaBook.org

নতুন গাড়ি চালিয়েও আরাম। কতদিন যে ফুর্‌ফুরে মনে গাড়ি চালানোও হয় না। আজ তার মন কি ফুর্‌ফুরে? সাধারণভাবে দেখলে, হওয়ার কারণ নেই। কাল থেকে আজ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে তাতে মন ভালো থাকার মতো কিছু ঘটেনি। অফিসে, ঘরে দু জায়গাতেই নানা ধরনের ঝামেলা। এত ঝামেলার মধ্যেও যে সে বেরিয়ে পড়তে পেরেছে এটাই অনেক। কেন পারল? কাল রাতের মাধবীর কান্না? মাধবীর কান্না তো নতুন কিছু নয়। তাহলে?

রূপসা বাবাকে সঙ্গে পেয়ে খুশি। বকবকানি থামাচ্ছে না। মাধবীও কি খুশি নয়? মনে হয় না। বরং উলটোটাই। শেষ রাতে উঠে মেয়ের সঙ্গে যেরকম হাসাহাসি শুরু করেছিল, এখন তো তার কোনও লক্ষণই নেই। মাধবী তাকে কী জরুরি কথা বলবে? নিশ্চয় বাঁধনের বিষয়। ফিরে গিয়েই বাঁধনকে জানাতে হবে চর তার ফ্ল্যাটেই আছে। অবশ্য ওই বা কী করবে? থাকুক, যত খুশি থাকুক। আর লুকোনোরই বা কী আছে? মাধবী সবই তো জেনে গেছে। বাঁধনকে চিন্তায় ফেলে লাভ নেই।

অনীশ রূপসার দিকে একবার তাকিয়ে ফের সামনে ফিরে বলল, 'টেনশন কি শুধু তোর একার হচ্ছে মা? টেনশন আমারও তো হচ্ছে। যাচ্ছি, কিন্তু কোথায় যাচ্ছি জানি না। বাপ্‌রে, একেবারে মূল প্রশ্ন। যুগ-যুগান্ত ধরে মুনি ঋষি, দার্শনিকরা তো এই প্রশ্নের পিছনেই দৌড়েছে। রোহন এটা কিন্তু দারুণ একটা ব্যাপার করেছ। জায়গা গোপনের খেলাটা তোমার মাথায় কীভাবে এলও? এটা কি তোমার খেলনা? কান্না খেলনার মতো টেনশন টপ্পেজ?'

অনীশের গলায় একটা অতিরিক্ত হালকা ভাব। পিছনে বসেও মাধবীর কানে লাগল। সে জানে এটা বানানো। তার সামনে অনীশ যা করে সেটা বানিয়েই করে। যাদের মনে অপরাধবোধ থাকে, তাদের বানানো আচরণই করতে হবে। বিশেষ করে বাইরের কেউ থাকলে তো কথাই নেই। তখন এরা নিজেদের ফুর্তিবাজ, ফ্যামিলির সঙ্গে দারুণ ইনভলভড্ প্রমাণ করতে চায়। আসলে একটা বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা। অনীশ এখন সেটাই করতে শুরু করেছে। এটা বাড়বে। মাধবী নিশ্চিত এছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে। অনীশ দেখাতে চাইছে রোহনের প্রতি তার কোনও কড়া মনোভাব নেই। কথাটা যে কত বড় মিথ্যে মাধবী ছাড়া আর কেউ চট করে বুঝতে পারবে না। মিথ্যে বলেই সে আজ শেষমুহূর্তে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে বেড়াতে আসেনি, এসেছে তাকে পাহারা দিতে।

রোহন পাশ ফিরে মাধবীর দিকে তাকাল। মাধবী বাইরে তাকিয়ে আছে। গাড়িতে উঠে থেকেই সে বাইরে তাকিয়ে আছে।

'খেলনা না হলেও একটা খেলা তো বটেই স্যার। এটা আমরা কলেজে

BanglaBook.org

করতাম।'

শান্তনু আগ্রহের সঙ্গে বলল,'কোনটা? জায়গা গোপন রাখার খেলা?'

'গোপন কী? জানতামই না তো কোথায় যাব। তখন পকেটে পয়সাকড়িও নেই বললে চলে । ভেবে চিন্তে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ কোথায়? দল বেঁধে বেরিয়ে পড়তাম। আবার কোনও কোনও সময় একা একা। আমাদের এই ট্যুরগুলোর একটা নাম ছিল।'

রূপসা চোখ বড় করে বলল, 'ট্যুরের নাম!'

রোহন হেসে বলল, 'হ্যাঁ, নাম ছিল নো হোয়ার ট্যুর। কোথায় যাচ্ছি কেউ জিগ্যেস করলে বলতাম, নো হোয়ার।'

রূপসা বলল, 'বাঃ, নামটা তো ভালো, নো হোয়ার। বাংলায় কী হবে মা? কোথাও নয়?' তারপর নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল, 'কোথায় যাচ্ছি? কোথাও নয়। কোথায় যাচ্ছি? কোথাও নয়।'

একবার হর্ন বাজিয়ে অনীশ গলা তুলে বলল, 'দেখো মাধবী, তুমি শুধু আমাকে ফিলসফার ঠাট্টা করো, রোহনও একসময় কতবড় দার্শনিক ছিল একবার ভাবো।'

মাধবী চুপ করেই রইল। রূপসা বলল,'বলো না মা, তুমি তো বাংলা বই টই পড়ো। এটা হয়? কোথাও নয়?'

মাধবী বাইরে থেকে মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'হতে পারে। অসুবিধে কী? নো হোয়ারের আক্ষরিক বাংলা তো ওরকমই হওয়ার কথা।'

রোহন আবার বলতে শুরু করল।

'অত সোজা ভেবো না রূপসা দিদিমণি। যাকে বলতাম, সে তোমার ওই কোথাও নয় শুনে মোটেই খুশি হত না। বলত, জায়গার নাম বলবি না সেটা বললেই তো হল। দেখতে পাচ্ছি, দিব্যি যাচ্ছি, অথচ এখন বানিয়ে বলছ নো হোয়ার!'

কথা শেষ করে রোহন হাসতে লাগল। শান্তনুও হাসিতে যোগ দিল। গাড়ি ছুটছে হুগলি ব্রিজ দিয়ে। অনীশ মেয়েকে বলল, 'রূপসা কাঁচটা নামা। নদীর ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় নদীর হাওয়া চোখে-মুখে নিতে হয়। নইলে নদী রাগ করবে।'

রূপসা বলল, 'নদীর রাগ সামলাতে গিয়ে রোহন আঙ্কেলকে আমি রাগাতে পারব না বাবা। এসি চালানো অবস্থায় গাড়ির কাঁচ নামানো সম্ভব নয়।'

রোহন তাড়াতাড়ি বলল, 'না না স্যার কোনও সমস্যা নেই। রূপসা তুমি ইচ্ছে করলেই কাঁচ নামাতে পারো।'

মাধবী গম্ভীর গলায় বলল, 'না থাক।'

মায়ের বারণ শোনার পর রূপসার ইচ্ছে করল, কাচটা খুলে দিই। কিন্তু সে

BanglaBook.org

কাচ নামাল না। কারণ গাড়ি নয়, কারণ তার চুল। হাওয়ায় চুল নষ্ট হয়ে যাবে। রূপসা কাঁধ থেকে চুলের গোছা সরিয়ে নিল। রোহন আঙ্কেল কি তার কাঁধটা দেখতে পাচ্ছে? তার ফর্সা কাঁধটা? অত পিছনে বসে দেখা কঠিন। মাঝখানে ভোঁদাইটাও বসে আছে। ও নিশ্চয় সুযোগ পেলেই দেখছে। দেখুক, যত খুশি দেখুক। দেখার জন্যই তো সে ইচ্ছে করে এতখানি খোলামেলা টপ্ পরেছে। মায়ের রেগে যাওয়ার কি সেটাও একটা কারণ। হলে বয়ে গেছে। নিজের পোশাকও মায়ের খেয়াল করা উচিত ছিল। তবে মা যা চেয়েছিল সেটা তো হলই। রোহন আঙ্কেলকে পাশে বসিয়ে নিয়েছে।

গাড়ি মুম্বাই রোড ধরার পর রোহন বলল, 'স্যার, এবার কি আমি বসব?'

শান্তনু বলল, 'আমি কিন্তু আইডল হয়ে গেলাম স্যার। একদম বেকার। এরকম ভাবে চলতে থাকলে তো আমার চান্স আসবে বলে মনে হচ্ছে না। ট্যুর শেষে বেচারি ড্রাইভারের কপালে বেতন জুটলে হয়।'

রূপসা মুখ না ঘুরিয়েই বলল, 'এই জন্য টাকাটা আপনার আগেই নিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। বুদ্ধিমান ড্রাইভার হলে তাই করত।'

শান্তনু সিটে হেলান দিয়ে বলল, 'যদি জানতাম কম্পিটিশন এত হয়ে যাবে তাহলে অবশ্যই নিয়ে রাখতাম। কিন্তু এখন তো বিনা কাজে তো পারিশ্রমিক নেওয়া যায় না।'

অনীশ অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিল। রাস্তা যেমন চওড়া তেমন মসৃণ। রানওয়ের মতো। গাড়ি ছোটার বদলে যেন ডানা মেলেছে। আজকাল এরকম হয়েছে। চওড়া চওড়া রাস্তা। গর্ত দূরের কথা, একটা চিড় পর্যন্ত নেই। একবার চললে মনে থাকে না পাশের গ্রামগুলোর ভেতরে অবস্থা কত মারাত্মক। ঠিক মতো গরুর গাড়ি চলারও পথ নেই। বৃষ্টি টৃষ্টি হলে তো ভয়ংকর।

অনীশ বলল, 'তোমরা যাই বলো, আমি কিন্তু স্টিয়ারিং ছাড়ছি না। অন্তত আরও ঘন্টাখানেক তো বটেই। কী রে রূপসা তোর আঙ্কেল আর মাকে একবার বল বাবা কেমন চালাচ্ছে। একটু পরেই কিন্তু সবাই সিট বেল্ট বেঁধে নেবে। আমি টেক অফ্ করব।'

রোহন পিছন থেকে বলল, 'স্যার ক্লাচটা একটু হার্ড আছে। দেখে নেবেন। কী শান্তনু তাই তো? তুমি তো সকালে বললে।'

শান্তনু তার সামনের টিভিটা নাড়াচাড়া করছে। স্ক্রিনটা রূপসার সিটের পিছনে আটকানো। এসব গাড়িতে এরকমই ব্যবস্থা। মনে হয়, সামনের জন পিঠে নাচ গান নিয়ে চলেছে। শান্তনু অবশ্য নাচ গান চালায়নি, তার টিভিতে খবর চলছে। গাড়ির ভেতরকার টিভির তুলনায় ছবির কোয়ালিটি ভালো। এর মানে অ্যান্টেনার জোর আছে। শুধু আওয়াজে একটা ঘ্যাস্ ঘ্যাসে ভাব। খবর থেকে মুখ সরিয়ে

BanglaBook.org

শান্তনু বলল, 'স্যার কিছু বললেন?'

রোহন হেসে বলল, 'বাপ্‌রে, তোমার তো দারুণ ব্যাপার। গাড়িতে উঠে টিভি চালিয়ে দেখছ।'

রূপসা বলল, 'মনে হয় এখনই ওনার ছবি দেখাবে। প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে মিটিং করে বেরোচ্ছেন।'

শান্তনু লজ্জা পেয়ে হেসে বলল, 'সরি স্যার। না না সেরকম কিছু নয়। তবে টিভির রিসেপশন পাওয়ারটা এক্সেলেন্ট।'

অনীশ বলল, 'শান্তনু আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই, গাড়ি ভর্তি মানুষ ছেড়ে আপনি টিভির রিসেপশন পাওয়ার নিয়ে পড়লেন!'

রূপসা চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে ফেলেছে। সে দু'পাশের সবুজ মাঠ, খেত, বাড়ি ঘর দেখছে। গাড়ির সামনে বসার আলাদা মজা। মনে হয়, দূরের জিনিসগুলোর ছুটে ছুটে কাছে চলে আসছে। পাশে জানলা নিয়ে বসলে এই ফিলিংস্‌টা হয় না। তখন শুধু পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া। সামনের কাচটাও খুব বড়। সে সামনের দিকে তাকিয়েই বলল, 'তুমি কী করে বুঝলে বাবা, উনি অন্য কারও পাওয়ার টেস্ট করছেন না? একজনের যে করছেন তাতে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর।'

অনীশ অবাক হওয়ার ভান করে বলল, 'ওরে বাবা, তাই নাকি শান্তনুবাবু?'

শান্তনু রূপসার কথায় সামান্য ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'তা তো আমি বলতে পারব না স্যার। উনি যদি বলেন শুনতে পাব।'

রোহন বলল, 'রূপসা ফাঁস করে দাও।'

যতই ম্যানেজমেন্ট পড়ুক শান্তনু নামের ছেলেটাকে গোড়া থেকেই রূপসার বোকা বোকা লাগছে। বোকারা ভাল ম্যানেজার হতে পারবে না এমন কথা কি কোথাও লেখা আছে? বোকা না হলে অমন করে মায়ের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত? হ্যাংলা একটা। রূপসা তখন থেকেই বিরক্ত। বিরক্ত না হিংসে? যাই হোক, ছেলেটা বোকা হলে অসুবিধে নেই, কিন্তু হ্যাংলা হলে কপালে দুর্ভোগ আছে। আর একবারও যদি ভোদাইটা তার বদলে মায়ের দিকে হাঁ করে তাকায় কপালে দুর্ভোগ আছে। সে খানিকটা গলা তুলে বলল, 'কী শান্তনুবাবু বলব?'

মাধবী এবার মুখ খুলল। বলল, 'আঃ, রূপসা তুই আবার শুরু করলি? কেন বেচারিকে বিরক্ত করছিস্?'

শান্তনু তার আসনে একপাশে কাত হয়ে বসেছে। হেসে বলল, 'বিরক্ত কোথায়? আমি কিন্তু এনজয় করছি।'

কথাটা মিথ্যে বলেনি শান্তনু। সে সত্যি এনজয় করছে। ভেবেছিল, শুধু ড্রাইভার হয়ে বসের পাশে থাকতে হবে। এখন মনে হচ্ছে, এই দলে সেও একজন।

BanglaBook.org

তারওপর সঙ্গে দু' দুজন এমন সুন্দরী পাওয়া সহজ কথা নয়। মাধবী নামের এই মহিলার প্রতি তার বসের দুর্বলতাটা কোন স্তরের? প্লেটোনিক? নাকি আরও একটু বেশি? মাঝে মধ্যেই যেভাবে তাকাচ্ছে তাতে তো সন্দেহ হয়। মহিলা অবশ্য তাকিয়ে থাকার মতোই। কে বলবে অত বড় মেয়ের মা? নিশ্চয় কম বয়েসে বিয়ে। অনীশবাবুরও বয়স বেশি হয়নি। পাকা চুল তো চোখেই পড়ছে না। কথা টথাতেও বুড়োটে ব্যাপার নেই। সবার সঙ্গে তাল মেলাচ্ছে। তবে সবথেকে মজার হচ্ছে রূপসা মেয়েটা। এখনকার ছেলেমেয়েদের মতো একটু বেশি কথা বলে, কিন্তু বুদ্ধি আছে। বুদ্ধিমতী এবং সুন্দরী মেয়েদের বেশি কথায় দোষ হয় না। মনে হচ্ছে, মেয়েটা তাকে বোকা ভাবছে। ভাবছে কোথায়? একটু আগে তো বলেই ফেলল, 'বোকা ড্রাইভার'। এটা একটা ভালো ব্যাপার। যত বোকা ভাবে তত ভালো। সব সময় তো চালাক সেজে থাকতে হচ্ছে। দুটো দিন বোকা হলে ক্ষতি হতে কী?

রূপসা বলল, 'এনজয় করলে তো কোনও কথাই নেই। তাহলে বলেই ফেলি?'

শান্তনু পিছন থেকে বলল, 'নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে। ওই যে কবিতায় আছে না চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির? হোয়ার দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফিয়ার।'

রূপসা এবার মাথা ঘুরিয়ে বলল, 'বাপ্‌রে, রোহনকাকু আপনার সহ-চালকটি দেখছি বিরাট কবি! এমন কবি ড্রাইভার আপনি পেলেন কোথা থেকে?'

রোহন বলল, 'আমার মনে হয়, আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে ওর কোয়ালিটিটা ডেভলপ্ করছে। অফিসে তো দেখি মার্কেটিং-এর বাইরে স্পিকটি নট। সে যাই হোক, রূপসা তুমি বলে দাও তো আমাদের শান্তনু এতক্ষণ গাড়িতে বসে কার পাওয়ার মাপামাপি করল? আমার এবার চিন্তা শুরু হয়েছে।'

রূপসা বলল, 'আবার কার? বাবার। বাবার ড্রাইভিং পাওয়ার নিয়ে ফ্রম ভেরি বিগিনিং উনি টেনশনে পড়েছেন। একটু এদিক-ওদিক হলেই, এবার আমি চালাব বলে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। গাড়ি ম্যানেজমেন্ট দেখানোর জন্য ভেতরে ভেতরে ছটফট করছেন।'

অনীশ, রোহন, শান্তনু তিনজনেই হেসে উঠল। অনীশ বলল, 'পাওয়ার টাওয়ার জানি না। দেখেছি তো কলকাতায় গাড়ি চালাতে গেলে জ্বর আসে। এখানে তিনটে বিউটিফুল কারণে গাড়ি চালাতে আনন্দ হচ্ছে। এক গাড়িটা সুন্দর, দুই রাস্তাটা সুন্দর আর তিন নম্বর হল যেখানে যাচ্ছি সেই জায়গাটা সুন্দর।'

'সুন্দর না বিচ্ছিরি তুমি জানলে কী করে?'

রূপসা বাবার দিকে তাকিয়ে চোখ পাকালো।

অনীশ মেয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'সেই জন্যই তো সুন্দর। উইদাউট ডেস্টিনেশন গাড়ি চালাতে দারুণ এক্সাইটেড লাগছে। ইন্টারেস্টটা আরও বাড়িয়ে

BanglaBook.org

দিয়েছিস তুই। তাই না?'

রূপসা রাগের ভান দেখিয়ে বলল,'আমি কিছু বলব না। আমাকে যেমন জায়গাটার নাম এখনও ডিসক্লোজ করা হচ্ছে না, তেমন আমিও চুপ করে থাকব। চুপ করে থাকার মজা তখন সবাই টের পাবে। বাবা সামনের ওই ট্রাকটাকে ওভারটেক করো তো। ডিসটার্ব করছে।'

অনীশ ট্রাকটাকে টপকাল। ঠিক আছে, তাহলে আমি বলছি। সবাই মন দিয়ে শোনো, রূপসা কোথা থেকে যেন একটা কালার থিওরি বের করেছে।'

শান্তনু টিভি বন্ধ করে দিয়েছে। বলল, 'কালার থিওরি!'

রোহন বলল, 'আমি জানি। বলব?'

রূপসা বলল, 'না। তোমাদের কি আর কোনও গল্প নেই? আমাকে নিয়ে পড়লে কেন?'

অনীশ বলল, 'বাঃ তুই যে এতক্ষণ নিরীহ ছেলেটাকে খেপাচ্ছিলি?'

শান্তনু হেসে বলল, 'থাক থাক, উনি যখন রাজি হচ্ছেন না।'

শান্তনুর কথাটায় একটা 'ছেড়ে দিলাম'গোছের খোঁচা আছে। রূপসার গায়ে লাগল। সে বলল, 'রাজি না হওয়ার মতো গোপন কিছু নেই। আপনার বসের মতোই একধরনের খেলা বলতে পারেন। উনি যেমন নো হোয়ারের খেলা খেলছেন আমি তেমনি রঙের খেলা খেলছি।'

শান্তনু চোখ বড় করে বলল, 'রঙের খেলা! আপনি কি দোলের কথা বলছেন? হোলি?'

অনীশ 'হো হো' করে হেসে উঠল। রূপসা একটু থমকে গেল। ভোদাইটা সুযোগ পেয়ে খুব ব্যাট চালিয়েছে। সে কেটে কেটে বলল, 'দোল হলে খারাপ হত না। কারও কারও মুখে দেওয়ার জন্য খানিকটা কালো রঙ নিয়ে আসা যেত। তবে এটা সেরকম নয়। আমি মনে করি, একেকটা জায়গার জন্য একেকরকম রঙ আছে। কোথাও বেড়াতে গেলে আমাদের পোশাকও সেই রঙের সঙ্গে মানানসই হওয়া উচিত। আমরা যদি অফিসের ড্রেস, পার্টির ড্রেস, দিনের ড্রেস, রাতের ড্রেস আলাদা করতে পারি, তাহলে জঙ্গল, পাহাড়, নদীর ড্রেস আলাদা করব না কেন?'

শান্তনু সোজা হয়ে বলল, 'বাঃ, কথাটা তো ভাল বলেছেন।'

রূপসা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমি ভাল কথাই বলি শান্তনুবাবু। সবাই বুঝতে পারে না। যেমন মা। দেখছেন না কেমন কথায় কথায় আমায় ধমক দেয়।'

শান্তনু বলল, 'না এটা ঠিক নয়।'

রূপসা নাটকীয় গলায় বলল, 'তাহলে? প্লিজ শান্তনুবাবু আপনি মাকে একটু এই জরুরি জিনিসটা বুঝিয়ে বলুন না। আপনি নতুন মানুষ, মা হয়তো আপনার

BanglaBook.org

অনুরোধ রাখতেও পারে।'

অনীশ বলল, 'এই রে, আবার সেই জরুরি?'

রূপসা বাবার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'আবার জরুরি মানে? আগে কখন জরুরি হল'?

অনীশ মেয়ের কথার উত্তর দিল না। সামান্য হেসে স্টিয়ারিংটা আলতো করে ধরে রইল। এই ধরনের দামি গাড়ির এটাই সুবিধা। স্টিয়ারিং খুব সেনসিটিভ হয়। সামান্য ছোঁয়াতেই বুঝতে পারে চালক কী চাইছে। সেই অনুযায়ী যেন নিজেই চলতে থাকে। একটা নেশার মতো লেগে যায়। খুব অল্প সময়ের জন্য শুরু করেও পরে ছাড়তে ইচ্ছে করে না। বাঁধনও কি অনেকটা এরকম? চট করে বুঝে যায় অনীশ কী চায়। অনীশ তাকে জিগ্যেসও করেছিল।

'তুমি বোঝো কী করে বাঁধন? আমার অবাক লাগে। তোমার কাছ থেকে পাওয়ার পর মনে হয়, ঠিক এটাই বোধহয় চাইছিলাম।'

বাঁধন মুখ টিপে হেসে বলেছিল, 'সে আমার কায়দা আছে।'

'কায়দাটা কী?'

'বলব কেন? ট্রেড সিক্রেট। আপনার অত জেনে লাভ কী? ভালো লেগেছে কি না সেটা বলুন!'

অনীশ উঠে বসতে বসতে হাসে। বলে 'না, খুব খারাপ লেগেছে। আসলে কী জানো বাঁধন, মাধবী এখনও যেন বুঝতে পারে না, অথচ কতদিন হয়ে গেল।'

'বুঝতে পারে না, না বোঝাতে পারেন না? অবশ্য বউ হওয়ার একটা সমস্যা আছে।'

অনীশ ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী সমস্যা? স্বামীদের শরীর বুঝতে দেরি হয়? শরীর তো সবসময় এক থাকে না, সময় সময় বদলায়ও তো।'

বাঁধন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, 'তখন তো আর শুধু শরীর বুঝলে হয় না। মনেরও একটা ব্যাপার থাকে। আদর, সোহাগ কী যেন .সব বলেন আপনারা। আমার তো বাবা সে ঝামেলা নেই, কখন কোথায় ছোঁয়া দিলেই পুরুষ মানুষ তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠবে সেটুকু জানলেই চলে।'

অনীশ বলল, 'শরীরটা কি মনের বাইরে? শরীর মরা অথচ মন দিব্যি বেঁচে আছে এমনটা হয় নাকি? আমার কি মনে হয় জানো বাঁধন? মনে হয়, মাধবী আর আমি যদি ঠিকমতো শরীরে মিলতে পারতাম, তাহলে আমাদের মনের মিলেও অসুবিধে হত না। রূপসা হয়েছে সেই কতদিন, তারপর কই সেভাবে আমাদের প্রেম হয়েছে কতবার? এক খাটে শুই। ব্যস্, আগে তাও একটু-আধটু ছিল, এখন মাধবী তো আঙুল দিয়ে ছুঁতেও দেয় না। ঘুমের ঘোরে হাত লাগলে মনে হয়

BanglaBook.org

বরফ হয়ে যাওয়া একজন নারী।'

বাঁধন এসব কথায় চুপ করে থাকে। সংসারের এই জটিলতায় তার ভূমিকা নেই। শুনতে হয়, ব্যস্ এই পর্যন্ত।

'সেসব আপনি যাই বলুন, আপনারা, পুরুষমানুষরা ঠিক মতো চাইতে জানে না। আর জানেন না বলেই আমাদের এত সুবিধে। ছলাকলায় পেটের কথা বের করে নিই। যে যত বের করতে পারে সে তত ওস্তাদ। আপনারা ভাবেন মেয়েটা বিরাট ম্যাজিক জানে!'

ম্যাজিক সত্যিই জানে বাঁধন। মাঝে মাঝে অনীশের মনে হয়, সেই ম্যাজিকের অদৃশ্য সুতোয় এই মেয়ে তাকে জড়িয়ে ফেলেছে। বাইরে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত আর ভেতরে কখনও কখনও বিপন্ন হয়ে সে যখন বাঁধনের কাছে যায় তখন যেন সেই সুতোয় বাঁধা পড়তেই যায়।

বাঁধনের নিয়ম হল, অনীশ উঠে পড়লেও সে বিছানা ছাড়বে না। শুয়ে থাকবে আরও বেশ কিছুক্ষণ। পোশাক ছাড়াই শুয়ে থাকবে। অনীশ যদি হাত বাড়িয়ে খানিকটা ঢেকে দিল তো ভাল, নইলে তাও নয়, একেবারে উদোম হয়ে থাকবে। এই অবস্থাতেই কোনওদিন সিগারেট ধরাবে, কখনও হাত বাড়িয়ে পেগ ঢালবে। একদিন শুরুতে তো মারাত্মক হল। বাঁধন ফ্লাস্ক ভর্তি কফি করে এনে খাটে উঠল।

'এ আবার কী? মদের বদলে কফি!' অনীশ জিগ্যেস করেছিল।

বাঁধন ঠোঁট কামড়ে বলল,'আজ আপনার সঙ্গে প্রেম করতে করতে কফি খাব ঠিক করেছি। কেমন হবে? ভাল হবে না?'

খুব দরকারে না পরলে অনীশ সাধারণত স্যুট পরে না। সেদিন পরেছিল। ক্লায়েন্টের সঙ্গে বাইরে মিটিং ছিল। টাইয়ের নট্ খুলতে খুলতে আঁতকে উঠল।

'হোয়াট!'

'হোয়াট নয়, আই মিন ইট। এই দেখুন কেমন সুন্দর কফি মাগ নিয়ে এসেছি। অসুবিধে কী? আপনিও খাবেন। ইউ উইল ফিল হট উইদিন অ্যান্ড আউট।'

খিলখিলিয়ে হাসল বাঁধন।

জামা খুলতে খুলতে অনীশ বলল, 'গরম জিনিস নিয়ে নো জোক্ বাঁধন। একটা কাজ করো, তুমি কফি খাওয়া শেষ কর নাও, তারপর শোব।'

এবার শরীর কাঁপিয়ে আরও জোরে হেসে উঠল বাঁধন।

'দূর, আপনি বড্ড ভীতু। দেখুন না অন্যরকম টেস্ট পাবেন। একটু একটু ভয় করবে, এই বুঝি গরমটা গায়ে পড়ল। সেক্সসুয়াল প্লেজারের সঙ্গে ভয় ব্লেন্ড হিসেবে বেশ কড়া। নিন আসুন তো। লেটস্ স্টার্ট।'

সত্যি সত্যি সেদিন যেন সার্কাসের মতো বাঁধন এক হাতে গরম কফির মাগ নিয়ে পুরোটা সামলেছিল! অনীশের কোমরের দু পাশে হাঁটু মুড়ে বসে শরীরটা

BanglaBook.org

বার বার নামিয়ে আনছিল মুখের ওপর। চোখে, নাকে ঠোঁটে তুলির মতো আঁচড় কেটে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। মাগে চুমুক দিতে দিতে একসময় অনীশের হাত দুটো নিজের নিতম্বে নিল সাবধানে। নিতম্ব কাঁপছিল, উরু কাঁপছিল। কোমর, পেট সব কাঁপছিল তির্‌তিরিয়ে, কিন্তু মাগ থেকে গরম কফি ছলকায়নি একফোঁটাও। বরং গোটা শরীর ছলকে ছলকে পড়ছিল অনীশের ওপর!

বাঁধন কফি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেদিন সমানে চালিয়ে গিয়েছিল। শেষ হতে দিচ্ছিল না কিছুতেই। বলেছিল, 'এরপর একদিন হাতে আগুন নিয়ে শোব।'

অনীশ বলেছিল, 'আলাদা করে আগুন জ্বালার দরকার নেই, তুমি নিজেই আগুন।'

এতক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখে রূপসা বলল, 'কী হল বললে না জরুরি কী?'

অনীশের ঘোর কাটল। সামনের গাড়িটাকে পাশ দিতে বলেও পিছিয়ে এল। একটু হাসল। বলল, 'না, তেমন কিছু নয়। এই আর্জেন্ট নিয়ে অফিসে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে।'

পিছন থেকে শান্তনু বলল, 'আর্জেন্ট নিয়ে!'

রোহন বলল, 'অফিস মানেই তো আর্জেন্ট আর আর্জেন্ট।'

অনীশ বলল, 'এটা একেবারে অন্যরকম।'

রূপসা বলল, 'কী রকম?'

'আমাদের একজন স্টাফ ইচ্ছেমতো ফাইলে আর্জেন্ট মার্কিং করছিল।'

শান্তনু বলল, 'মানে!'

'সেটাই তো অদ্ভুত। দুমদাম ফাইলের ওপর লিখে দিচ্ছিল আর্জেন্ট। তাড়াতাড়ি সেসব ফাইল, কাগজপত্র খুলে দেখা যাচ্ছিল আলতু ফালতু সব বিষয়। এক মাস পরে দেখলেও চলে, এমনকী না দেখলেও হয়। ঘটনাটা নিয়ে অফিসে একটা সিরিয়াস প্রবলেম তৈরি হল। রিচি যেসব ফাইল, চিঠিতে আর্জেন্ট মার্ক করত, সেগুলো সবাই সরিয়ে রাখতে শুরু করল।'

রূপসা বলল, 'রিচি! মেয়ে?'

অনীশ বলল, 'হ্যাঁ। মেয়েটার কাজকর্ম খারাপ ছিল না কিন্তু। সিনসিয়ার ধরনের।'

রূপসা বাবার দিকে একটু ঘুরে বসল। বলল, 'তাহলে? মেয়েটা কি ইচ্ছে করে অমন করছিল, নাকি না জেনে-বুঝে?'

অনীশ একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলল, 'প্রথমে মনে হল, বুঝতে পারছে না। কিন্তু দশ মাস কাজ করার পরও সেটা কেন হবে? এর পরই তাকে ওয়ার্নিং দেওয়া হল। একবার নয়, বেশ কয়েকবার। প্রবলেমের নেচারটা পিকিউলিয়র

BanglaBook.org

বলে আমি নিজে মেয়েটাকে ডাকলাম। ঠাণ্ডা মাথায় বোঝালাম। তারপরেও একই ইনসিডেন্ট। এমনকী আমার কাছেও আর্জেন্ট লিখে পাঠাল। ফাইল খুলে দেখি, ডেট ওভার হয়ে যাওয়া ইনভিটেশন।'

রোহন বলল, 'ভয়ংকর। ভাগ্যিস আমি এধরনের স্টাফের পাল্লায় পড়িনি।'

শান্তনু বলল, 'তারপর?'

অনীশ বলল, 'এবার কিন্তু একটা ব্রেক রোহনবাবু। কোথাও গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে হবে।'

রোহন ব্যস্ত হয়ে বলল, 'নিশ্চয়, ওদেরও খিদে পেয়ে গেছে। স্যার সামনে একটু গেলেই ধাবা পড়বে, লেফট সাইডে।'

অনীশ গাড়ির গতি কমালো। রূপসা বলল, 'তারপর কী?'

অনীশ গাড়ি রাস্তার বাঁদিকে সরিয়ে এনেছে। বলল, 'কী আর হবে, মেয়েটাকে কাল ডিসকনটিনিউ করতে হল।'

'ছাড়িয়ে দিলে?'

অনীশ একটু হেসে বলল, 'না, দিয়ে উপায় কী? জীবনের মতো অফিসের কাজেও কোনটা জরুরি, কোনটা প্রায়োরিটি, কোনটা আগে ঠিক মতো বুঝতে হয়। নইলে বড় ধরনের গোলমাল হয়ে যায়। এই যে আজ আমি সব আর্জেন্ট কাজ ফেলে তোদের সঙ্গে চলে এলাম তার কারণ কী? কারণ একটাই। এই ট্যুরটা আমার কাছে ছিল আরও বেশি আর্জেন্ট। না এলে আমি একটা আনন্দময় ভ্রমণ মিস করতাম।'

রূপসা বুঝতে পারল কথাটা বাবা তার মাকে শোনানোর জন্যই বলেছে। মা কি শুনেছে?

'যাই বলো বাবা, রিচি মেয়েটার জন্য আমার খারাপ লাগছে।'

রাস্তার পাশে ধাবাটা দেখা গেছে। ধাবা মানে সেই দড়ির খাটিয়া পাতা ছাউনি নয়, বিরাট দোতলা বাড়ি। রাস্তা ছেড়ে গাড়ি নিয়ে খানিকটা নেমে যেতে হবে। অনীশ সাবধানে গাড়ি গড়িয়ে দিল।

'আমারও খারাপ লেগেছে রূপসা। বাট আই হ্যাভ নো আদার অলটারনেটিভ। আমি কাল কথা বলতে বলতে বুঝতে পেরেছি, দ্য গার্ল ইজ মেন্টালি সিক্। মানসিকভাবে অসুস্থ। অসুখটা সম্ভবত হঠাৎ হয়েছে, অথবা চাপা ছিল, আবার রিল্যাপস্ করেছে। সেই কারণেই এই ফিক্‌শেসন্। শুনেছি, অনেক সময় মানসিক রোগে নানা ধরনের কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার তৈরি হয়। সবকিছুকে জরুরি ভাবা হয়তো এই মেয়েটার ডিসঅর্ডার।'

অচেনা অজানা একটা মেয়ের জন্য গাড়ির ভেতরে পরিবেশটা যেন খানিকটা ভারি হয়ে এল। অনীশ সাদা দাগ টানা পার্কিং লটে গাড়ি দাঁড় করাল সাবধানে।

BanglaBook.org

সবাই নামল। শুধু মাধবী বলল, 'আমি নামব না। আমার মাথা ধরেছে।'

রূপসা বাবার পাশে হাঁটতে হাঁটতে গলা নামিয়ে বলল, 'মা-টা যে কী করে না। মাথা ধরেছে না কচু। সবাই বুঝতে পারছে।'

অনীশ একটু হেসে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, না এলেই ভালো হত রে। তোর মা আনকমফর্ট ফিল করছে।'

'ছাড়ো তো মায়ের কথা। রোহন আঙ্কেলের গাড়িটা কী দারুণ না বাবা? ইস্ তুমি না এলে সত্যি মিস্ করতে।'

অনীশ রূপসার কাঁধে হাত রাখল। বলল, 'আমি এসেছি বলে তুই খুশি হয়েছিস?'

রূপসা মাথা নেড়ে বলল, 'না। খুব দুঃখ পেয়েছি।'

অনীশ হেসে বলল, 'ঠিক আছে, তোকে বিয়েতে এরকম একটা গাড়ি প্রেজেন্ট করব।'

রূপসা ঠোঁট উল্টে বলল, 'বয়ে গেছে তোমার কাছ থেকে নিতে। আমি সবথেকে খুশি হব, যদি কখনও আমি নিজে কিনি।'

অনীশ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নিজে কিনি মানে?'

রূপসা হেসে বলল, 'ওমা, এতে অবাক হওয়ার কী আছে? নিজের রোজগারে কেনার মতো মজার আর কী আছে বাবা? মজা আর প্রেস্টিজ। আমি তো ঠিক করেছি, পরীক্ষা হয়ে গেলেই পকেটমানির জন্য খুব পার্ট টাইম কোনও জবে ঢুকে পড়ব। সে তোমরা যতই বারণ করো।'

অনীশ বলল, 'ভেরি গুড। এখনকার ছেলেমেয়েরা এরকম ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আমার জানা ছিল না।'

রূপসা বলল, 'জানা না থাকাটা তোমাদের দোষ। এই জেনারেশনটা যেমন হালকা, তেমন গভীরও। এই যে মা কেন গাড়ি থেকে নামল না, আমি বুঝতে পারছি না ভেবেছ।'

'কী বুঝেছিস?'

'বলব না। যাও তুমি এগোও, আমি আসছি।'

রূপসা চলে যাওয়ার পর অনীশ নিজের মনে কয়েকবার বিড়বিড় করল— 'নিজে কিনি, নিজে কিনি...।' তারপর পকেট থেকে মোবাইল বের করে দ্রুত ঋতব্রতর নম্বর টিপল।

'বলুন স্যার।'

'মন দিয়ে শুনে নাও। ফ্রেন্ডস মোবাইলের সঙ্গে আজই কথা বলো। বলো, আমরা অ্যাডভার্টাইসমেন্টের স্লোগানটা বদলাতে চাইছি। ওদের প্রোডাক্টের ক্যাচ

BanglaBook.org

লাইন এখন থেকে হবে, নিজে কিনি।'

'আরেকবার বলুন স্যার।'

'নিজে কিনি। ইংরেজিতে ফ্রম মাই ওন আর্নিং। বুঝতে পেরেছ? বলবে আমরা ঠিক করেছি এবার থেকে ওদের সব বিজ্ঞাপনে মোবাইল সেটের ছবির সঙ্গে এই ক্যাচ লাইনটা যাবে। তুমি আগে ওদের ফোন করে জানাও, তারপর চিঠি পৌঁছে দেবে। সবথেকে ভালো হয় যদি আর্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে বসে একটা আর্ট ওয়ার্ক তৈরি করে পাঠাতে পারো।'

ওপাশ থেকে ঋতব্রত বলল, 'দেখছি স্যার।'

মোবাইল অন করতেই দেখা গেল মেসেজ এসে পড়ে আছে। কঙ্কন লিখেছে—

'তুমি কোথায়?'

রূপসা একটু হেসে দ্রুত টাইপ করে লিখল—

'নো হোয়ার। কোথাও নয়।'

দুদিন আগে মোবাইল আনা হবে না সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও আজ সকালে আর বিষয়টা নিয়ে কথা ওঠেনি। শান্তনু নামের নতুন ছেলেটার আসা, শেষ মুহূর্তে বাবার নাটকীয় এন্ট্রি, মাকে টেক্কা দিতে গিয়ে পোশাক বদল ধরনের নানা ধরনের ঘটনায় বিষয়টা চাপা পড়ে গেল। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় সুইচ অফ্ করে মোবাইলটা কাঁধের ব্যাগে ভরে নিয়েছিল রূপসা। ভেবেছিল, এখন তো সঙ্গে থাকুক, পরে রোহন আঙ্কেল যদি বলে মোবাইল ছাড়াই এসেছে, তাহলে সেও চেপে যাবে। জিনিসটা যে ব্যাগে আছে বলবে না। রাতে ঘরের দরজা আটকে কঙ্কনের সঙ্গে কথা বললেই হবে। যদি তাও না হয়, তাহলে চট্ করে মেসেজ লিখে পাঠানো তো যাবে। মুখে যতই পরিকল্পনা করুক, একেবারে মোবাইল ছাড়া অসম্ভব। বাবার কাছ থেকে এখন যে সরে এল, সেটাও ওই কারণে। কঙ্কনকে মেসেজ করবে। কঙ্কনের মেসেজের উত্তর দিয়ে ফের সুইচ বন্ধ করে আবার ঢুকিয়ে রাখল ব্যাগে।

ধাবাটা নামেই ধাবা। দোতলা থেকে বড় করে ঝলমলে কাপড় ঝুলছে।

BanglaBook.org

তাতে বড় করে লেখা— দ্য ওয়ে সাইড ধাবা। আসলে একটা বড়সড় রেস্তোরাঁ। বাইরে যেমন টেবিল-চেয়ারে বসার ব্যবস্থা আছে, তেমনি একপাশে এয়ার কন্ডিশনড্ ঘরও রয়েছে। কাচের ঘর। সবকিছুই ঝকঝকে। শুধু খাওয়া নয়। একটু পিছনদিকে গেলে রেস্ট হাউসও। তার সামনে ছোট্ট একটুকরো বাগান।

রূপসা সেদিকে কয়েক পা যেতেই নজরে পড়ল, শান্তনু একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে সিগারেট। সিগারেট খেতে খেতে বাগানে জল দেওয়া দেখছে। ভোঁদাইটা নিশ্চয় রোহন আঙ্কেলের সামনে স্মোক করে না। সেই জন্য লুকিয়ে এসেছে। দূর, আজকাল আবার এসব আছে নাকি! কঙ্কন তো ওদের কোম্পানির প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও ড্রিংক করে। একবার কোন পার্টি থেকে ফিরে রূপসার মোবাইলে ফোন করল। জড়িয়ে জড়িয়ে কথা। রূপসা বলল, 'অ্যাই, তুমি অমন করে কথা বলছ কেন?'

'আমি মদ খেয়েছি ডার্লিং। আমাদের বস পার্টি দিয়েছিল।'

'বিরাট কাজ করেছ।এইটুকু পুটকে ছেলে মদ খেয়ে কায়দা করছে।'

'পুটকে মানে? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই পুটকে?'

রূপসা ধমক দিয়ে বলল,'পুটকে না তো কী? এক ছিপি না দু'ছিপি খেয়েই উনি মাতাল হয়েছেন। আমার বাবা বোতলের পর বোতল খেলেও বোঝা যাবে না। হি রিমেনস্ সো স্টেডি। তোমার দুধ খাওয়া উচিত।'

'দুধ!' ওপাশে কঙ্কনের নেশা কেটে গেল যেন। রূপসার ধমকে জড়ানো গলাও উধাও। এরপর রূপসা জড়ানো গলায় বলল, 'দুধ হল মিল্ক। কাউ মিল্ক। কাউ জানোতো? নাকি ভুলে গেছ? হাম্বা হাম্বা করে। মাথায় শিং আছে। যাও সোনা, টেক ইওর মিল্ক অ্যান্ড গো টু বেড।'

এর পর থেকে মদ খেয়ে কঙ্কন কখনও রূপসাকে ফোন করেনি। কিন্তু খায় যে সেটা বলেছে।

রূপসাকে দেখে শান্তনু এগিয়ে এল। হেসে বলল, 'জায়গাটা একদম বদলে গেছে। কয়েক বছর আগেও এরকম ছিল না। এখন তো দেখছি এলাহি ব্যাপার।'

'আপনি এখানে?' রূপসা বলল।

'বস ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিতে গেছে মনে হয়। আমি সেই ফাঁকে কয়েকটা টান দিয়ে নিচ্ছি।' হেসে হাতের সিগারেট দেখাল শান্তনু। বলল,'আমি স্মোক করলে তোমার কোনও আপত্তি নেই তো রূপসা?'

রূপসা ভুরু কোঁচকাল। ওরে বাবা, ওস্তাদ ছেলে। একা পেয়েই আর দেরি করেনি, প্রথম সুযোগে তুমি তুমি শুরু করে দিয়েছে! শুধু তুমি নয়, কথা বলার কায়দায় ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা আছে। এমন করে বলছে যেন রূপসার আপত্তির ওপর এই ছেলের সিগারেট খাওয়া নির্ভর করে। রূপসা মনে মনে হাসল। মুখ

BanglaBook.org

ঘুরিয়ে বলল, 'বাঃ বাগানটা কিউট তো। একটুখানি জায়গা, কিন্তু সুন্দর করেছে। তাই না?'

শান্তনু রূপসার দিকে সরে এল। এক হাত দিয়ে মাথার চুল ঠিক করতে করতে বলল, 'ঠিকই, এরা মেইনটেইনও করে। আগে এসব ছিল না। ধাবা মানে শুধু ট্রাক ড্রাইভারদের রুটি তড়কা খাওয়ার জায়গা ছিল। এখন অন্যরকম হয়ে গেছে। আসলে এদিকে ট্যুরিস্টদের যাতায়াত বেড়ে গেছে তো। নতুন নতুন সব জায়গা হচ্ছে।'

রূপসা বাগানের দিকে তাকিয়ে একটা নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'আপনি যদি সিগারেটটা ফেলে দেন খুশি হব শান্তনুবাবু। আমি ধোঁয়া একদম টলারেট করতে পারি না। ইনফ্যাক্ট বাবা তো আমার জন্য স্মোক করাই ছেড়ে দিয়েছে।'

শান্তনু একটু ঘাবড়ে গেল। এটা হবে সে ভাবতে পারিনি। মেয়েটার সঙ্গে বাড়তি আলাপ জমাতে গিয়ে সিগারেটের অনুমতি চেয়েছিল। কিন্তু তাবলে সত্যি সত্যি যে সে সদ্য ধরানো সিগারেটটা ফেলতে হবে? এই মেয়েটি যে যথেষ্ট পাকা অল্প সময়ের মধ্যেই বোঝা গেছে, এখন মনে হচ্ছে, যথেষ্টর থেকেও বেশি। এই মেয়ে ভয়ংকর পাকা। তবে মজা হল পাকা হলেও খারাপ লাগছে না। বরং ভালোই লাগছে। এরকম দু-একদিনের হঠাৎ ট্যুরের পক্ষে বেশ।

রূপসা সানগ্লাসটা ব্যাগ থেকে বের করে চোখে দিল। বলল, 'আপনার যদি সমস্যা হয় আপনি সিগারেট খান, আমি বরং ওদিকটা একটু সরে যাই। গাড়িতে এতক্ষণ বসে আছি, একটু হাঁটা দরকার।'

শান্তনু তাড়াতাড়ি সিগারেট ফেলে, জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিল। নাক মুখ দিয়ে বের করা ধোঁয়া দু'হাত দিয়ে কোনরকমে তাড়িয়ে, রূপসার দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসল। ভাবটা হল, এবার যাবে না তো? রূপসাও হাসল। এক পা এগিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্কু। শান্তনুবাবু, ওই ফুলটার নাম জানেন? ওই যে ছোট ছোট লাল আর বেগুনি মিক্সড্ জানেন?'

শান্তনু ভুরু কুঁচকে ভাবার চেষ্টা করল। কপালে বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে দু'বার টোকাও মারল।

'ইস্, চেনা চেনা লাগছে কিন্তু নামটা এখনই মনে পড়ছে না। মনে পড়লে বলব।'

রূপসা মনে মনে বলল, 'মিস্টার ভোদাই তোমার কখনই মনে পড়বে না। কারণ তুমি নামটা জানো না। দাঁড়াও মজা টের পাওয়াচ্ছি।' মুখে বলল,' মনে পড়লে কিন্তু অবশ্যই বলবেন।'

এবার রূপসা সামান্য ঝুঁকে ফুল দেখতে লাগল। স্বাভাবিক কারণেই তার টপের পিঠ উঠে এলও ওপরে। বেশি নয়, কোমরের ওপর থেকে আঙুল তিন

BanglaBook.org

কী চার। আন্দাজ করেই ঝুঁকেছে রূপসা। এসব মাপ তার মুখস্থ। কতটা কী করলে কতখানি পিঠ, পেট বেরিয়ে আসবে। ভোদাইটার জন্য এখন এইটুকুই যথেষ্ট।

শান্তনু বলল, 'একটা কথা বলব রূপসা?'

রূপসা সোজা হল। কথা! না, দ্রুত এগোতে চাইছে মনে হচ্ছে। খোলা হাত আর কাঁধ দেখে 'তুমি', একটুখানি পিঠ দেখে 'একটা কথা' এরপর যদি আর একটু কিছু দেখে তাহলে কী করবে? অবশ্য মেঘনার থিওরি অন্যরকম। সে বলে, 'যে ছেলেগুলো দেখবি অল্পে ছোঁক ছোঁক করে, বেশিতে তারাই ঘাবড়ে একসা হয়।'

রূপসা ঠাট্টা করে বলেছিল, 'তোকে বলেছে বুঝি?'

মেঘনা বলেছিল, 'বলবে কেন? সাক্ষী আছে? আসামী হাজির হ্যায়। আমার সঙ্গে কিংশুক কী কাণ্ড করেছিল তোকে বলিনি? গায়ে হাত লাগানোর জন্য ছোঁক ছোঁক করত, একদিন সিনেমা হলে হাত টেনে থাইতে রাখতেই ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।'

'সত্যি বাবা মেঘনা, তোর স্টকে সব অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসও আছে।'

মেঘনা শান্ত গলায় বলল, 'বিশ্বাস না করলে না করবি, তবে ঘটনা সত্যি। যদি কখনও সুযোগ হয় পরীক্ষা করে দেখিস।'

রূপসা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিল, 'বয়ে গেছে।'

এখন মনে হচ্ছে, একেবারে বয়ে যায়নি। এই ছেলেকে পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়?

শান্তনু বলল,'কী হল বললে না? বলব?'

রূপসা সোজ হয়ে দাঁড়িয়ে শান্তনু দিকে ফিরল। চোখে অবাক হওয়ার ভান করে বলল, 'ওমা, আপনি এতবার পারমিশান চাইছেন কেন! কঠিন কিছু বলবেন নাকি? আমি কিন্তু বাবা, ধাঁধা টাধা একদম পারি না, ডাল ব্রেন।'

শান্তনু হেসে বলল, 'এটা একটা ধাঁধার মতোই। আচ্ছা, রূপসা মেয়েরা অমন সুন্দর চোখগুলো সানগ্লাস দিয়ে ঢেকে রাখে কেন? আমি দেখেছি যে মেয়ের চোখ যত বেশি সুন্দর সেই মেয়ে তত বেশি বেশি করে চোখ ঢাকার রাখার আয়োজন করে। আমার ধারণা তুমি দু-তিনরকম সানগ্লাস নিয়ে বেরিয়েছ। এমনকী রাতেও সেগুলো ব্যবহার করবে। কারণ কী জানো? কারণ তোমার চোখ খুব সুন্দর।'

নিম্নমানের রসিকতা। আরও বেশি নিম্নমানের ফ্ল্যাটারি। সব মেয়েদের মতো রূপসাও ভালো করে জানে এই সময় কী করতে হয়। সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে সরে যেতে হয়। যাওয়ার আগে ঠোঁটের ফাঁকে একটা হাসি রাখতে হয়। সেই

BanglaBook.org

হাসির অর্থ হল, 'তুমি একটি আস্ত গাধা।' কিন্তু এখন রূপসা তা করবে না। সে দ্রুত ভেবে নিয়েছে, এই ছেলেকে তার দরকার। গোটা ট্যুর সে এই স্মার্ট, হ্যান্ডসাম্ ম্যানেজারকে পিছু পিছু ঘোরাবে। কতটা ঘোরাবে সেটা নির্ভর করবে মা আর রোহন আঙ্কেলের ওপর। ওরা যত ঘেঁষাঘেঁষি করবে সেও একে তত বেশি পাত্তা দেবে। দুজনেই দেখবে, তারও ক্ষমতা আছে এবং সেটা কিছু কম নয়। তবে সবটাই নির্ভর করছে, ভোঁদাইটার সাহসের ওপর। সাহস আছে বলে মনে হয় না। যে পুরুষ মেয়েদের আড়ালে পেয়ে বাঘের মতো লাফায় সে যে অন্যের সামনে মিউ মিউ করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কী আর করা যাবে? হাতে তো আর দশটা অলটারনেটিভ নেই। উপায় একটাই। একে লোভ দেখানো। ঠিক মতো লোভ দেখালে অনেক সময় ভীতুরাও পালাতে পারে না। এই ছেলের লোভ কত?

রূপসা চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে শান্তনু দিকে সরাসরি তাকাল। চোখের পাতা না ফেলে নিচু গলায় বলল,'শুধু চোখ কেন? সুন্দর জিনিস তো আমার আরও অনেক আছে। সব সুন্দর জিনিস কি খুলে রাখা যায় শান্তনুবাবু? নাকি সেটা ঠিক? নিন চলুন, ওরা বোধহয় আমাদের খোঁজ করছে।'

শান্তনু মাথা নামিয়ে হাঁটতে শুরু করল। তার বুক কাঁপছে। না, এই মেয়ে পাকার থেকেও বেশি। মারাত্মক মেয়ে।

রেস্তোরাঁর দরজা খুলতেই দেখা গেল ডানদিকের টেবিলে রোহন মিত্র বসে আছে একা। রূপসা আর শান্তনুকে ঢুকতে দেখে বিরক্ত গলায় বলল, 'তোমরা কোথায় গিয়েছিলে? এত দেরি?'

শান্তনু থতমত খেয়ে বলল, 'সরি স্যার, কোথাও যাইনি। রূপসা বাগান দেখছিল। ওদিকে একটা ছোট্ট বাগান...।'

শান্তনুর কথা মাঝখানে থামিয়ে রূপসা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, 'বাপরে কী কড়া অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আপনার রোহন আঙ্কেল! মনে হচ্ছে অফিসটাকে সঙ্গে করে এনেছেন। ব্রেকফাস্ট তো নয়, এবার মিটিং শুরু করবেন। ম্যানেজার মিটিঙে ঢুকতে দশ মিনিট দেরি করেছেন বলে ধমক লাগিয়েছেন।'

রোহন লজ্জা পেল। রূপসা ঠিকই বলেছে। শান্তনুকে দুম্ করে 'কোথায় গিয়েছিলে?' কথাটা বলা ঠিক হয়নি। ওইটুকু মেয়ে রূপসার কানেই যখন লাগল, তখন শান্তনু নিজে কী ভাবল কে জানে। এই ধরনের ভুল সে সাধারণত করে না। রূপসা, শান্তনুকে একসঙ্গে ঢুকতে দেখে কি কোনওরকম রিঅ্যাকশন হল? তা হবে কেন? বয়েস হিসেবে ওদেরই তো একসঙ্গে গল্পগুজব করার কথা। রোহন খানিকটা ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতেই বলল, 'সরি, ভেরি সরি আমি তেমন করে বলতে চাইনি। আসলে তোমরা কেউ আসছ না দেখে আমি নিজেই এক

BanglaBook.org

দফা কফি আর স্যান্ডউইচ খেয়ে নিলাম। ডোন্ট মাইন্ড।'

শান্তনু তাড়াতাড়ি বলল, 'ছি ছি মনে করব কেন?'

রূপসা বলল, 'আমি মনে করব রোহন আঙ্কেল। আমি তো আপনার ম্যানেজার নই। ধমক দিলেই মনে করব। আমার খিদে পাচ্ছে। বাবা কোথায়?'

রোহন এক মুহূর্ত থেমে বলল, 'উনি তোমার মাকে চা পৌঁছে দিতে গেছেন।'

কথাটা বলে হাত উলটে ঘড়ি দেখল রোহন। খানিকটা বিড়বিড় করে বলল, 'কিন্তু সেও তো বেশ খানিকক্ষণ হয়ে গেল। রূপসা তুমি কি একবার উঠে গিয়ে দেখে আসবে? সবথেকে ভালো হয় যদি তুমি তোমার ওনাকে ধরে নিয়ে আসতে পারো। কিছু খেয়ে উনি না হয় মাথা ধরার একটা ওষুধ খেয়ে নিতেন।'

রূপসা আড়চোখে রোহন আঙ্কেলের দিকে তাকাল। মায়ের জন্য এত ছটফটানি কীসের? শান্তনু মুখ নামিয়ে টেবিলের ওপর রাখা মেনু কার্ড উলটোল। 'বিশেষ মানুষ'টি তাহলে মেয়ে নয়, তাহলে মা! এটাই সন্দেহ হচ্ছিল, এবার নিশ্চিত হওয়া গেল।

তবে কথাটা ঠিক। অনীশ তার মাধবীর জন্য গাড়ি পর্যন্ত যা নিয়ে গেছে বেশ খানিকক্ষণই হয়েছে। কাপ ডিশ তাকে বইতে হয়নি। ধাবার একটা ছেলে ব্যালান্স করে নিয়ে গেছে পার্কিং লট পর্যন্ত। মাধবী দরজা বন্ধ করেই বসেছিল। তবে গাড়ির এসি বন্ধ, কাচ নামানো। গাড়ি থেকে নামার সময় রোহন চেয়েছিল, এসিটা চলুক। মাধবীই বারণ করল।

'আপনি সবটাই বন্ধ করে যান রোহনবাবু, ইঞ্জিনটা একটু রেস্ট পাক। আরও তো যেতে হবে।'

অনীশ এসে দরজায় টোকা দিতে চোখ বুজে বসে থাকা মাধবী চমকে উঠল।

'নাও দরজাটা খোল। চা এনেছি।'

ছেলেটা কাপ ডিশ হাতে একেবারে দরজার কাছে এসে দাঁড়ানোর ফলে খানিকটা বাধ্য হয়েই দরজা খুলতে গেল মাধবী। এসব গাড়ির দরজার খোলাও একটা ঝকমারি ব্যাপার। ঝ্যালঝ্যালে হাফ্‌প্যান্ট পরা ছেলেটার অত সময় নেই। সে সিটে বসা মাধবীর হাতে কাপ ডিশ ধরিয়ে দিল জানলা দিয়েই। বলল,'খাওয়া হলে নামিয়ে রাখবেন ম্যাডাম, এসে নিয়ে যাব।'

ছেলেটা চলে গেছে অনীশের দিকে তাকাল মাধবী। সেই তাকানোতেই বিস্ময় আর রাগ দুটোই রয়েছে একসঙ্গে। অনীশ শান্তভাবে বলল, 'নাও, গরম খেয়ে নাও, ভালো লাগবে। একটা স্যান্ডুইচ নিয়ে আসব? খাবে? এতক্ষণ খালি পেটে আছ।'

মাধবী উত্তর না দিয়ে কেটে কেটে বলল, 'লোক দেখাচ্ছ?'

অনীশ শুকনো হেসে বলল, 'তুমি দেখছি সত্যি এখনও রেগে আছ? আমি

ভেবেছিলাম রাগ কলকাতায় রেখে এসেছ।'

মাধবীর ইচ্ছে করছে একটা চুমুকও না দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখতে অথবা জানলার বাইরে হাত বাড়িয়ে কাপটা উল্টে দিতে। কিন্তু সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। মাধবী কাপ হাতে বসে রইল।

অনীশ বলল, 'মাধবী তোমাকে আবার একটা কথা বলি, প্লিজ, এই দুটো দিন রিল্যাক্স করতে দাও। বেরিয়ে যখন পড়েছিই তখন আর কী করা যাবে? ফিরে তো যেতে পারি না।

'তুমি কি রিল্যাক্স করতে বেরিয়েছ?'

অনীশ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আবার কী? আমার তো দারুণ লাগছে। দেখলে না কতটা গাড়ি চালালাম? ভাবছি, এরকম গাড়ি একটা বুক করে দিলে কেমন হয়। দেব নাকি মাধবী?'

মাধবী একথারও উত্তর দিল না। মাথা নামিয়ে একবার চায়ের কাপের দিকে তাকাল। তারপর কেটে কেটে বলল, 'দেখ অনীশ আমাকে মিথ্যে বুঝিও না, তুমি কেন এসেছ আমি জানি। তুমি এসেছ পাহারা দিতে।'

'পাহারা দিতে!'

মাধবী খানিকটা দম নিল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, পাহারা দিতে। আমাকে পাহারা দিতে।'

অনীশ থতমত খেয়ে যায়। এটা মাধবী কী বলছে? সে কি মনে করে রোহন আর তাকে নিয়ে তার মনে কোনও সন্দেহ আছে? এটা ঠিক, রোহন রূপসা কনসালটেনসি ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে তার সঙ্গে যোগাযোগ হালকা হয়ে গেছে। কথাবার্তা, যাতায়াত যেটুকু যা আছে তার বেশিটাই মাধবী আর রূপসার সঙ্গে। রোহন সময় করে ওদের মার্কেটিং বা সিনেমায়ও নিয়ে গেছে। ডিনার সেরে বাড়ি ফিরেছে। সবই অনীশ জানে। এক আধবার যে অনীশ যায়নি এমন নয়। বাড়িতে রোহনের সঙ্গে দেখা হয়। এই তো রূপসার জন্মদিনেই হল। অনীশ অনেক রাত করে ফিরল। প্রায় ঘুম থেকে উঠে এসে রূপসা কেক কাটল। রোহন তখনও বসে ছিল। রূপসা নাকি হুমকি দিয়ে রেখেছিল, কেক না কেটে রোহন আঙ্কেল চলে গেলে বিপদ আছে।

অনীশ গাড়ির জানলায় হাত রেখে নিচু গলায় বলল,'মাধবী, তুমি মাথা ঠাণ্ডা করো। তুমি নিশ্চয় যা বলছ সেটা ভেবে-চিন্তে বলছ?'

'আমার মাথা ঠাণ্ডা আছে অনীশ।'

'ছি ছি, রোহনের মতো একটা চমৎকার ছেলেকে জড়িয়ে এটা তুমি বলছ?'

মাধবী ঠোঁটের কোণে হেসে বলল,'কেন চমৎকার ছেলের আমাকে পছন্দ হতে পারে না?'

BanglaBook.org

অনীশ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, 'আস্তে মাধবী, কেউ চলে এলে শুনতে পাবে।'

মাধবীর হাত একটু কেঁপে উঠল। চা কাপ থেকে চলকে পড়ল ডিশে। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'শুনতে পেলে কী হবে? আই ডোন্ট বদার, তুমি একটা বেশ্যার সঙ্গে রোজ গিয়ে বিছানায় উঠতে পারো তাতে কোনও লজ্জা নেই, আর আমি একজন সঙ্গে প্রেম করলেই কানে আঙুল দিতে হবে কেন?'

অনীশের মনে হচ্ছে, এখান থেকে চলে যাওয়াটাই উচিত তাহলে মাধবীর ইরিটেশনটা কমবে।

মাধবী এবার দু'হাতে ডিশটাকে চেপে ধরে বলল, 'আমি তোমাকে পাহারা দিতে যাই? গেছি কখনও?'

চলে যেতে গিয়েও অনীশ থমকে দাঁড়াল।

'তুমিই তো আমাকে আসতে বলেছিলে। বলোনি?'

অনীশ কিছু একটা বলতে গেল, কিন্তু তার আগেই মুখ ফিরিয়ে দেখল রূপসা আসছে। সে মাধবীর দিকে ফিরে ঠোঁটে আঙুল দিল।

রূপসা কাছে এসে বলল, 'বাঃ দুজনে দিব্যি এখানে বসে গল্প চালাচ্ছ? ওদিকে আমরা ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে বসে আছি।'

অনীশ শুকনো হেসে বলল, 'তোর মাকে চা দিতে এসেছি।'

রূপসা দূর থেকে অতটা বুঝতে পারেনি, কিন্তু কাছে এসেই বুঝতে পারল, আবার গোলমাল। বাবা আসায় মা যে বিরক্ত হয়েছে সকাল থেকেই আঁচ করছিল। গাড়িতেও চুপ করে রইল। মাধবী গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'যা রূপসা তোরা চট করে খেয়ে আয়। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

অনীশ পিছন ফিরে হাঁটতে লাগল।

রূপসা এগিয়ে এল। গাড়ির জানলা দিয়ে মায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে নিচু গলায় বলল, 'সেরে আয় মানে? তুমিও চলো। কিছু না খাও, আমাদের সঙ্গে বসবে। ওরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। সবাই মিলে বেড়াতে এসেছি, তুমি যদি পার্টিসিপেট না করো তাহলে কী ভাববে?'

মাধবী মুখ ফিরিয়ে বলল, 'ভাবাভাবির কী আছে? মাথা ধরেছে তাই বসে আছি।'

রূপসা হাত বাড়িয়ে মাধবীর একটা হাত ধরল। হেসে বলল, 'ইউ আর লুকিং গর্জাস মা। তুমি যদি একবার না নামো তাহলে এই ওয়ে সাইড ধাবা একজন সুন্দরী মহিলাকে মিস্ করবে।'

মাধবী মেয়ের হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, 'ফাজলামি কোরো না, আমার ভালো লাগছে না। তুমি আমাকে একা থাকতে দাও।'

BanglaBook.org

রূপসা এবার হাত বাড়িয়ে নিজেই দরজা খুলল।

'না দেব না। মা সবাই বুঝতে পারছে, তোমার মাথা ধরেনি। তুমি বানিয়ে বানিয়ে বলছ। স্পটে গিয়ে তুমি যদি এই কাণ্ড করো তাহলে গোটা ট্যুরটা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। বিশেষ করে রোহন আঙ্কেল উইল বি আপসেট। সে বেচারি এখনই মুখ শুকিয়ে বসে আছে।'

মাধবী একটা পা গাড়ির বাইরে নামিয়ে ভুরু তুলে বলল, 'কেন? সে কেন আপসেট হবে?'

রূপসা অবাক গলায় বলল, 'বাঃ হবে না? উনি এত অ্যারেঞ্জমেন্ট করলেন কেন? আমরা যাতে খুশি হই সেই কারণেই তো। আর তুমি মুখ হাড়ি করে বসে আছো। এটা কি ঠিক? সো, যতই তোমার মাথা ব্যথা করুক, আর কান কটকট করুক, ইউ সুড বি চিয়ারফুল ফর টু ডেইজ। আর কারও জন্য না হোক, তোমার রোহন আঙ্কেলের জন্যই হাসিখুশি থাকা উচিত। হি ইজ ওয়েটিং ফর ইউ মা। প্লিজ ডোন্ট স্পয়েল দ্য মুড।'

মাধবী মেয়ের কথা শুনে চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। বাঃ, মেয়েটা এত গুছিয়ে কথা বলতে শিখে গেল! এখনকার ছেলে মেয়েরা এরকমই হয় বোধহয়। বাইরে থেকে হালকা পলকা, কেরিয়ারিস্ট বলে মনে হলেও আসলে ভেতরে ভেতরে ওরা খুব শক্ত। ইমোশনগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করতে শিখে গেছে। না, আর চিন্তা নেই। রূপসা সত্যি বড় হয়ে গেছে। সে নিজের ভালো-মন্দ নিজেই ঠিক করে নিতে পারবে। মাধবী গাড়ি থেকে নেমে শাড়ি ঠিক করতে করতে বলল, 'ঠিক আছে চল।'

রূপসা মুখে হাসল, মনেও হাসল। এটা তার একটা পরীক্ষা ছিল। খুব ছোট পরীক্ষা। রোহন আঙ্কেলের জন্য মা কতটা দুর্বল তার পরীক্ষা। মা যদি এইটুকু সময় গাড়িতে বসে থাকত, কিছু এসে যেত না। ব্রেকফাস্ট গাড়িতে বসেও করা যায়। কিন্তু রেস্তোরাঁয় রোহন আঙ্কেলের একটা চাপা ছটফটানি একটু আগেই নজরে পড়ছে। সেই ছটফটানির খানিকটা সে তার মায়ের কাছ পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল, দেখতে চেয়েছিল মা তা অ্যাকসেপট করে কি না। করেছে। সত্যি কথা বলতে কী মনে হচ্ছে সেই কারণেই রোহন আঙ্কেলের এক অনুরোধেই সে মাকে ডাকতে গাড়ি পর্যন্ত চলে আসে।

মাধবী রেস্তোরাঁর কাছাকাছি এসে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তুই কি তোর বাবাকে আজ আসতে বলেছিলি?'

রূপসা অবাক হয়ে বলে,'আমি! কই না তো। কেন বলো তো? এনিথিং রং?'

মাধবী নিচু গলায় বলল, 'না, কিছু নয়।'

রূপসা দু-পা হেঁটে বলল, 'হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে, কাল বাবাকে অফিসে ফোন করে ড্রেসের কালার জানতে চাইছিলাম। জঙ্গলের ড্রেস।'

কথা শেষ করে রূপসা হাসল। রেস্তোরাঁর কাচের দরজা ঠেলতে ঠেলতে রূপসা দেখল তার মাকে সত্যি খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। অতখানি অনাবৃত কাঁধ, হাত সকালের আলোয় ঝলমল করছে। রেস্তোরাঁয় বসে থাকা অনেকেই ঘুরে তাকাল। মা শাড়িটা টেনে পিঠ ঢাকল। রূপসা চট করে একবার তাকিয়ে নিল নিজেদের টেবিলের দিকে। রোহন আঙ্কেল আর বাবা মুখোমখি বসেছে। মা কোথায় বসবে? রোহন আঙ্কেলের পাশে?

মাধবী চেয়ার টেনে অনীশের পাশে বসল। হেসে বলল, 'সরি, দেরি করিয়ে দিলাম। আসলে মাথাটা...।'

ব্রেকফাস্ট টেবিলে সাজানোই ছিল। টোস্টের প্লেট টেনে নিতে নিতে রোহন হেসে বলল,'আর একটু দেরি হলে ভালো হত, একেবারে লাঞ্চ করে বেরোতাম।'

সবাই হেসে উঠল। মাধবী হাসল সবথেকে বেশি। শান্তনু উদ্‌গ্রীব হয়ে জিগ্যেস করল, 'ম্যাডাম আপনার মাথার অবস্থা কী?'

রূপসা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, 'খারাপ। বাবার ড্রাইভিং-এ মা'র মাথা ধরেছে। এবার আপনার পালা। আপনার জন্য কী হবে কে জানে। আমি তো বাবা আগেই ট্যাবলেট খেয়ে উঠব।'

শান্তনু মাথা ঝুঁকিয়ে বো করার ঢঙে বলল, 'ইটস্ মাই প্লেজার?'

আবার সবাই হেসে উঠল। রূপসার মনে হল রোহন আঙ্কেলকে নিজের হাসি দেখানোর জন্য মা একটু বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তার 'আপসেট' মুডটা কাটাতে চাইছে। অমলেটের বড় একটা টুকরো মুখে পুরে রোহন বলল, 'আপনারা যদি অনুমতি দেন তাহলে, আমি চট করে একটা ইমপর্টান্ট অ্যানাউন্সমেন্ট সেরে ফেলতে পারি।'

রূপসা চিজ্ স্যান্ডউইচ অর্ডার দেওয়া ফলে তার খাবার আসতে একটু দেরি হয়েছে। সে স্যান্ডউইচ তুলে বলল, 'ইমপর্টান্ট হলে শুনব, আর্জেন্ট হলে নয়।'

শান্তনু বলল, 'আবার সেই আর্জেন্ট সিনড্রোম?'

অনীশ পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে বলল, 'আমরা হেলাফেলা করছি বটে, কিন্তু সেই মেয়ের শেষ আর্জেন্ট ফাইলটা কিন্তু সত্যি আর্জেন্ট ছিল। ভেরি ভেরি আর্জেন্ট। ইনফ্যাক্ট এটায় রিঅ্যাকট করতে দেরি হলে আমাদের বড় ক্ষতি হত। ক্ষতি যে হবেই না, তা বলছি না তবে ঠেকানোর একটা চেষ্টা হচ্ছে।'

শান্তনু বলল, 'তাই নাকি?'

অনীশ কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে সামান্য হাসল। বলল,'রিচি চাকরি চলে যাওয়ার পর পরই এই ফাইলটা রেডি করে গেছে। সেদিক থেকে ইট ওয়াজ

BanglaBook.org

হার লাস্ট জব। মুরলী তো আমাকে দিতেই চাইছিল না। আমিই ইন্টারেস্টেড হয়ে নিলাম। ইনফ্যাক্ট পাগলামির মাত্রা দেখার জন্য।'

রোহন বলল, 'তারপর?'

অনীশ কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'তারপর কাল রাতে বাড়িতে ফাইল খুলে দেখি মারাত্মক কাণ্ড! খুব প্রেস্টিজিয়াস পার্টির কেস।'

মাধবী টোস্টে কামড় দিয়ে বলল, 'এটা কি অফিস? এখানে কি শুধু অফিসের গল্প হবে?'

রূপসা লাফিয়ে উঠল, 'ঠিক, এই কথাটাই একটু আগে রোহন আঙ্কেলকে বলছিলাম মা। মনে হচ্ছে, একটু পরে আমাকে ডিকটেশন নিতে বলবে। ম্যানেজার সাহেব তো আছেনই।'

অনীশ হাত তুলে বলল, 'সারেন্ডার, সারেন্ডার। নো অফিস মোর।'

রোহন হেসে বলল,'আমাকে কিন্তু একটু অফিসের কথা বলতেই হবে। ঠিক অফিস না বলে অফিসিয়াল কাজ বলাই ভালো। যেহেতু এই ট্যুরটা সেই কাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেই কারণেই বলে নেওয়া প্রয়োজন। পরেও বলা যেত, স্পটে গিয়েও, কিন্তু তখন সবাই যদি বলে ও এই ব্যাপার, বেড়াতে নিয়ে আসব বলে ভুলিয়ে ভালিয়ে কাজে নিয়ে আসা হল। বিশেষ করে রূপসাকে আমার খুবই ভয়। ইনফ্যাক্ট স্যার সঙ্গে আসায় আমার উপকার হল। হি ক্যান অ্যাডভাইস।'

মাধবী চোখ তুলে বলল, 'খেলনা না ভিডিও গেমস্?'

রোহন চায়ের পট টেনে নিয়ে হেসে বলল, 'কোনওটাই নয়। একটা ছোট্ট জায়গা কিনতে চলেছি, নতুন জায়গা। রিসর্ট ধরনের কিছু একটা তৈরি করব। বিজনেস হবে, আবার নিজেরাও ইচ্ছে হলে বেড়াতে আসতে পারব। রূপসা যখন নতুন গাড়িতে বেরোবে বলল, তখনই ভাবলাম এক ঢিলে দুই পাখি মেরে দিই। গাড়িতে তুলে আপনাদের স্পটটা দেখিয়ে আনি। শান্তনুও সঙ্গে এসে পড়েছে। কলকাতায় ফিরে ফাইনাল করার আগে ও দেখে নিতে পারবে। তবে সবার আগে আপনাদের জায়গাটা পছন্দ হওয়ার দরকার।' থামল রোহন। মাধবী জলের গ্লাস তুলে চুমুক দিল। রোহন আবার শুরু করল।

'আপনাদের মতের ওপর আমি অনেকটা ডিপেন্ড করে আছি। জায়গা সুন্দর না খারাপ মেয়েরা বেশি ভালো বলতে পারে। ইনফ্যাক্ট ছোটখাটো ট্যুরগুলোর ব্যাপারে এখনও বাড়ির মেয়েরাই ডিসাইডিং ফ্যাক্টর। সুতরাং আপনারা গ্রিন সিগন্যাল দিলে তবেই আমি এগোবো। বেড়াতে নিয়ে আসার নাম করে আপনাদের ব্যবসার কাজে জড়িয়ে নিলাম বলে দুঃখিত। তারওপর আবার রূপসার দায়িত্ব সবথেকে বেশি। তাকে জায়গাটার একটা নাম ঠিক করে দিতে হবে। আমি অবশ্য

BanglaBook.org

আগেই ওকে হিন্ট দিয়ে রেখেছিলাম। নামের ওপর অনেকটা নির্ভর করছে।'

কেউ কিছু বলার আগেই অনীশ হাততালি দিয়ে উঠল। রোহনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'কন্‌গ্র্যাচুলেশন রোহন। আই ফিল প্রাউড ফর ইউ।'

রোহন চেয়ার ছেড়ে সামান্য উঠে অনীশের হাতটা ধরল। বলল, 'থ্যাঙ্কু স্যার, তবে বড় কিছু নয়। আজকাল বিদেশের মতো এখানেও উইকএন্ড ট্যুরিজম্ খুব ডেভলপ্ করেছে। মানুষ যত ব্যস্ত হয়ে পড়বে তত লং জার্নির বদলে ছোটখাটো ঘুরে আসায় বেশি জোর দেবে।'

রূপসা তাকিয়ে দেখল, মা মাথা নামিয়ে ন্যাপকিনে ঠোঁট মুছছে। তবে মুখটা যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ডানপাশে মিস্টার ভোদাই তার বসের দিকে তাকিয়ে আছে গদ্‌গদ্ মুখে।

মাধবী মেয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কী রে পারবি তো? দেখবি শেষে গোবরডাঙা টাইপের কোনও নাম দিস্ না। রোহনবাবুর ইনভেস্টমেন্ট একেবারে জলে যাবে।'

শান্তনু কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'ম্যাডাম, আমার বড়পিসির বাড়ি কিন্তু গোবরডাঙা। একবার গিয়ে পড়লেই হল, পিসিমা এমন ঠেসে খাওয়াবেন...।'

রূপসা বলল, 'রোহন আঙ্কেল আমরা কি আজ ওই জায়গাতেই থাকব?'

রোহন উঠতে উঠতে বলল, 'না না, সেখানে এখনও থাকার মতো কিছু হয়নি। একেবারে ফাঁকা। আমরা থাকব স্পট থেকে খানিকটা দূরে। একটা গেস্ট হাউস বুক করা হয়েছে। রূপসা, আমরা ঠিক করেছিলাম, মোবাইল ফোন আনব না। তাই তো? আমি আনিওনি, কিন্তু মোবাইল ব্যবহার করব না এমন কথা ছিল না। সুতরাং শান্তনু তোমার ফোনটা দাও, আমি গেস্টহাউসের বিশ্বনাথকে ধরে বলে দিই, আমরা ইতিমধ্যে ঘন্টাদুয়েক লেট।'

শান্তনু জিগ্যেস করল, 'বিশ্বনাথ কে?'

'আমরা যেখানে থাকব সেখানকার গেস্টহাউসের কেয়ারটেকার। কাল রাতেই সব বলা আছে। আজ শুধু হেডটা বাড়িয়ে দিই। তিনের জায়গায় পাঁচ।'

বাকিরা গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলে, মাধবীর কানের কাছে রূপসা মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'থ্যাঙ্কু মা, থ্যাঙ্কু ভেরি মাচ। তুমি এরকম হাসি হাসি মুখ করে থাকো দেখি।'

মাধবী হাসল।

BanglaBook.org

মাঝের সিটে অনীশ আধশোয়া হয়ে ঘুমোচ্ছে। গাড়িতে উঠতে উঠতে সে হাই তুলে বলছিল, 'আর কতটা রোহন?'

'খুব বেশি নয়।'

মাধবী বলল, 'রোহনবাবু দেখছি ভাঙবেন তবু মচকাবেন না। কিছুতেই জায়গা বলা নেই। তাই তো?'

রোহন হেসে বলল, 'আপনারা চাইলে বলে দিতাম। আপনার কি চাইছেন?'

রূপসা চিৎকার করে উঠল, 'না না চাইছি না। এখন একেবারেই চাইছি না।'

অনীশ বলল, 'থাক না রোহন, আর তো বেশি দেরি নেই। পৌঁছেই রহস্যভেদ হবে।'

রোহন হেসে বলল,'এই খেলাটার এটাই বোধহয় মজা। একটা সময়ের পর তখন কোথায় যাচ্ছি আর জানতে ইচ্ছে করে না।'

অনীশ বলল, 'তবে এই হাফে কিন্তু আমি লম্বা একটা ঘুম দিতে চাই। মা, মেয়ের সাজার ঠেলায় মাঝরাতেই ঘুম ভেঙেছে। তারপরে রোহনের ওই বিকট ভ্যাঁ ভ্যাঁ করা অ্যালার্ম ক্লক। বাপ্‌রে কী জিনিস একটা গছিয়েছো।'

রোহন প্রথমে ভুরু কুঁচকে মাধবীর দিকে তাকাল, তারপর বলল,'ও হো ওই যে ক্রাইং হোয়াং? রূপসা যার নাম দিয়েছে কাঁদুনে? আমি ভেবেছিলাম জিনিসটা এখানে চলবে স্যার। অর্ডার দিয়ে আনালামও বেশ কয়েকটা। কিন্তু তেমন বিক্রি হল না, বাইরে কিন্তু চলে। আজকাল অ্যালার্ম ক্লকের কনসেপশনটাই বদলে গেছে। আগের মতো আর নেই যে হাত বাড়িয়ে ঘড়ির মাথা টিপে দিলাম আর আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। এটা এখানে কেন যে নিল না বুঝতে পারলাম না।'

অনীশ বলল, 'ঠিক হয়েছে, বাঙালি ভোরবেলা কান্নাকাটি পছন্দ করে না। তুমি এখন বলো তো তোমার এই প্লেনের কোথায় বসলে নিশ্চিন্তে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারব।'

তারপর অনীশ নিজেই বেছে নিয়েছে মাঝের সিট। যদিও সে চেয়েছিল একেবারে পিছনে গিয়ে টান টান হয়ে শুয়ে পড়বে। কিন্তু রূপসা রাজি হয়নি। এবার সে পিছনে বসেছে, তার পাশে শান্তনু। যদিও রূপসার ইচ্ছে ছিল, আগের

BanglaBook.org

মতো সামনেই বসতে। রোহন গাড়ি চালাবে শুনে সে সামনের দরজা খুলে উঠতেও যায়। মাধবী এগিয়ে এসে চাপা গলায় বলে, 'আমি এবার সামনে বসব?'

রূপসা চমকে ওঠে। মা নিশ্চয় রোহন আঙ্কেলের জন্যই বলছে।

'দূর, তুমি সামনে বসে কী করবে? ড্রাইভারের পাশে বসে নেভিগেটাররা। নো হোয়ারের রুটে গাড়ি চালানো চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। জবরদস্ত নেভিগেটর দরকার। নইলে রুট গোলমালের চান্স। কী রোহন আঙ্কেল ঠিক কি না?'

কথা বলতে বলতে গাড়ির সামনের দরজা খুলেও ফেলে রূপসা। হাতের ব্যাগটা রাখে সিটে। আর তখনই রোহন বলে, 'কথাটা ঠিকই, কিন্তু ম্যাডাম যখন চাইছেন ওঁকেও এবার একটা চান্স দেওয়া উচিত। ওর গাড়ির ব্যাক সিটে বসার এক্সপিরিয়েন্স তো হল, এবার ওঁর সামনে বসারও একটা অভিজ্ঞতা হয়ে যাক। পরে বলতে পারবেন, রোহনবাবু, আপনার গাড়ির একেকটা দিক একেকরকম খারাপ।'

কথা শেষ করে নিজেই হাসল রোহন। রূপসার মনে হল, বানানো হাসি। আসলে মাকে পাশে বসাতে চাইছে রোহন আঙ্কেল। সেই জন্য বানানো যুক্তির পর বানিয়ে হাসতে হল। তবে এরপর আর জোর করা যায় না। বাবা কি বুঝতে পারল? হয়তো পারল। তবে সে ধরে ফেলেছে। মা যেমন মেয়েদের চট করে ধরে ফেলে মেয়েরাও পারে। রূপসার অনেকদিন ধরেই সন্দেহ ছিল। ভালোই হল, এই ট্যুরে এসে সেটা পরিষ্কার হল। এক সঙ্গে তো বেরোনো হয় না। ভবিষ্যতে আর হবে কি না সন্দেহ। মনে হয় না হবে।

মনে রাগ হলেও মুখে হাসল রূপসা। বলল, 'তাহলে হিসেব মতো তো এবার আমাকে একেবারে পিছনে গিয়ে বসতে হয়। তাই তো রোহন আঙ্কেল? আপনার ব্যাক সিট কেমন খারাপ বুঝতে হবে তো? ঠিক আছে তাই যাচ্ছি, তবে নেভিগেটর হিসেবে মা কেমন সেটা কিন্তু নজর রাখব, মনে থাকে যেন?'

মাধবীকে টপকে রূপসা যখন গাড়ির পিছন দিকে যাচ্ছে, মাধবী নিচু গলায় মেয়েকে বলল, 'থ্যাঙ্কু।'

অনীশ হাত ছড়িয়ে বলল, 'অগত্যা। মা মেয়ের টানাটানিতে আমাকে মাঝখানেই ঝুলতে হবে মনে হচ্ছে। রোহন তাহলে আমি মিডল সিটেই দেহ রাখলাম।'

শান্তনু দাঁড়িয়ে ছিল গাড়ির ওপাশে। যত সময় যাচ্ছে তার সামনে যেন একটা একটা করে পর্দা সরছে। সে অচেনা এই দলের মানুষগুলোকে খানিকটা খানিকটা করে বুঝতে পারছে। আবার পারছেও না। যেমন রোহন মিত্র। নিজের অফিসে সারাক্ষণ অবিবাহিত, প্রায় তরুণ এই এন্টারপ্রেনিয়রটি সবসময়ই যেন টগবগে হয়ে আছে। ব্যবসা কী করে বাড়ানো যাবে, নতুন কী ভেঞ্চার নেওয়া

BanglaBook.org

যাবে তার চিন্তায় ফুটছে যেন। মেয়েদের প্রতি আলাদা কোনও আকর্ষণ বিকর্ষণ আছে বলে কেউ কোনওদিন শোনেনি। সেই রোহন মিত্র মানুষটা যে আর একটা মাত্রা আছে কে জানতো? মাধবী চৌধুরির প্রতি সে যে দুর্বল তা এখন জলের মতো পরিষ্কার। কিন্তু ওই মহিলা? ওই মহিলাও কি নয়? অনীশবাবু মানুষটা আপাত শান্ত, ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কোন একটা গোলমাল আছে। সব সময়ই যেন ব্যাকফুটে। গোলমালটা কার সঙ্গে? মাধবী চৌধুরি? উনি কি তার স্ত্রী আর রোহন মিত্রর সম্পর্কের ব্যাপারে কিছু জানেন? তবে এই সামান্য সময়ে শান্তনুর আবার মনে হচ্ছে, সবথেকে ইন্টারেস্টিং রূপসা। একই সঙ্গে ছেলেমানুষ এবং পরিণত। সে শুধু পুরুষমানুষদের সঙ্গে নয়, নিজের মায়ের সঙ্গেও খেলে। খেলা যেরকমই হোক ম্যানেজমেন্ট পাস করা শান্তনু এটকু বুঝে গেছে এই মেয়ের হাতে খেলতে খারাপ লাগে না। নিজের মনেই হাসল শান্তনু।

রূপসা জানলা দিয়ে মুখ বের করে চিৎকার করে বলল, 'না হেসে পিছনে উঠে আসুন শান্তনুবাবু। এই মিউজিকাল চেয়ারে আপনি এমন একজন খেলোয়াড় যে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে। খেলায় অংশ নেবে না।'

শান্তনু মুখটা এমন করে গাড়ি দরজাটা খুলল যেন গাড়ি চালাতে না পারায় সে ভেঙে পড়েছে। রাগের মাঝখানেও রূপসা হেসে ফেলল। গাড়ি চালাতে পারলে খুশি হতো কি না বলা কঠিন কিন্তু এখন পিছনে তার পাশে বসে মিস্টার ভোঁদাই যে খুবই আহ্লাদিত হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মাঝখানে একজন ঘুমোচ্ছে। সামনে বস অন্যের বউয়ের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলবে, আর উনি সুন্দরী কচি মেয়ের পাশে বসে যাবেন। একটু পেট-টেট দেখা গেলে তো দারুণ।

সত্যি সত্যি সিট হ্যান্ডেল খুলে দেওয়ার পর মাঝখানের সিটটা ছোটখাটো একটা বিছনার চেহারা পেয়েছে। পা রাখতে কষ্ট হচ্ছে এমনটাও নয়। লম্বা মানুষ হলে একটু ভাঁজ করলেই চলে যায়। অনীশ আধশোয়া হয়েই শুয়েছে। বাইরে রোদ বেড়েছে। রাস্তাও ফাঁকা হচ্ছে ক্রমশ। গাড়ি ছুটছে, কিন্তু আগের মতো জোর নেই। এখন পথ আর তত ঝকঝকে তকতকে নয়। ভাঙাচোরা, গর্ত আছে। চওড়াতেও কমে এসেছে। গাড়ি চালাতে হচ্ছে সতর্ক হয়ে। গায়ের ওপর উলটোদিকের গাড়িগুলো এসে পড়ছে। টেপ চালানোর আগে রোহন গলা তুলে রূপসার কাছে গানের চয়েস চাইল।

'হ্যারি বেলা ফন্ডা, জন লেনন না ম্যাডোনা? হিন্দিও হতে পারে। কী চালব?'

রূপসা একবার ভাবল বলে, 'মাকে জিগ্যেস করুন।' কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, কথাটা খারাপ শোনাতে পারে। ঝগড়া করে নয়, মা এবং রোহন আঙ্কেল

BanglaBook.org

দুজনেই তার কাছে জবাব পাবে অন্য ভাষায়। সে গলা তুলে বলল, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত বাদ দিয়ে যা খুশি।'

রোহন বলল, 'কেন? রবীন্দ্রসঙ্গীত নয় কেন?'

রূপসা পাশে বসা শান্তনুর দিকে তাকাল। শান্তনু জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। ছেলেটা বাঘ থেকে আবার বেড়াল হয়ে গেল নাকি? তাকাতেও ভয় পাচ্ছে! অসুবিধে কী, চুরি করে তাকাক। কায়দা করে টপের ওপর একটা বোতাম খুলে নিয়েছে সে। বেড়ালের উঁকি মারতে সুবিধে হবে।

রূপসা বলল, 'মা সেনস্‌লেস হয়ে যেতে পারে। কখনও কখনও রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলে মার এরকম হয়। বসে আছে, কথা বলছে কিন্তু সেনস্ নেই। খুব ইচ্ছে আছে একদিন ধীরাকে দিয়ে টেস্ট করে দেখব। রান্না কিছু পুড়িয়ে দেখতে হবে, রবীন্দ্রসঙ্গীতে মার স্মেলিং সেনস্‌ও নষ্ট হয় কি না।'

কথা শেষ হতে মাধবী বলল 'মার খাবি রূপসা।'

গলা অনেক সহজ। কে বলবে খানিকটা আগেও এই মহিলা তার স্বামীকে বিশ্রি ভাষায় গাল করছিল? অনীশ মাঝখান থেকে চোখ বোজা অবস্থাতেই বলে উঠল, 'আচ্ছা মা-মেয়ের পাল্লায় পড়া গেল তো, সকালে হাসাহাসি করে ঘুম ভাঙাল, এখন ঝগড়া করে ঘুমোতে দিচ্ছে না।'

রোহন আওয়াজ করে হেসে উঠল। চিৎকার করে বলল, 'সাইলেন্স!'

নিচু ভল্যুমে লেনন চলছে।

'ইমাজিন দেয়ার ইজ নো হেভেন/ ইটস্ ইজি ইফ্ ইউ ট্রাই/ নো হেল বিলো আস/ইমাজিন অল দ্য পিপল্/ লিভিং ফর টুডে...'

কাচ তোলা থাকার কারণে বাইরে শব্দ প্রায় আসছেই না। কোনও কোনও ট্রাক ঘাড়ের কাছে এসে তীব্র হর্ন বাজালে অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। ভেতরে কোনও কথা নেই। যদি বা কেউ বলে সে এতটাই গলা নামিয়ে বলছে যে গান টপকে সে গলা শোনাও যাচ্ছে না। গাড়িটা একটা গর্তে পড়ে লাফিয়ে উঠল। মাধবী বলল, 'আস্তে চালান।'

রোহন পাশ ফিরে হাসল। বলল, 'সরি, লাগল?'

মাধবী বাইরে তাকিয়েছিল। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'লাগার জন্য বলিনি, রাস্তাটা খারাপ।'

'ভয় পাবেন না। আমি অ্যালার্ট হয়েই চালাচ্ছি। কিন্তু কী করব বলুন বসের ভাগ্যে পড়ল ভালো রাস্তা, আর আমি যেই এসে স্টিয়ারিং ধরলাম, রাজ্যের গর্ত এসে সামনে পড়ছে। মনে হচ্ছে দে ওয়্যার ওয়েটিং। কখন এই বেটা গাড়ি চালাবে। চালালেই ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব।'

কথা শেষ করে রোহন হাসল। মাধবীর ভালো লাগছে। খুব ভালো লাগছে।

BanglaBook.org

শুধু আজ নয়, এই মানুষটার সান্নিধ্য তার সবসময় ভালো লাগে। সেই প্রথম দিন থেকে। কিছু মানুষের একধরনের মন ভালো করে দেওয়া পার্সোনালিটি থাকে। রোহনের তা আছে। অথচ বয়স দু-চার বছর কমই হবে। এই মানুষটা কি শুধু মন ভালো করে? শরীর করে না?

সেদিনের ঘটনা স্পষ্ট মনে আছে। খুঁটিনাটি সব কিছু। একেবারে ছবির মতো। এত ডিটেইলসে কোনও কথাই মনে থাকে না, কেউ রাখে না। মাধবী রেখেছে। কারণ সেই ঘটনার মধ্যে একই সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভালোবাসা, অপরাধ আর তৃপ্তি। কখনও কখনও মাধবী নিজেকে প্রশ্ন করেছে, কোনটা বেশি? পরে বুঝেছে বেশি কম নয়, আসলে তিনটেই সত্যি ছিল। সত্যি এবং কাঙ্ক্ষিত।

মাধবী সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল। গান হচ্ছে, ইমাজিন অল দ্য পিপল্, লিভিং লাইফ ইন পিস...।

আসলে সেদিন ঘটনাটা শুরু হয়েছিল সকাল থেকেই। তখনও রোহন রূপসা কনসালটেনসিতে কাজ করছে। সকাল থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। ঘ্যান ঘ্যানে বৃষ্টি। এই বৃষ্টি একধরনের আলস্য তৈরি করে। মনে হয়, দূর আজ কিছু করব না। অনীশের গাড়িতেই রূপসা কলেজে রওনা দিল। মাধবী একবার বলল, 'আজ না গেলেই নয়?'

রূপসা বলল, 'খেপেছো? আমি কি এখনও স্কুলে পড়ছি যে বৃষ্টি হলে রেনি ডে?'

'ভালো করে ভেবে দেখ, তুই যদি থাকিস আমিও অফিসে যাব না। দুজনে খিচুড়ি খেয়ে ঘুমোবো।'

রূপসা বলল, 'ঘুমোবে আর ভুঁড়ি বানাবে।'

মাধবী চোখ তুলে বলেছিল, 'তুমি এটা ভালো করেই জানো রূপসা, তোমার মায়ের শরীরে ফ্যাট লাগা অত সহজ নয়। সুতরাং ও ভয়টি দেখিও না। ঠিক আছে ঘুমোব না, চল দুজনে মিলে সিনেমা দেখে আসি।'

রূপসা দ্রুত হাতে বই খাতা ব্যাগে ভরতে ভরতে বলল, 'আমার দেখা হয়ে গেছে।'

মাধবী বলল, 'বাঃ, আমাকে একবার বললি না?'

রূপসা অবাক হয়ে বলল, 'এমন করে বলছো, যেন সব ছবি দেখার সময় তোমাকে নিয়ে যাই। লাস্ট সাটার ডে সবাই চেপে ধরল, শেষের ক্লাস দুটোও ফাঁকা ছিল, ব্যস্ চলে গেলাম।'

'এবার আমি কী করে দেখব?'

'নিজে চলে যাও।'

'দূর এই বয়েসে একা একা সিনেমা দেখা যায়?'

BanglaBook.org

রূপসা হেসে বলল, 'তাহলে একটা কাজ করো মা, একজন বয়ফ্রেন্ড ফিট করো, বাবা তো যাবে না, সেই লোকটা টিকিট কেটে হলের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামবে। তুমি গম্ভীর মুখে বলবে, আপনি এবার একটু ঘুরে আসুন, পিকচার শেষ হলে একটা ট্যাক্সি ডেকে আনবেন, আমি বাড়ি যাব।'

রূপসার বলার কায়দায় মাধবী হেসে ফেলল।

'কেন বুড়িদের বুঝি গাড়িওলা বয়ফ্রেন্ড হতে পারে না?'

রূপসা এগিয়ে এসে মায়ের মুখোমুখি দাঁড়াল।

'তোমার মতো বুড়ি হতে পারলে আমি ধন্য হয়ে যেতাম। বাপ্‌রে কে বলবে আমি তোমার মেয়ে? একটা কথা বলব, রাগ করবে না তো মা?'

মাধবী চোখ পাকিয়ে বলল, 'অনেক পাকামি হয়ে গেছে আর নয়।'

'আমার বন্ধুরা সবাই বলে, ইস্ তোর মা এই ফিগার মেইনটেইন করে কী করে? আজকাল আমারও মাঝে মাঝে হিংসে হয়। লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাকে দেখি।'

মাধবী চড় বাড়িয়ে মেয়ের দিকে এগিয়ে গেল।

অনীশের সঙ্গে রূপসা বেরিয়ে যাওয়ার পর মাধবী সিঁড়ি চালাল, খানিকটা ঘরে ঘোরাঘুরি করল। তারপর ঠিক করল, সেও অফিসে যাবে। এরকম দিনে একা বাড়িতে থাকার মানে হয় না। সে তৈরি হতে হতে ধীরাকে বলল, 'যা তো চট করে একবার দেখে আয় জল জমেছে কিনা।'

ধীরা ঘুরে এসে খবর দিল, রাস্তায় জল জমেনি, তবে কাদা জমেছে। তার চোখের সামনে দুজন নাকি পড়েও গেল। তার মধ্যে এক মহিলার জুতো ছিটকে পড়েছে নর্দমায়। কাঠি দিয়ে পাঁক খুঁচিয়ে সেই জুতোর খোঁজ চলছে। সর্বমোট তিনখানা জুতো পাওয়া গেছে। তবে সেই মহিলা বলছে, একটাও নাকি তার জুতো নয়। তার জুতোয় হিল আছে। জুতো বৃত্তান্ত বলতে বলতে বালিকা ধীরার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। মনে হল, চলে আসতে হয়েছে বলে সে খুবই দুঃখিত। গল্পের শেষ দেখতে পারলে খুশি হত।

যাওয়াটা সমস্যা হলেও ফেরার সময় অফিসের গাড়ি থাকবে। জল কাদার কথা মাথায় রেখে শাড়ি বাছল মাধবী। শাড়ি গায়ে দেওয়ার আগে আয়নার সামনে দাঁড়াল। ফ্যাট জমা বিচ্ছিরি নয়, কিন্তু সত্যি কি তার শরীরটা সুন্দর? রূপসা কি বাড়িয়ে বলল? মেয়েরা মেয়েদের শরীরের সৌন্দর্য সবটা জানতে পারে না। একটা অংশ পারে। তারা কেবল দেখতে পায়। আসল সৌন্দর্য বুঝতে পুরুষমানুষ লাগে। সেই সৌন্দর্যের আয়না পুরুষমানুষের শরীর। সেই শরীর বলে দেবে সত্যি কতটা সুন্দর। রূপসা ছেলেমানুষ, ওরা শুধু চোখ মুখ দেখে। বুক আর পেটের মেদ মাপে। ওরা এর কী বুঝবে? বয়স যত বাড়তে থাকে, হারিয়ে

BanglaBook.org

যেতে থাকা সেই সৌন্দর্যের জন্য মেয়েরা অধীর হয়ে ওঠে। গভীর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে, স্বামী কি ডাকবে? নাকি গায়ে হাত দিলে বিরক্ত গলায় বলবে, 'আঃ বিরক্ত কোরো না, কাল ভোরে উঠতে হবে।' মাধবী নিজের মনেই হাসে, শাড়ি পরতে থাকে। জানাজানি বড় কথা নয়, সে বিশ্বাস করে, সে সুন্দরী নয়। যদি হত তাহলে অনীশকে এভাবে বাইরের মেয়ের কাছে ছুটে যেতে হত না। কখনও কখনও মনে প্রশ্ন জাগে সে কি শীতল?

মনটা খারাপ হয়ে গেল মাধবীর। আশ্চর্য খানিক আগে মেয়ের সঙ্গে যে বিষয় নিয়ে হাসি ঠাট্টা করছিল, সেটাই মন খারাপের কারণ হয়ে গেল!

মাথায় ছাতা দিয়ে ফ্ল্যাটের বাইরে আসতেই ট্যাক্সি পেয়ে গিয়েছিল মাধবী। মনে আছে, ড্রাইভারকে 'ক্যামাক স্ট্রিট' বলে বাঁ হাতে জানলার কাচ তুলতে গিয়ে দেখে ওপরে খানিকটা ফাঁকা। হ্যান্ডেল ঘুরে যায়, কাচ ওঠে না। ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির জল ঢুকতে থাকে। সরে বসলেও গায়ে লাগে। শাড়ি ভিজতে থাকে। ড্রাইভারের ওপর রেগে যায়, কিন্তু উপায় নেই। বৃষ্টির দিনে কলকাতায় ট্যাক্সি পাওয়াটাই একটা অসম্ভব ব্যাপার। মোড়টা ছাড়াতেই মনে হল ইস্ না বেরোলেই হত। এ তো অফিসে যেতে যেতেই অনেকটা ভিজে যাবে। ট্যাক্সিটা ঘুরিয়ে নেবে কিনা ভাবতে ভাবতে ব্যাগে মোবাইল বেজে উঠল। নিশ্চয় অফিস থেকে। বস খুঁজছে। বিরক্ত হয়ে মোবাইল বের করতে করতে মাধবী দেখল, সিটও ভিজেছে। এর অর্থ তার শাড়ির পিছনটাও ভিজল।

মোবাইলের স্ক্রিনে রোহনের নাম দেখে দ্রুত ফোন কানে দেয় মাধবী।

রোহন ওপাশ থেকে বলল, 'মিসেস চৌধুরি আপনি অফিসে?'

'না এই যাচ্ছি, আজ বৃষ্টির জন্য লেট। আপনার খবর কী? হঠাৎ এই সময়? অফিসে?'

'না অফিসে নয়, পরশু পায়ে একটা চোট পেয়েছি। লিগামেন্টে লেগেছে।'

'সেকী!ও বলেনি তো কিছু!'

কথাটা বলেই মাধবী বুঝল বোকার মতো হয়ে গেল। অনীশ তার অফিসের প্রতিটা লোকের অসুখ বিসুখ বাড়িতে এসে স্ত্রীকে রিপোর্ট করবে এটা আশা করা উচিত নয়। রোহন হেসে বলল,'বলার মতো কিছু নয়। ডাক্তার সাতদিনের রেস্ট বলেছে, আমি দুদিনেই গুছিয়ে নেব। তিনদিনেই বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু সমস্যাটা অন্য হয়েছে, সেই কারণেই আপনাকে ফোন।'

একেকটা সময় একেকজনের উপস্থিতি, গলার স্বর মানুষের কাছে অন্যরকম হয়ে আসে। মাধবীর মনে পড়ছে, সেদিন মোবাইলে ভেসে আসা রোহনের গাঢ়, ঘন গলা তাকে কেমন একটা করে দিচ্ছিল। নিজেকে সামলে বলল,'কী?'

'খিচুড়ি।'

BanglaBook.org

'খিচুড়ি!' মাধবী চমকে উঠল।

'আর বলবেন না কী যে মাথায় ভূত চেপেছিল, ভাবলাম বাড়িতে বসে আছি, খিচুড়ি বানাই। বৃষ্টিতে খিচুড়ি খাওয়াও হবে, আবার রান্নাও শেখা হবে। প্রিপারেশন আর এমন কী হবে? বই খুলে চাল, ডাল, আলু চাপিয়ে এখন বিরাট কেলেঙ্কারির মধ্যে পড়েছি। একটু যদি ডিরেকশন দিয়ে দেন এবার কী করব...।'

মাধবী হাসতে হাসতে বলল,'কিচ্ছু করতে হবে না। আপনি গ্যাসটা নিভিয়ে রাখুন। আমি গিয়ে খিচুড়ি রন্ধন প্রণালী যদি হাতে কলমে শিখিয়ে দিয়ে আসি আপনার অসুবিধে আছে রোহনবাবু?'

'আপনার অফিস?'

মাধবী খুব সহজে উত্তর দিল, 'যাব না।'

মাধবীর মনে পড়ছে, ট্যাক্সিওলাকে যখন গাড়ি ঘোরাতে বলছিল তখন বাইরে বৃষ্টি ঝেঁপে শুরু হয়েছে।

রোহন ফ্ল্যাটের দরজা খুলে বলল,'ইস্ একদম ভিজে গেছেন। ছি ছি সামান্য একটা কারণে কী ঝামেলায় ফেললাম বলুন তো।'

মাধবী চুল থেকে জলের ফোঁটা ঝেড়ে ফেলে বলল, 'আপনি ফেললেন না আমি পড়লাম? কিছু কিছুদিন থাকে, ঝামেলায় পড়তে ভালো লাগে। নিন সরুন আপনার রান্নাঘরটা দেখি। আপনার খিচুড়ির কী অবস্থা?'

'রাখুন খিচুড়ি, আগে আপনি বাথরুমে গিয়ে মাথা টাথা মুছুন তো। তোয়ালে বের করে রেখেছি। কী মুশকিল হল, ব্যাচেলরের ঘরে তো মহিলাদের কোনও পোশাকও নেই যে আপনাকে চেঞ্জ করতে বলব।'

মাধবী ততক্ষণে ঘরে ঢুকে পড়েছে। কে বলবে ব্যাচেলরের ফ্ল্যাট? ছিমছাম করে সাজানো। রোহন মিত্র মানুষটা যে শৌখিন দেখলেই বোঝা যায়।

'আপনি এত অস্থির হচ্ছেন কেন রোহনবাবু?'

'হব না, আপনার তো ঠাণ্ডা লেগে যাবে ম্যাডাম।'

মাধবী ঠোঁট টিপে হাসল। বলল, 'ভিজে পোশাকে থাকব আপনাকে কে বলল? আপনার একটা শার্ট, ট্রাউজারই দিন না। আজকাল তো সব পোশাকই ছেলেমেয়েদের ফিট করে।'

কথাটা বলে মাধবীর মনে হয়েছিল সাহস বোধহয় একটু বেশি দেখানো হয়ে গেল। রোহন কিন্তু রিঅ্যাকট করেছিল অন্যভাবে। উৎসাহ নিয়ে বলল, 'আমি একবার ভেবেছিলাম, কিন্তু বলতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। সত্যি আপনি পরবেন?'

মাধবী হেসে বলল, 'ওমা কেন পরব না? আমি কি এই অবস্থায় থাকব নাকি? নিউমোনিয়ায় মরতে বলছেন? দিন ওয়ার্ডরোবের চাবিটা দিন। আপনাকে

BanglaBook.org

আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হবে না।'

মাধবী নিজেই পোশাক বেছেছিল। সাদা ফুল হাতা জামা, আর লাইট পিঙ্ক একটা পায়জামা। কোমরে ইলাস্টিক। দুটোই মাপে বড়।

বাথরুম থেকে চেঞ্জ বেরিয়ে মাধবী চোখ পাকিয়ে বলেছিল, 'একদম হাসবেন না। হাসলেই আমি কিন্তু বাথরুমে রাখা ভিজে শাড়ি টাড়ি পরে নেব ফের।'

হাসবে কী, রোহন তো চোখই সরাতে পারছিল না। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিল। মাধবী সেটা বুঝতেও পারল। খুব না ভিজলেও মাধবী তার ব্রা খুলে রেখে এসেছিল। যখন খুলছিল তখন মাধবীর একবার মনে হয়েছিল, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না তো? রোহনের দিক থেকে যদি কোনও উৎসাহ না পাওয়া যায়? পরক্ষণেই মনে হল, না পাওয়া গেলে না যাবে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে সহজভাবে বলেছিল, 'একটা চিরুনি দিন তো রোহনবাবু।'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাত তুলে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে মাধবী বুঝতে পারল, না, রূপসার বন্ধুরা সত্যি কথাই বলে। তার ফিগার এখনও সুন্দর। রোহনের চোখ মুখও সেকথা বলছে। সে আড়চোখে তাকিয়ে আছে বুকের দিকে। রোহন উঠে গিয়ে ওর ড্রইংরুমের প্লেয়ারে সিডি লাগিয়ে এসেছে। গজল। রফতা রফতা ওহ মেরে দিল কা পসানা হো গয়া। কথাগুলোর মানে মাধবী সব বুঝতে না পারলেও, সুরটা দারুণ লাগছিল।

'আপনি ব্যথা পায়ে অত ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন?'

রোহন হেসে বলল, 'আর ঘুরব না, এবার রান্নাঘরের সামনে একটা চেয়ার টেনে বসে বাধ্য ছাত্রের মতো রান্না শিখব।'

'ফি দেবেন তো?

রোহন বলল, 'ওই যে গজল চালিয়ে দিলাম। গজল আপনার ভালো লাগে না? মেহেদি হাসান।'

চুল আঁচড়ানো শেষ করে মাধবী বলল,'ওতে শুধু হবে না, মূল্য ধরে দিতে হবে।'

রোহন একটা হলুদ রঙের কুর্তা ধরনের জামা পরেছিল। কনুই পর্যন্ত হাত। সঙ্গে পায়জামা। পায়জামার বাইরে থেকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ব্যথা বাঁ পায়ের হাঁটুতে। জায়গাটা ফুলেও আছে। মনে হয় ক্রেপ ব্যান্ডেজ বাঁধা। রান্নাঘরে দাঁড়িয়েই মাধবী সিদ্ধান্ত নেয়, সে আজ অনেক দূর যাবে। যতদূর যাওয়া যায়, রোহন যতটা চাইবে ততটাই যাবে সে। শুধু শরীরের জন্য নয়, তাকে যেতে হবে নিজেকে জানতেও। সত্যি কি সে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে? ফ্রিজিড্? যে সৌন্দর্য শুধু পুরুষেই বোঝে, উত্তাপের সেই সৌন্দর্য কি সে হারাতে বসেছে? অনীশ কি সেই তাপ খুঁজতে ছুটে যায় অন্য মেয়ের শরীরে? এটা জানা দরকার।

BanglaBook.org

সেদিন বিকেল পর্যন্ত যে কত সময় দ্রুত কেটে গিয়েছিল মাধবী বুঝতেও পারেনি।

মনে পড়ছে লাঞ্চের পর তাকেই প্রথম এগোতে হয়। অফিস যেতে হচ্ছে না বলে, রোহন দাড়ি কাটেনি দুদিন। এক গাল হালকা দাড়িতে দারুণ লাগছিল তাকে। 'বাঃ মিষ্টি লাগছে তো!' বলে হঠাৎই সেই গাল দুহাতে চেপে ধরে চুমু খায় মাধবী। বাইরে তখন মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। নিজের দুটো বুকের মাঝখানে রোহনের মুখ চেপে ঘষতে ঘষতে ঘষতেই মাধবী বুঝতে পারে, এই ছেলে আনাড়ি। আরও ভালো লেগে যায় তার। একটা সময় যখন খানিকটা ছেলেমানুষের মতেই রোহন তার নিতম্ব, পেট আর বুক হাতড়াতে থাকে মাধবী ফিসফিস করে বলে, 'অ্যাই এভাবে হয়? আগে খুলে দিন।'

রোহন বলল,'আমি পারব না। কিছুতেই পারব না আমি।'

'খুব পারবেন। নিন, বোতাম খুলুন।'

রোহন কাঁপা হাতে মাধবীর জামার বোতাম একটা একটা করে খুলতে থাকে মুখ নামিয়ে। থুতনি ধরে মুখ তুলে দেয় মাধবী। ঠোঁটে ঠোঁট রাখে। বুঝতে পারে তার শরীর ভুলে যাওয়া শিহরন মনে করে যেন জেগে উঠছে। কতদিন পরে চুমু খেল সে? বাইরে তখন ঘনিয়ে বৃষ্টি নামার তোড়জোড় শেষ।

'আপনি কি লজ্জা পাচ্ছেন?'

রোহন আরও লজ্জা পেল। মাধবী বলল, লজ্জা কী আপনি তো নিজের জামাই খুলছেন। এ জামা কি আমার?'

'খাটে আসুন ম্যাডাম।' গাঢ় গলায় বলল রোহন।

হাত বাড়িয়ে রোহনের ট্রাউজারের বেল্ট খুলতে খুলতে মাধবী জড়ানো গলায় বলে,'ম্যাডাম নয়, মাধবী, শুধু মাধবী প্লিজ।'

রোহন মাধবীর চওড়া কাঁধে আলতো দাঁত ফুটিয়ে বলল, 'উফ্! আমি পাগল হয়ে যাব মাধবী, আমি পাগল হয়ে যাব। সিম্পলি আই শ্যাল বি ম্যাড।'

সত্যি দুজনে যেন কিছুক্ষণের জন্য পাগলই হয়ে গিয়েছিল। মাধবী রোহনের শরীর আদরে আদরে ভরিয়ে দিতে থাকে। তার শক্ত হয়ে যাওয়া শরীর চেপে ধরে বলে, 'আমি কি ঠাণ্ডা? বলো, বলো আমি কি পারি না? পারি না আমি?'

রোহন দাঁত দাঁত চেপে মাধবীর বুকে হাত রাখে। ঘন গলায় বলেছিল,'পারো, পারো, পারো...।

এরপর রোহন যখন তার শরীর মাধবীর শরীরে প্রবেশ করায় মাধবীর মনে হয়, ঘরেও বৃষ্টি নেমেছে। অনেকদিন পরে বৃষ্টি নেমেছে। রোহনের কোমর ধরে নিজের শরীর কখনও ওপরে তোলে, কখনও নিচে নামায়। চৌত্রিশ বছরের মাধবী তার শরীর ঢেউয়ের মতো দোলাতে থাকে উচ্ছ্বাসে, আনন্দে। যেন সে প্রথম

BanglaBook.org

রমণে মেতেছে!

সব হয়ে গেলে রোহনের গায়ে হেলান দিয়ে বসে মাধবী অনীশ আর বাঁধনের ঘটনা বলেছিল। বলেছিল নিজের প্রতি কত হীনমন্যতায় ভুগে মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে কাঁদে।

'মাঝে মাঝে কী ইচ্ছে করে জানো?'

মাধবীকে এক হাতে জড়িয়ে রেখেছিল রোহন। আর এক হাতে মাধবীর ডান হাতটা ধরা। কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলে, 'কী?'

'ইচ্ছে করে এমন একটা জায়গায় গিয়ে থাকি যেখানে কেউ নেই, কিছু নেই। নিজেই কথা বলব নিজের সঙ্গে, নিজে হাসব, কাঁদব, ঝগড়া করব নিজেই।'

রোহন হাতে চাপ দিয়ে বলল, 'দূর, ডোন্ট সো পেসিমিস্টিক। অত হতাশ হওয়ার কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মনে আছে, সেদিন অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যায় মাধবীর। পাশে অনীশ শুয়ে। অন্ধকার ঘরে, খাটে উঠে বসেই মাধবী বুঝতে পারে একই সঙ্গে তীব্র অপরাধবোধ আর গভীর ভালোবাসায় তার মন ভরে গেছে। চুপ করে বসে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর একসময় বারান্দায় আসে। বৃষ্টির আকাশ লাল হয়েছিল মেঘে। যেন চোখ রাঙিয়ে বলছে 'ছিঃ'।

অনেকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে কেঁদেছিল মাধবী।

রোহনের ব্রেকে ঘোর কাটল।

'কী হল আপনি যে ঘুমিয়ে পড়লেন ম্যাডাম। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে কিন্তু ঘুমোতে নেই।'

মাধবী চোখ খুলল তাড়াতাড়ি। বলল, 'সরি, ঘুমোই নি। গান শুনছিলাম। গান শুনছিলাম আর ভাবছিলাম।'

রোহন নিচু গলায় বলল,'কী ভাবছিলেন?'

'পুরোনো কথা।' মাধবী মুচকি হেসে বলল, 'আপনি কী শুনতে চান?'

রোহন তাড়াতাড়ি কথা ঘোরানোর জন্য বলল, 'আমরা কিন্তু ডেসটিনেশন থেকে আর খুব বেশি দূরে নেই।'

মাধবী এটা আগেও লক্ষ্য করেছে। সেদিনের পর আর কখনই রোহন তার ফ্ল্যাটে যাওয়ার কথা বলেনি। মাধবীও বলেনি কখনও। সেদিনের ঘটনার কথাও তোলে না। বরং তুললে লজ্জা পেয়ে দ্রুত প্রসঙ্গ থেকে সরে যেতে চায়। মাধবীও আর ঘাঁটায় না। ভাবে, সবাই তো একরকম নয়। কে জানে মানুষটাকে ভালো লাগার এটাও একটা কারণ হয়তো। মাধবী নিশ্চিত, এই ভালো লাগাটা তার স্বামী কিছুটা বুঝতে পেরেছে। পারুক, ক্ষতি নেই, বরং পারলেই সুবিধে। অনীশ আজ এসেছে বলে খানিক আগে পর্যন্ত যে রাগটা হচ্ছিল, এখন অনেকটা কমে

BanglaBook.org

গেছে। ভালোও হয়েছে, যে জরুরি কথাটা তাকে বলবে বলে মাধবী কয়েক বছর ধরে অপেক্ষা করে আছে, সেটা হয়তো এবারই বলে দেওয়া যাবে। অন্য পরিবেশে কঠিন সিদ্ধান্তের কথা জানানো সহজ।

মাধবী ফিসফিসিয়ে বলল, 'রোহনবাবু, এবার একটা বিয়ে করুন।'

একটা ট্রেকারকে সাবধানে পাশ কাটিয়ে হালকা ব্রেক টিপল রোহন।

'কেন? আমি কী অপরাধ করলাম। বেশ তো আছি।'

মাধবী বলল, 'বলেন তো পাত্রী দেখতে পারি। দেখব?'

'আপনি তো ভয়ংকর, এতক্ষণ পাশে বসে ঘুমোলেন, এবার এমন সব কথা বলছেন যাতে ঘাবড়ে গিয়ে গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে দিই। দয়া করে বাকি পথটুকু নিশ্চিন্তে চালাতে দিন দেখি। আপনি বরং আমাকে একটা সাহায্য করুন।'

মাধবী আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'কী সাহায্য? ব্রেক কষব না হর্ন বাজাব?'

'সেসব কিছুই নয়, সিডিটা বদলে দিন। ওই দেখুন আপনার বাঁ দিকে কেবিনেটের ভেতর আছে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাধবীর বাছা সিডিতে গজল শুরু হল।

পিছনে রূপসা বসেছে মাথা এলিয়ে। শান্তনুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'শান্তনুবাবু, আপনি কি এই গাড়িতে আগে কখনও চেপেছেন?'

শান্তনু খানিকটা থতমত খেয়ে বলল, 'না, আগে চাপিনি, তবে আজ সকালে কিছুক্ষণ চালিয়েছি।'

রূপসা মুখ ফিরিয়ে বলল, 'না, তাহলে আপনাকে দিয়ে হবে না।'

'কী হবে না?'

'ফ্রন্ট না ব্যাক গাড়ির কোনদিকটা বেশি খারাপ সেটা জানা যাবে না।'

শান্তনু বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কী বলতে চাইছেন রূপসা।'

রূপসা হেসে ফেলল। বলল, 'আপনি আজ্ঞে করতে হবে না। আপনার কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে না। দেখছেন না গান হচ্ছে? মেহেদি হাসানের গজল। মাঝখানে বাবা নিদ্রা গেছেন। গজলের আড়ালে সামনে বসে মা আর রোহন আঙ্কেল কী ফিসফিস করছেন আপনি শুনতে পাচ্ছেন?'

শান্তনু ঘাবড়ে গেল। এই মেয়ে নিজের মা সম্পর্কেও অনায়াসে এসব কথা বলতে পারে!

'না মানে...।'

রূপসা চোখ নাচিয়ে বলল, 'মানে টানে কিচ্ছু নেই। রোহন আঙ্কেল এমন একটা গাড়ি কিনেছে যার এদিকের কথা ওদিক জানতে পারছে না। শুধু কথা

BanglaBook.org

না, কেউ কিছু দেখতেও পাবে না। আমি তো সামনে বসে এলাম। পিছনে কিছু দেখতে পেয়েছি ভেবেছেন? নাথিং। আপনার কথাই ভাবুন না। মাঝখানে বসেও আপনি আমাকে দেখতে পেলেন না। ইচ্ছে করলে আপনি এখন আমার হাতও ধরতে পারেন, কেউ জানতে পারবে না। তবে ধরবেন না। আমি চিৎকার দেব।'

শান্তনু এবার সত্যি সত্যি নার্ভাস গলায় বলল, 'আপনি, তুমি যে কী বল না রূপসা।'

'ওমা সত্যি, ছেলেরা গায়ে হাত দিলে আমার চিৎকার দেওয়ার অভ্যেস।'

শান্তনু বলল, 'উফ্ সত্যি তুমি একজন ডেনজারাস মেয়ে।'

রূপসা শান্ত গলায় বলল, 'ডেনজারাসের এখনই কী দেখলেন, সিচ্যুয়েশন যেদিকে যাচ্ছে তাতে মনে হয় আমাকে আরও ডেনজারাস হতে হবে।'

'তুমি তো ভয় পাইয়ে দিচ্ছ।'

রূপসা বাঁ পাটা ডান পায়ের ওপর তুলে বসেছে। কেপরি পরার কারণে তার পায়ের গোছ অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। শান্তনু সেদিকে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল।

রূপসা নিজের পায়ের ডিমে হাত রেখে বলল, 'স্কিনটা কী খরখরে দেখুন। কী করব, লেখাপড়া ফেলে তো মায়ের মতো পেডিকিওর, ম্যানিকিওর নিয়ে থাকতে পারি না।'

শান্তনু বলল, 'ম্যাডামকে দেখলেই বোঝা যায়, শি ইজ বিউটিফুল।'

'বিউটিফুল বোঝার জন্য ম্যাডামকে দেখার দরকার কী? অন্যদের দেখলেও বোঝা যায়। যেভাবে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। যাক, এখন তো সানগ্লাস নেই, আমার সুন্দর চোখ দুটো মন ভরে দেখে নিন।'

শান্তনু এই সুযোগ ছাড়ল না। একটু সরে এসে বলল, 'দেখছি না ভেবেছ?'

'দেখছেন জানি, তবে চোখ দেখছেন কি না বুঝতে পারছি না।' কথা শেষ করে টপের বোতাম বন্ধ করল। হাতদুটো পিছনে তুলে দিল। যাতে স্লিভলেস টপের আশপাশ দিয়ে আরও কিছুটা দেখতে পায় ভোদাইটা। একে একেবারে বাগে নিয়ে আসতে হবে।

'আচ্ছা, শান্তনুবাবু একটা সত্যি কথা বলবেন?'

'এটা তুমি কী বলছ রূপসা, সেলসের লোক। সত্যি কথা বলব কী করে?'

রূপসা সরাসরি শান্তনুর চোখের দিকে তাকাল। গোড়াতে ছেলেটাকে যত বোকা মনে হচ্ছিল, আসলে তা নয়। এই ছেলে বুদ্ধিমান। আর বুদ্ধিমান বলেই রূপসার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে। বোকা হাঁদা হলে এতক্ষণে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' ধরনের একটা কিছু করে বসত। এই ছেলেকে নিয়ে একটু আগেই মোবাইল বের করে কঙ্কনের সঙ্গে মেসেজে কথা হয়েছে তার।

BanglaBook.org

'জার্নি ইজ ফ্যানটাস্টিক। আই মিসড্ ইউ কঙ্কন।'

'নো হোয়ার কতদূরে?'

'বেশি দূরে নয় মনে হচ্ছে। দূরে হলেও ক্ষতি নেই, কারণ আই অ্যাম এনজয়িং দ্য রাইড। আমার পাশেই একটা স্মার্ট ইয়ং ম্যান বসে আছে।'

কঙ্কনের উত্তর এলও খুব জলদি।

'হোয়াট? এর কথা তো তুমি বলোনি রূপসা! হু ইজ দ্যট ফেলো?'

'একজন ম্যানেজার। মোস্ট প্রবাবলি হি উইল লুক আফটার দ্য নিউ বিজনেস অব রোহন আঙ্কেল। তবে লোকটা এখন আমার লুক আফটার করতে বিজি। আমার টপটা একটু এদিক ওদিক হলেই পেট দেখছে। মনে হয় এই ছেলে মেয়েদের পেট দেখতে খুব পছন্দ করে।'

কয়েক মুহূর্ত পরেই কঙ্কনের বার্তা উড়ে এলও। ইংরেজিতে এক লাইন। যার বাংলা করলে মানে হয়—'এখনই ঘাড় ধরে লম্পটটাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দাও।'

রূপসা টাইপ করল—'ডোন্ট বি সো জেলাস ডার্লিং। তুমি তো সব দেখতে চেয়েছ, এ তা চায়নি, এ শুধু পেট দেখতে চাইছে।'

এইটুকু লিখে মোবাইল বন্ধ করে ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখল রূপসা।

'শান্তনুবাবু আমরা কি জঙ্গলের কাছাকাছি কোনও জায়গায় যাচ্ছি?'

শান্তনু অল্প হেসে বলল, 'আমি সত্যি জানি না।'

'এটা হতে পারে না। আপনারা সেখানে নিউ ভেঞ্চারে নামছেন, আর আপনি জানবেন না!'

'বিশ্বাস করো রূপসা, আমি জানি না। ইনফ্যাক্ট বস যে এরকম একটা প্রপার্টি করতে চলেছেন সেটাও আজ সকালেই আমাকে বলেছেন। তবে জঙ্গল হলেই বা অসুবিধে কোথায়? তোমার সেই কালার থিওরি?'

রূপসা বলল, 'না শুধু কালার থিওরি নয়। জঙ্গলে কী পরব এটাও একটা সমস্যা। ভাবছি, শেষ পর্যন্ত যদি জঙ্গল হয় তাহলে জংলিদের মতোই থাকব। পাতার পোশাক পরলে কেমন হবে?'

ঠিক এরকম সময় গান থামিয়ে রোহন ঘোষণা করল, 'আমরা প্রায় এসে গেছি।'

অনীশ উঠে বসে চোখ কচলে বলল, 'আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, দীঘা। সেই তুমি যখন কোলাঘাট পার হয়ে নন্দকুমারের পথ ধরলে তখনই।'

রোহন বিনীত গলায় বলল, 'না স্যার দীঘা নয়।'

রূপসা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বলল, 'দীঘা না হোক, সমুদ্র তো?'

BanglaBook.org

রোহন হেসে বলল, 'ইয়েস সমুদ্র। তবে সঙ্গে একটু ঝাউবন, আর সেই ঝাউবনের ভেতর একটা...।'

মাধবী বলল, 'ভেতর কী?'

রোহন মাথা নাড়িয়ে বলল, 'বলব না। সেটা হবে আমার ফাইনাল চমক। তবে এখন কিন্তু মূল স্পট থেকে দূরে একটা গেস্ট হাউসে উঠছি আমরা। চিন্তা নেই সেটাও সি বিচের কাছে।'

রূপসা দুটো হাত মুঠি করে ওপরে ছুড়ে বলল, 'আমি জিতে গেছি, আমি জিতে গেছি। আমি জানতাম ইট উইল বি সি। তাই আমার আনা ড্রেসের বেশিরভাগই ব্লু।'

রোহনের গাড়ি পিচ রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে একটা খাঁড়া রাস্তায় পড়ল। তারপর বাজার, জেলেদের গ্রাম, খেত, মাঠ আলপথ পেরিয়ে আরও কিছুটা যাওয়ার পর সামনে চকচক করে উঠল বেলাভূমি। নির্জন, শূন্য। পড়ে আছে অনন্ত জুড়ে। রুপোর চাদরের মত আঁচল বিছিয়ে। অনেক দূরে সেই আঁচলে জল চিকচিক করছে।

রোহন শক্ত বিচের ওপর দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে বলল, 'এখানে সমুদ্রটা এরকমই। ব্যাক ওয়াটার। ছ-সাত ঘন্টা অন্তর জল পিছিয়ে যায় অনেকদূর।'

রোহন একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'লোকটার নাম কী বিশ্বনাথ?'

'সাত্না।'

রোহন ভুরু কুঁচকে বলল 'কী?'

বিশ্বনাথ আবার বলল, 'সাত্না।'

রোহন বলল, 'এরকম আবার নাম হয় নাকি?'

বিশ্বনাথ বিরক্ত গলায় বলল, 'হয় কি না জানি না তবে সবাই এই নামে ডাকে। লোকটা গোলামালের। থানায় তিনটে মার্ডার কেস আছে। দল আছে। বাজারে মাছের আড়তে ঠেক বসে সন্ধেবেলা। শুনেছি ঘরে বন্দুক রাখে।'

'টেররিস্ট নাকি? পুলিশ ধরে না?'

BanglaBook.org

কালো মুখে গাদাখানেক দাঁত বের বিশ্বনাথ নিঃশব্দে হাসল।

'পাড়াগাঁয়ে পুলিশ হয় না। আর এখানে তো জল। জলে পুলিশ কী হবে?'

লাঞ্চের পর বিশ্বনাথ রোহনকে বলেছিল 'দাদা, একটু বাইরে শোনেন।'

রোহন হাত মুছতে মুছতে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বিশ্বনাথ দরজার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'জায়গাটায় যদি ঘুরেই আসতে হয়, তাহলে আলো থাকতে থাকতে ঘুরে আসুন। সন্ধের পর ঝুঁকি হয়ে যাবে।'

রোহনের ভুরু কুঁচকে গেল, 'কেন?'

'না, অন্যসময় হলে বলতাম না, সঙ্গে মেয়েছেলে আছে বলে বলছি।'

'মেয়েছেলে' শব্দটা খট্ করে কানে বাজল রোহনের। বিরক্ত গলায় বলল, 'তাতে কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি, বেটাদের বিশ্বাস নেই। কাল রাতে আপনাকে বললাম না? একজন ঝামেলা করেছে। হারামজাদা এখানে জমি জায়গা বেচা কেনা হলে পয়দা নেয়।'

এরপরই বিশ্বনাথ গুণ্ডাটার নাম বলে।

রোহন বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি আগে জানতে না?'

'জানব না কেন? ভেবেছিলাম, টাকা-পয়সা দিলে চুপ করে যাবে। পরশু যখন কথা বললাম, তখন সরাসরি বলে দিল, দেবে না।'

'দেবে না মানে? জায়গা কি ওর নাকি?'

বিশ্বনাথ হাসল। বলল, 'ওর নয়, তবে ও না বললে না। আসলে টাকা চায়।'

'কত টাকা?'

বিশ্বনাথ খানিকটা উদাসীনভাবে বলল, 'অ্যামাউন্ট কিছু বলছে না। আপনাকে তো সেই জন্যই দশ আনতে বলেছিলাম।'

'অ্যামাউন্ট জিগ্যেস করেছিলে?' বিশ্বনাথ শান্ত গলায় বলল, 'নিজে করিনি। লোক দিয়ে করেছিলাম। আজ সকালেই ওর কাছে লোক পাঠিয়েছিলাম। ধমক দিয়ে বলেছে, কেটে পড়ো, এখানে জমি টমি কিছু হবে না। আর...।'

বিশ্বনাথ চুপ করে গেল।

রোহন বলল, 'আর কী?'

'আর, আর ভয় দেখিয়েছে। বলেছে, কেউ জমি নিতে এলে গলা কেটে নেবে।'

রোহন চুপ করে রইল। জায়গা জমির ব্যবসা এর আগে কখনও করেনি। বিদেশি পুতুলের ডিলারশিপে ঝুট্ ঝামেলা নেই। কনসাইনমেন্টে বুক করলেই হয়ে যায়। ইচ্ছে আছে এরপর কম্পিউটারে ঢুকবে। বাইরে থেকে চিপস্ এনে অ্যাসেম্বল্ করে যত সস্তায় দেওয়া যায়। তবে তার জন্য জায়গা, লোক দুটোই লাগবে। ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওরা প্রজেক্ট জমা দিতে বলেছে। এসবের

BanglaBook.org

মাঝখানে এই রিসর্ট তৈরির ব্যাপারটা অন্য বাপার। তবে এ ধরনের ঝামেলা শুরু হবে আঁচ করা যায়নি। করা উচিত ছিল। ঝামেলার প্যাটার্নটা ভাল নয়। কে জানে জমি টমি নিয়ে কারবারে হয়তো এটাই স্বাভাবিক। 'গলা কাটা'র হুমকি দিয়ে কাজ শুরু হয়। মুশকিল হল, অনেক কিছু থেকে বেরিয়ে আসা যায়, কিন্তু এই 'অন্য বাপার থেকে' চট করে বেরিয়ে আসা যায় না। তাছাড়া এতজনকে বলে দেওয়া হয়েছে।

রোহন বিশ্বনাথকে নিয়ে কথা বলতে বলতে বারান্দা থেকে নেমে এল। গেস্ট হাউস ঘিরে কাঁটাতারের বেড়া। গেটটা লোহার।

'এখন কী করা উচিত বিশ্বনাথ?'

বিশ্বনাথ মাথা নামিয়ে বলল, 'সেটা আপনি বলবেন। তবে অমন জায়গা চট করে পাওয়া যাবে না। পিছনে অনেকটা ঝাউবন।'

রোহন বিশ্বনাথের পিঠে হাত রেখে বলল, 'তুমি ওই সাতনাকে খবর দাও, সেরকম হলে আমি কথা বলব। জায়গাটা আমার চাই। দরদাম তো হয়ই।'

বিশ্বনাথ রোহনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সে চেষ্টা করব। তবে আজ আপনারা দেরি করবেন। আলো থাকতে থাকতে জায়গা দেখে আসুন। তারপর কথা বলে যদি কিছু ব্যবস্থা হয়।'

'আমরা যে জায়গা দেখতে এসেছি তোমার ওই সাতনা জানবে কী করে?'

বিশ্বনাথ মুখ দিয়ে চুক চুক ধরনের আওয়াজ করে বলল, 'এটা কী বলছেন দাদা! ওদের দলবল নেই? পিচ রাস্তা থেকে যেই বাঁক নিয়েছেন খবর হয়ে গেছে, তাছাড়া...।'

'আবার তাছাড়া?'

বিশ্বনাথ লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল, 'দাদা, আপনার অমন গাড়ি, কার চোখ এড়াবে?'

বিশ্বনাথ মুখ ফেরাল। গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে গেস্ট হাউসের সামনে। সত্যি সুন্দর!

রোহন গলা নামিয়ে বলল, 'একটা কথা শোনো বিশ্বনাথ, এই সব কথা যেন এখানে আর কেউ না জানে। অকারণে ঘাবড়ে যাবে।'

শেষ পর্যন্ত লাঞ্চের পরপরই বেরিয়ে পড়া হয়েছে। রোহনই তাড়া দিয়ে বের করল। অনীশ বলল, 'একটু রেস্ট নিলে হত না?'

রূপসা বলল, 'এখানে সবই রেস্ট। আমি এখনই যাব। স্পট দেখার জন্য আমার ভীষণ টেনশন হচ্ছে।'

গেস্টহাউস থেকে একসঙ্গে বের হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই দলটা ছিঁড়ে গেছে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, গাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে। আপত্তি করল মাধবী। বলল,

BanglaBook.org

'হেঁটেই যাই। কতক্ষণ আর লাগবে।'

রোহন বলল, 'হেঁটে কতক্ষণ লাগবে বলতে পারছি না, মাসখানেক আগে আমি যখন জায়গাটা দেখতে এসেছিলাম তখন একেবারে সোজা গাড়িতেই চলে গেলাম। তাই না বিশ্বনাথ? তুমি তো বাজারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলে। মনে আছে? গাড়িতে মিনিট পনেরো তো লেগেছিল। তার একটু বেশিই হতে পারে। তাই না?'

বিশ্বনাথ মাথা নাড়ল। হাঁটু পর্যন্ত ধুতি আর ফুল হাতা শার্ট পরা মধ্যবয়স্ক এই মানুষটা একই সঙ্গে এখানকার সরকারি গেস্টহাউসের কেয়ারটেকার, রাঁধুনি এবং চৌকিদার। কিছুদিন হল সে আরও একটা কাজ নিয়েছে। জমির দালালি। জমির দালালি বলে এখানে আগে কিছু ছিল না। কয়েকবছর হল হয়েছে। জমি না সি-বিচের দালাল? একদিকে জুনপুট, অন্যদিকে শঙ্করপুর, দিঘার মাঝখানের এই বিস্তীর্ণ সমুদ্র সৈকত টুকরো টুকরো করে কেনার হিড়িক উঠেছে। হোটেল, রিসর্ট, গেস্টহাউস বানাতে আশেপাশের ব্যবসায়ীরা তো বটেই, কালকাতা থেকেও লোক আসছে। খানিকটা দূরে দীঘায় যত ভিড় বাড়ছে, এই নির্জন জায়গাগুলো ট্যুরিস্টদের কাছে হয়ে উঠছে তত লোভনীয়। দিন দিন ক্রেজটা বাড়ছে। আগে আশপাশ থেকে লোকজন এসে বালিতে গড়াগড়ি দিয়ে, পিকনিক করেই পালাত অন্ধকার নামার আগে। জল, ইলেকট্রিসিটি তো দূরের কথা, থাকার কোনও জায়গাও ছিল না। সি-বিচের ধারে দু-একটা ছাউনি দেওয়া দোকানে ভাত আর ইলিশ মাছের ঝোল পাওয়া যেত। নইলে কড়া ঝাল দেওয়া সি ফিশ্। বিকেলে ডাব। ব্যস্, ভ্রমণ ছিল এই পর্যন্তই। বেড়ানো শেষ করে জায়গাটাকে আবার একা ফেলে রেখে অটো, ট্রেকার চেপে সবাই পালাত। এবড়ো খেবড়ো রাস্তার বদলে হার্ড বিচ দিয়ে গাড়িতে চড়াটাও ছিল একটা মজা। বাঙালি পর্যটক এ খেলায় খুব একটা অভ্যস্ত ছিল না। এই বিচ পাওয়ার পর সেই অভ্যেস তৈরি হচ্ছে। তবে এখন আর শুধু একবেলার পিকনিক নয়, ট্যুরিস্টরা দিঘা, শঙ্করপুর, জুনপুটের ভিড় থেকে পালিয়ে এখানে দু-একটা দিন কাটিয়ে যেতে চাইছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে তৈরি হচ্ছে হোটেল, বাগান ঘেরা রিসর্ট, গেস্টহাউস।

লাঞ্চ টেবিলে রোহন এতসব জানিয়ে বলল,'তবে ঠিক এই স্পটটায় এখনও কিছু হয়নি। আন্এক্সপ্লোর্ড বলা যেতে পারে।'

রূপসা মাধবীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আন্এক্সপ্লোর্ড ! বাংলায় কি হবে মা? অনাবিষ্কৃত? তাই তো?'

রোহন হেসে বলল, 'না, না অতটা কিছু নয়। ট্যুরিস্টরা এখনও খোঁজ পায়নি বলতে পারো। সেদিক থেকে আমি যদি কিছু একটা করতে পারি তাহলে দ্যট মে বি দ্য ফার্স্ট অ্যাট্রাকশন।'

রূপসা তিন নম্বর পারসে মাছটা নিজের প্লেটে তুলে নিয়ে বলল, 'নিজেকে কেমন ক্যাপটেন কুকের মতো লাগছে। মনে হচ্ছে, এইমাত্র জাহাজ থেকে নেমে মাছ ভাজা খাচ্ছি। রোহন আঙ্কেল, থ্যাঙ্কু। আপনার জন্য একটা প্রাইজ তোলা রইল। নামের প্রাইজ। আপনার আবিষ্কৃত জায়গার এমন একটা নাম দেব না, মাথা বন্‌বন্‌ করে ঘুরে যাবে।'

অনীশও বলল, 'আমার হয়েও একটা প্রাইজ দিয়ে দিস্‌ রূপসা। সত্যি রোহন তোমার আবিষ্কার চমৎকার। জায়গাটি যেমন চমৎকার তেমন ব্যবস্থাপনাও চমৎকার।'

গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো বসকে ভদকার বোতল খুলে দিয়েছে রোহন। গ্লাসের গায়ে একটা বড় কাঁচা লঙ্কা চিরে লাগানো।

রোহন বলল, 'আমি কিছু করিনি স্যার। শুধু কলকাতায় বসে গেস্ট হাউসটা বুক করতে হয়েছে। বাকিটা বিশ্বনাথকে বলে রেখেছিলাম, সেই করে রেখেছে।'

বিশ্বনাথের মুখ দেখলে বোঝা যায় না সে কতটা করিৎকর্মা। গেস্টহাউসের ঘর থেকে শুরু করে বাথরুমে স্নানের গরম জল, ভাত, ডাল, মাছ ভাজাভুজি, চিকেন সবকিছু রেডি করে রেখেছিল। এমনকী আসতেই হাতে হাতে ডাব পর্যন্ত কেটে দিয়েছে।

মাধবী বলল, 'বাঃ এতো দারুণ চৌখস। মুখ দেখলে তো বোকাসোকা মনে হচ্ছিল।'

রোহন গলা নামিয়ে বলল, 'আরও যত্ন করবে। জায়গাটা যদি শেষ পর্যন্ত ফাইনাল করি তাহলে ওর দালালির অ্যামাউন্টটা কত আন্দাজ করতে পারছেন?'

'তা কিছুটা পারছি, এই গেস্ট হাউসটা কাদের?'

'গভর্নমেন্টের এনভায়রনমেন্ট নিয়ে হাজারটা ডিপার্টমেন্ট আছে, সেরকম কিছু একটা হবে। সমুদ্র গবেষণা না কী যেন। শুনেছি সারাবছর ফাঁকাই পড়ে থাকে। বিশ্বনাথই খবর দিয়েছিল।'

গেস্টহাউসের বাইরে পা দিয়ে শান্তনু বলল, 'গাড়িতে যখন মিনিট কুড়ি বলছেন স্যার, তখন হেঁটে কিন্তু বেশ খানিকটা। যেতে আসতে ঘন্টাদেড়েকের বেশি লেগে যাবে।'

মাধবী বলল, 'হোক আমি হাঁটব।'

অনীশ বলল, 'মাধবী ঠিক বলেছে, না হাঁটলে জায়গাটা দেখব কী করে?'

রূপসা বলল, 'আমি হাঁটব না, গাড়িতেও যাব না। আমি সমুদ্রে সাঁতার কেটে যাব।'

বিশ্বনাথ কালো মুখে গাদাখানেক সাদা দাঁত বের করে বলল, 'এই জলে সাঁতার হয় না দিদি। দেখেন না শুধু বালি আর বালি। আপনি কয়েক মাইল

BanglaBook.org

ভেতরে ঢুকে যান, জল পাবেন না।'

মাধবী বলল, 'সেকী! একেবারেই জল পাব না!'

বিশ্বনাথ বলল, 'পাবেন, বিকেলের পর থেকে পাবেন। সাগর তখন এগিয়ে আসবে। বেশি রাতে আমাদের গেস্ট হাউস মুখটা পর্যন্ত জল চলে আসে। ব্যাক ওয়াটার তো, এরকমই।'

এখানে এসে এই নিয়ে দু'বার ড্রেস বদলানো হয়ে গেল রূপসার। গেস্ট হাউসে ঢুকেই টপ আর কেপরি ছেড়ে কালো রঙের একটা স্প্যাগটি পরে নিয়েছিল। সঙ্গে সাদা পাজামা। চুলটাকে মাথার ওপর ঝুঁটি করে বেঁধে নিল। স্প্যাগটির ফিতের মতো স্ট্র্যাপের দিকে তাকিয়ে মাধবী বলল 'ওপরে একটা কিছু পরে নিতে পারতে।'

রূপসা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'হোয়াই মা? এই গরমে গায়ে কটা চাপাব?'

'তার জন্য বলছি না, বাইরের লোক আছে। এতখানি গা খালি রাখাটা কি ঠিক?'

রূপসা অবাক হয়ে বলল, 'তোমার কী হল বলো তো? আজ হঠাৎ এরকম বলছ কেন?'

মাধবী বলল, 'যা ভালো লাগে করো। তুমি বড় হয়েছ।'

মুখ বেজার করে শেষ পর্যন্ত রূপসা একটা শার্ট গলিয়ে নিল ঠিকই, কিন্তু মনে মনে খুশি হল। মা তাকে ভয়ে পেয়েছে। বেরোনোর মুখে রূপসা একটা নীল ঘাগরা আর নীল টপ পরেছে। দুটো নীল দু'রকম শেডের। টপের হাতা একেবারে কনুই পর্যন্ত। মাধবীর সামনে দাঁড়িয়ে রূপসা বলল, 'নাও এবার কোনও চিন্তা নেই। ফুল বডি ঢেকে ফেলেছি।'

মাধবী হাসল। বলল, 'ইস্ তুই ঘাগরা পরলি?'

রূপসা বলল, 'কেন খারাপ লাগছে?'

'খারাপ কেন লাগবে? খুব সুন্দর লাগছে। আমি বলছিলাম, জিনিসটা নষ্ট না হয়। এখানকার বালিগুলো কেমন কাদা কাদা।'

রূপসা বলল, 'হোক, কাদা হোক, মাটি হোক আমি এটাই এখন পরব। তুমি শুনলে অবাক হবে আমাকে ঘাগরা পরার পরামর্শ কে দিয়েছে জানো?'

'কে?'

রূপসা ফিক করে হেসে বলল, 'রোহন আঙ্কেলের ম্যানেজারবাবু।'

মাধবী চোখ কুঁচকে বলল, 'হোয়াট?'

'হোয়াট কী গো? ওই ড্রাইভার সাহেবের সঙ্গে আমার এখন বিরাট দোস্তি। দেখলে না আসার সময় গাড়ি পিছনে কেমন জমিয়ে গল্প জুড়েছিল? বোকা হলে কী হবে, শান্তনুবাবু মানুষটা কিন্তু মাইডিয়ার টাইপের মা। আমাকে তুমি

BanglaBook.org

তুমি করতে শুরু করেছে। ভয় করছে ফিরব যখন তখন তুই তোকারি শুরু না করে।'

কথা শেষ করে হাসতে লাগল রূপসা। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল।

মাধবী গম্ভীর ভাবে বলল, 'রূপসা, দেখো সবকিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলো না। নাও চলো এখন। সবাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

গাড়ি করে যাওয়ার প্রস্তাব বানচাল হওয়ার পরই দুটো হাত দিয়ে ঘাগরা তুলে ছিটকে সমুদ্রের দিকে দৌড় দিল রূপসা।

সামান্য এগোনোর পরই অনীশের মনে হল, হাঁটার মতো অবস্থায় সে নেই। ভদকা বেশি খায়নি, খুব বেশি হলে আড়াই কী তিন পেগ, কিন্তু খাওয়াটা তাড়াতাড়ি খাওয়া হয়ে গেছে, অথবা কে জানে সমুদ্রের হাওয়ায় বোধহয় চট করে নেশা হয়ে যায়। সে বলল, 'আমাকে এ বেলাটা ছেড়ে দাও রোহন। আমি গেস্টহাউসে ফিরে গিয়ে খানিকটা রেস্ট নিই।'

রোহন বলল, 'সে কী স্যার! আপনি না গেলে কী করে হবে।'

'আরে তোমার স্পট তো পালাচ্ছে না!'

মাধবী গলা নামিয়ে বলল, 'ওকে যেতে দিন রোহনবাবু। মনে হচ্ছে, উনি একটু বেশি ড্রিংক করে ফেলেছেন।'

রোহন খানিকটা হতাশ ভাবেই বলল, 'শান্তনু কি আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসবে স্যার?'

অনীশ হাত তুলে বলল, 'আরে না না। আই অ্যাম কোয়াইট ওকে। রূপসাকে বলবে ও যেন একেবারে নাম ঠিক করে ফেরে। আমি সেই নাম শুনে জায়গা দেখতে যাব। দ্যাট উইল বি আ গ্রেট প্লেজার ফর মি।'

মাধবী দাঁড়িয়ে থেকে অনীশের চলে যাওয়াটা দেখতে লাগল। মানুষটার পা কি একটু টলছে? অনীশ গেস্ট হাউসের সামনের বালিয়াড়িটার আড়ালে চলে যেতেই সে রোহনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল,'আপনারা এগোন রোহনবাবু, আমি আসছি। রূপসাকে একটু খেয়াল রাখবেন।'

রোহন কিছু একটা বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল। একজন মহিলা তার স্বামীর কাছে যাচ্ছে, সে কী বলতে পারে?

রূপসা সমুদ্রের অনেকটা ভেতরে চলে গেছে। সমুদ্র মানে জল নয়, শুধু বালি। শক্ত বালি। মাঝে মাঝে জেলেদের খুঁটি পোঁতা। খুঁটিতে জাল টাঙানো। রাতে জল এলে মাছ ধরা দেবে। ঘাগরা তুলে তুলে সেই জাল সাবধানে টপকে এগোচ্ছে রূপসা। তাতেও পুরোপুরি বাঁচোয়া নেই; বালি লাগছেই। শান্তনুর নামে মাকে মিথ্যেটা বলে মজা লাগছে। রোহন আঙ্কেলকেও একটা কিছু বলে ঘাবড়ে দিতে হবে। কী বলা যায়? শান্তনুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার গল্প শুনে ওরা যতটা

BanglaBook.org

জেলাস হবে তত মজা।

জায়গাটা সত্যি দারুণ। কেউ কোথাও নেই। গেস্ট হাউস থেকে যত দূরে যাচ্ছে তত যেন আরও আরও বেশি করে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। দু-একটা জেলে, একটা দুটো সাইকেলের ঘন্টি, কয়েকটা কাঁকড়ার ছুটে যাওয়া। ব্যস্। এই শেষ দুপুরের আলোয় অজানা সাগরতট যেন ঘুমিয়ে আছে নিজের মতো। পরে যখন জল আসবে তখন জাগবে। তীর আর জল লুটোপুটি খাবে। রূপসা থমকে দাঁড়াল। পায়ের কাছে লাল কাঁকড়ার দল। সম্ভবত ঘরে ফিরছে। ইস্, কঙ্কনকে একটা ফোন করলে ভালো হতে। মোবাইলটা গেস্ট হাউসে। সঙ্গে থাকলে বলত ,'আমি এখন কোথায় বলো তো কঙ্কন?'

'গাড়িতে?'

'তোমার মুণ্ডু। আমি এখন জাহাজে।'

'কাজের সময় কী যে রসিকতা করো।'

'আরে সত্যি বলছি, আমি এখন জাহাজে চেপে সুমদ্রের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি।'

'দূর, সত্যি করে বলো। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।'

'ঠিক আছে, সত্যি বলছি। জাহাজ নেই ঠিকই, বাট আমি এখন মাঝসমুদ্রে। মাঝসমুদ্র দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। এখানে মিডল্ অব্ দ্য সি দিয়ে হাঁটার ব্যবস্থা আছে। নেচার করে দিয়েছে। ইফ্ ইউ ডোন্ট বিলিভ দেন কাম ইমিডিয়েটলি। তুমিও সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে হাঁটবে।'

'বাবা, এমন করে বলছ যেন দুনিয়ার সেরা জায়গায় গিয়ে হাজির হয়েছ।'

'কঙ্কন, তুমি কি কিছু শুনতে পাচ্ছ? কোনও আওয়াজ?'

'কই? কই রূপসা! কিছু শুনতে পাচ্ছি না তো! শুধু সাইলেন্স।'

'দ্যাট ইজ দ্য সাউন্ড। সাইলেন্স ইজ দ্য সাউন্ড হিয়ার।'

'বাপ্রে মনে হচ্ছে বিরাট কবি হয়ে গেছ। তোমার সঙ্গে ওই স্মার্ট গাধাটা আছে নাকি?'

এতক্ষণে বানানো মোবাইলে মনে মনে কথা বলতেও এবার রূপসা সত্যি সত্যি মুখ ফুটে বলে বসল।

'না, নেই। তোমার কথামতো তাকে গাড়ি থেকে ফেলে দিয়েছি।'

ঠিক সেই সময় শান্তনু পাশ থেকে বলল, 'কার সঙ্গে কথা বলছ রূপসা? কাকে ফেলে দিয়েছ?'

রূপসা চমকে পাশ ফিরল। পাশে দাঁড়িয়ে শান্তনু হাসছে। ছেলেটা কখন এল? জল নেই তবু হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে আছে। গোলাপি রঙের একটা চেক শার্টে ঝলমল করছে।

'আপনি!'

BanglaBook.org

শান্তনু হেসে বলল, 'অসুবিধে হল? আমি আসতে চাইনি, স্যার পাঠালেন। তোমার রোহন আঙ্কেল। বললেন, মেয়েটা একা একা যাচ্ছে, তুমি পাশে থাকো। যদি বলো পাশে না থেকে পিছনে থাকতে পারি, তবে চলে যেতে পারব না রূপসা। বসের অর্ডার।'

'আপনি কি আমার বডিগার্ড?'

'অর্ডার যখন হয়েছে তখন সেটাই মেনে নিতে হবে। কাল পর্যন্ত ছিলাম ম্যানেজার, আজ সকাল থেকে ড্রাইভার হয়েছি, এখন সুন্দরীর বডি গার্ড। বায়োডাটা কালারফুল হচ্ছে কিন্তু।'

রূপসা মুখ তুলে তাকাল। অনেকটা দূরে বিচের ওপর দিয়ে দুজন পুরুষমানুষ চলেছে। রোহন আঙ্কেল আর ওই বিশ্বনাথ নামের লোকটা না? হ্যাঁ তাই তো? মা, বাবা কোথায়?

রূপসা দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, 'শান্তনুবাবু মা, বাবা আসেনি? গেস্ট হাউস থেকে তো একসঙ্গেই বেরোলাম।'

শান্তনু সুযোগ ছাড়ল না। বলল, 'সত্যি তুমি একেবারে বালিকা। মাকে না দেখে কেঁদে ফেলবে মনে হচ্ছে।'

রূপসা বিরক্ত হল, এই সময় ঠাট্টা ভালো লাগছে না। ঠোঁটের কোণে হেসে বলল, 'অসুবিধে কী আছে, আপনি চোখ মুছিয়ে দিতে পারবেন না?'

শান্তনু হেসে বলল, 'রসিকতার এই একটা সমস্যা। নিজে করা যায়, কিন্তু অন্য কেউ করলেই রাগ হয়। তাই না? তোমার বাবার শরীরটা খারাপ লাগছিল, গেস্টহাউসে ফিরে গেছেন, আর মিসেস চৌধুরি সম্ভবত কিছু নিয়ে আসতে ভুলে গেছেন। আমাদের এগোতে বললেন।'

রূপসা চিন্তিত গলায় বলল, 'বাবার শরীর খারাপ! কী হয়েছে?'

'না না, মেজর কিছু নয়। অতটা পথ, তারওপর গাড়ি চালিয়েছেন, নিশ্চয় টায়ার্ড ফিল করছেন। বললেন, তোমরা স্পট দেখে এসো আমি পরে যাচ্ছি।'

'ও।' চুপ করে হাঁটতে লাগল রূপসা।

শান্তনু বালির ওপর একটা কাঁকড়াকে তাড়া দিয়ে বলল, 'ভাগ্যিস জঙ্গল হয়নি। তাহলে তোমাকে কত পাতা জোগাড় করতে হত একবার ভেবে দেখেছ?'

রূপসা মনে মনে হাসল। শান্তনু বদলা নিচ্ছে। সঙ্গে একটু সেক্সও চাইছে। ঠিকই এই ছেলে খেলতে ভালোবাসে। মা-বাবা দুজনেই কি প্ল্যান করে গেস্ট হাউসে ফিরে গেল? ঝগড়া করবে বলে? হতে পারে। অসম্ভব কিছু নয়।

শান্তনু বলল, 'যাই বলুন আমার বসের টেস্ট দারুণ। জায়গাটা কেমন বেছেছে বলুন তো? এদিকটার কথা শুনেছিলাম, কিন্তু আসা হয়নি। এখন মনে হচ্ছে ভুল করেছি।'

BanglaBook.org

বকবক ভালো লাগছে না রূপসার। তার ইচ্ছে করছে হাঁটতে হাঁটতে জল পর্যন্ত চলে যাই। কতক্ষণ লাগবে? উড়ে যাওয়া কতগুলো পাখির দিকে তাকিয়ে বলল, 'শান্তনুবাবু, আপনি সাউন্ড অব্ সাইলেন্স শুনেছেন?'

শান্তনু চমকে বলল, 'সাউন্ড অব্ সাইলেন্স! সেটা আবার কী? সাউন্ড অব্ মিউজিক শুনেছি।'

'বাঃ এটা শোনেননি! সাউন্ড অব্ সাইলেন্স, বাংলায় কী হবে? নিঃশব্দের শব্দ? আপনাকে যদি এখন একটু চুপ করে থাকতে বলি, তাহলে কি আপনি রেগে যাবেন? আমি এখন সাউন্ড অব সাইলেন্স শুনব। নিঃশব্দের শব্দ।' এর পরেই ডানহাতটা বাড়িয়ে দিল রূপসা। বলল 'নিন, আমার হাতটা ধরুন দেখি। এদিকের বালিটা কেমন পিছল। আমি যদি পা হড়কে পড়ে যাই বসের কাছে আপনিই বকুনি খাবেন।'

কথা শেষ করে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসতে লাগল রূপসা। হাত ধরার কথা শুনে আজকাল কোনও ছেলে ঘাবড়ে যায় এই প্রথম দেখল সে। মিস্টার ভোদাই শুধু ঘাবড়েই গেছে না, একটু সরেও গেল।

অনীশ মাধবীকে দেখতে পেল। গেস্টহাউসের লোহার গেট খুলে ঢুকছে।

এখনই দু-দুটো ভালো খবর এসেছে অনীশের মোবাইলে। এখানে মোবাইলের সিগন্যাল পাওয়া খুব কঠিন। সকাল থেকে বার বার চেষ্টা করেও হয়নি। রোহনদের ছেড়ে গেস্টহাউসের দিকে পা বাড়াতেই মোবাইলে নম্বর টিপল অনীশ। ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে ভেসে কথায় ঋতব্রত খবরটা জানালো দ্রুত। ফ্রেন্ডস মোবাইলের কলকাতা ডিভিশন নতুন বিজ্ঞাপনের খসড়া হাতে পেয়ে বেজায় খুশি। তারা মনে করছে 'নিজে কিনি' স্লোগানটা দুর্দান্ত কাজ দেবে। শুধু এখানে নয়, ওরা এটা অন্য রাজ্যগুলোতেও ব্যবহার করতে চায়। সেই প্রস্তাব মুম্বাইতে পাঠাবে। দু-একদিনের মধ্যেই জবাব পাওয়া যাবে। ঋতব্রত উত্তেজিত গলায় বলল,'আশা করা যাচ্ছে, বড়সড় একটা অর্ডার পেতে চলেছি স্যার। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুরে আসুন...।'

এরপরই লাইন কেটে যায়।

দ্বিতীয় খবর এসেছে মেসেজে। বাঁধন পাঠিয়েছে। হায়দরাবাদের প্যাটেল তাকে আজ দুপুরে ফোন করেছিল। কালই যেন অফিসের কেউ হোটেলে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে। ভদ্রলোক এই উইকে কিছুদিনের জন্য দেশে ফিরে যাবেন, তার আগে একটা কাজের অর্ডার দিয়ে যেতে চাইছেন। মেসেজ শেষে বাঁধন লিখেছে—আমার কমিশন একটু বাড়িয়ে দিলে ভালো হয়। টু এর বদলে এবার থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ।

BanglaBook.org

মাধবী বারান্দায় উঠে এসে বলল, 'বাঁধনকে ফোন করবে বলে পালিয়ে এলে?'

মাধবীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অনীশ বলল, 'তুমি চলে এলে যে?'

মাধবী একটা বেতের চেয়ার টেনে অনীশের পাশে বসল। বলল, 'কেন? তুমি আসতে পারো আমি পারি না?'

অনীশ হেসে বলল, 'কী যে বলছো মাধবী, রোহন জায়গাটা দেখাবে বলে তোমাদের এত যত্ন করে নিয়ে এল, আমি তো উড়ে এসে জুড়ে বসেছি।'

বেরোনোর আগে মাধবী শাড়ি বদলেছে। সবুজ শাড়ির পাড়ে চওড়া করে কাজ। একবার ভেবেছিল শালোয়ার পরবে। পরে শাড়িই বেছে নেয়।

'মাতাল হয়ে গেলে নাকি?'

অনীশ শুকনো হেসে বলল, 'তুমি কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে বলে ফিরে এলে? করতে পারো, কারণ এই মাত্র আমি অফিস থেকে দুটো গুড নিউজ পেয়েছি। তোমার ঝগড়া আর আর অফিসের গুড নিউজে কাটাকাটি হয়ে যাবে।'

শাড়ির আঁচলটা কোলের ওপর এনে বসেছে মাধবী। ঝালরের মতো পড়ে থাকা সুতো তুলে গিঁট পাকাতে পাকাতে লাগল। মানুষটা চিরকালই স্বার্থপর। নিজের অফিস, নিজের ভালো থাকা, নিজের কাজ ছাড়া অন্য কোনও দিকে তাকায়নি। স্ত্রীর মানা অভিমানকেও অনায়াসে ব্যবসার ভালো মন্দ দিয়ে কাটাকুটি করে দিতে পারে। মাধবী বড় করে শ্বাস টানল, সম্ভবত জোর আনল মনে।

'অনীশ, তোমাকে একটা জরুরি কথা জানাব বলেছিলাম। আমার মনে হয় সেই কথা জানানোর সময় এসেছে। এখানে আসার পর থেকেই বলার জন্য সুযোগ খুঁজছিলাম, ভিড়ের মাঝখানে পাচ্ছিলাম না। তুমি চলে আসায় ভালো হল।'

অনীশ সামনে তাকিয়ে আছে। সে মোটামুটি আঁচ করতে পারছে মাধবী কী বলবে।

মাধবী মুখ তুলল। শান্ত গলায় বলল, 'আমি ঠিক করেছি, তোমার সঙ্গে আর থাকব না। এই সিদ্ধান্তটা আমার আজ নেওয়া নয়। তুমি জানো বেশ কয়েক বছর আগেই ঠিক করেছিলাম। এতদিন মেয়ে বড় হওয়ার জন্য ওয়েট করেছি। শুধু বয়েসে নয়, আমি চেয়েছিলাম মেয়ে ভেতরে ভেতরেও বড় হোক। নাউ রূপসা ইজ ম্যাচিওরড্ এনাফ। যদি আমরা মিউচ্যুয়ালি ডিভোর্সটা নিতে পারি দ্যাট উইল বি মোস্ট ওয়েলকাম। দুজনের জন্যই ভালো, রূপসার জন্য তো বটেই। আমি দীর্ঘদিন ধরে কোর্ট, কাছারিতে যেতে চাই না। তোমার কাছ থেকে নেওয়ারও কিছু নেই আমার। যদি রাজি থাকো, তাহলে কলকাতায় ফিরে গিয়েই, আমরা প্রসেসটা শুরু করতে পারি।'

অনীশ সামান্য হেসে বলল, 'আমি জানতাম তুমি এধরনের একটা কথা বলবে। আমি কখনও বলব না মাধবী আর একবার কি ভাবা যায় না? এখন এই অনুরোধ

BanglaBook.org

অর্থহীন। শুধু অর্থহীন নয়, হাস্যকর। সত্যি কথা বলতে কী আমরা তো আর একসঙ্গে নেই। পাশাপাশি থাকা মানে তো আর সঙ্গে থাকা নয়।' একটু থেমে অনীশ আবার বলল, 'তুমি কি একা থাকবে মাধবী?'

মাধবী সামান্য হেসে স্বামীর দিকে তাকাল।

'এখনও ভাবিনি। শুরুতে দিদির কাছে গিয়ে উঠব। তারপর তো নিজের মতো একটা ফ্ল্যাট-ট্যাট দেখে নিতে হবে।'

'আর রূপসা? সে?'

মাধবী উঠে দাঁড়াল। বলল, 'সেটা ওকে ঠিক করতে দেওয়াই উচিত। আমি এবার যাই, ওরা বোধহয় অনেকটা এগিয়ে গেল। তোমার শরীর কি সত্যি খারাপ লাগছে।'

অনীশও উঠে দাঁড়াল। মাধবীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, 'জানো মাধবী, আমি ঠিক করেছি, ওই রিচি মেয়েটার চিকিৎসার সব দায়িত্ব কোম্পানি নেবে। ওর আর্জেন্ট এপিসোডটা না হলে আমরা একটা খুব বড় কাজ হারাতাম। চলো তোমাকে এগিয়ে দিই।'

ঝাউবনের মুখে গিয়ে থমকে দাঁড়াল বিশ্বনাথ।

'কী হল?' রোহন জিগ্যেস করল।

'আমি এর বেশি যাব না। আপনার চট করে ঘুরে চলে আসেন।'

রোহন অবাক হয়ে বলল, 'সেকী ! তুমি যাবে না কেন?'

বিশ্বনাথের চোখে মুখে ভয়। সে হাত নেড়ে বলল, 'সাতনা আর তার দলের লোকেরা কত খারাপ আপনি জানেন না স্যার। আমাকে বলেছে, টাকা না দিলে এই জমিতে পা না ফেলতে। তার পরও যদি জানতে পারে আপনাকে নিয়ে এসেছি, গোলমাল পাকাবে।'

রোহন বিরক্ত হয়ে বলল, 'ঠিক আছে, তোমাকে যেতে হবে না। তুমি গেস্ট হাউসে ফিরে যাও। আমরা নিজেরাই ঘুরে দেখে নিচ্ছি। একটা অ্যান্টিসোশালের এত থ্রেট শুনলে চলবে কী করে বিশ্বনাথ? আমি তো বিনা পয়সায় কিছু করছি না।'

বিশ্বনাথ মাথা নামিয়ে বলল, 'দেরি করবেন না, কেউ কিছু জিগ্যেস করলে জায়গা জমি কেনা টেনার কথা বলবেন না।'

বিশ্বনাথ বাড়াবাড়ি করছে। এতদিন জমিটা বেচার জন্য হড়বড় করছিল, এখন একটা রাউডির কথা বলে ঘাবড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। দাম বাড়ানোর কায়দা? নিশ্চয় ওই সাত্না আর তার দলের কাছ থেকেও এই লোক কমিশন নেবে। রোহন প্রায় ধমক দিল।

BanglaBook.org

'সে ঠিক আছে আমি বুঝব। বিশ্বনাথ, তুমিই বা আমাকে এত সামান্য ভাবছ কেন? তোমাদের মতো গ্রাম-গঞ্জে না হলেও আমিও তো ব্যবসায় করেই খাই। একটা ডাকাতকে ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে পালাব? কাজটা করব যখন ঠিক করেছি, করেই ছাড়ব।'

কথা শেষ করে সমুদ্রের দিকে তাকাল রোহন। হাত তুলে চিৎকার করল।

'অ্যাই, তোমরা এসো, চলে এসো। এটাই সেই স্পট...।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, রূপসা দু'হাত আকাশে তুলে ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটে আসছে। বালিতে তার ঘাগরা লুটোচ্ছে। টপ উড়ছে হাওয়ায়। পিছনে না ছুটলেও শান্তনু আসছে হন্তদন্ত হয়ে রূপসা চিৎকার করছে।

'ফ্যান্টাস্টিক, মার্ভেলাস, দুর্দান্ত।'

'সত্যি দুর্দান্ত। এত সুন্দর!'

মাধবী মাথা ঘুরিয়ে দেখল, মাধবী। তাড়াতাড়ি হেঁটে আসার কারণে সে একটু হাঁপাচ্ছে। মাধবী ঝাউবনের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'এমন সুন্দর জায়গার খবর আপনি কোথা থেকে পেলেন?'

রোহন মাধবীর দিকে একটু ঝুঁকল। নিচু গলায় বলল, 'পছন্দ হয়েছে?'

বহুদিন পর মাধবী তরল গলায় কথা বলল রোহনের সঙ্গে।

'ভীষণ। আপনার মতো সুন্দর।'

'আপনি এরকম একটা জায়গার কথাই তো বলেছিলেন, তাই না? সেই যে কেউ নেই, কিছু নেই? মনে আছে? তারপর থেকে আমি খোঁজ রেখেছিলাম।'

মাধবীর সারা শরীর বেজে উঠল। এই মানুষটা তার স্বপ্নের খোঁজ রেখেছিল! এত গুরুত্বপূর্ণ সে! এতটা মূল্যবান! মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'না, এই জায়গা আমার বলার থেকেও সুন্দর।'

জায়গাটা সত্যি সুন্দর। নির্জনতার সঙ্গে এখানে অতিরিক্ত একটা সৌন্দর্য আছে। সেই সৌন্দর্য ইচ্ছে করলে ধরা যায় না, ধীরে ধীরে নিজে ধরা দেয়। দু'পাশে যতখানি চোখ যায় বালি পড়ে আছে আলস্য মেখে। সেখানে চলে যাওয়া জলের পায়ের ছাপ। 'আবার আসব' বলে সমুদ্র চিহ্ন রেখে গেছে। খানিকটা আগে পর্যন্ত যাও মাঝে মধ্যে সমান্য কয়েকজন স্থানীয় লোকজন চোখে পড়ছিল, এখান তাও নেই। না ঘরবাড়ি, না মানুষ। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলে মনে হচ্ছে, সত্যি কেউ কোথাও নেই, কিছু নেই।

কিছুটা দূরে রূপসা তিনটে পাক দিয়ে থমকে দাঁড়াল। দু'হাত পাশে ছড়িয়ে চিৎকার করে বলল, 'মা রোহন আঙ্কেলকে জিগ্যেস কর আমাদের কতটা।'

মাধবী হেসে বলল, 'পাগল একটা।'

রোহন চিৎকার করে বলল,'রূপসা, শান্তনু তোমরা এদিকে এসো।'

BanglaBook.org

রূপসা গলা ছেড়ে বলে উঠল, 'কোথাও যাব না। এখানেই থাকব, এখানেই থাকব।'

মাধবী রোহনের দিকে একটু ঘেঁষে ফিসফিস করে বলল, 'আমিও কোথাও যাব না। কোথাও নয়।'

রূপসা এবার পা ছড়িয়ে বসে পড়ল বালির ওপর। শান্তনু পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। আঁতকে উঠে বলল, 'করছ কী? ঘাগরাটায় বালি লেগে গেল যে।'

রূপসা খিলখিলিয়ে হেসে বলল, 'কেন? আপনি ঝেড়ে দেবেন। দেবেন না?'

রোহন মাধবীকে বলল, 'আসুন, রিসর্ট আমি কী রকম ভেবেছি আপনাদের একটু বুঝিয়ে দিই।' খানিকটা এগিয়ে এল রোহন। ঝাউবনের দিকে ফিরে হাত তুলে বলল, 'আমার ইচ্ছে আছে কটেজগুলো হবে ওখানে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে। সামনে একটু একটু বাগান। পাখি দেখার জন্য একটা ওয়াচ টাওয়ার থাকবে। আর একটা মজা কী জানো রূপসা, ওই ঝাউবনের ভেতর একটা দিঘিও আছে। জায়গাটা সেই কারণে আমার আরও পছন্দ।'

রূপসা মুগ্ধ গলায় বলল, 'আচ্ছা, সমুদ্রের মধ্যে থাকার কোনও ব্যবস্থা হয় না?'

শান্তনু হেসে বলল, 'হয়, জাহাজে থাকা যেতে পারে।'

রূপসা এই রসিকতা শুনতে পেল না। সে খানিকটা ঘোরের মতোই বলল, 'ধরুন, ছোট ছোট নৌকো থাকল, খুঁটিতে বাঁধা। জল এলে সেগুলো ভাসবে। আবার জল চলে গেছে বালিতে নামিয়ে দিয়ে যাবে।'

'কী যে বলিস রূপসা, সেই নৌকো যদি খুঁটি থেকে খুলে যায়? কোথায় যাবে?' মাধবী বলল।

রোহন হেসে বলল, 'কোথায় আবার? কোথাও নয়।'

রূপসা রোহনের হাতটা চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল, 'রোহন আঙ্কেল তোমার এই জায়গার নাম ভাবা হয়ে গেছে। নো হোয়ার, কোথাও নয়।'

মাধবী অস্ফুটে বলল, 'বাঃ।'

চাপা একটা কুল কুল আওয়াজ ভেসে আসছে। অনেক দূর থেকে। যেন নিচু গলায় কেউ বলছে কিছু। কীসের আওয়াজ? সমুদ্র আসার সময় কী হয়ে গেল? আকাশের একদিকে দিনের আলো ফুরোনোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে। সেই গোলাপি রঙ নেমেচে রুপোলি বিচেও।

রোহন হাত বাড়িয়ে বলল, 'ধন্যবাদ রূপসা। থ্যাঙ্কু ভেরি মাচ। এরপর থেকে এই প্রজেক্টের সব কাজই হবে এই নামে। কোথাও নয়। কিন্তু এবার আমাদের যেতে হবে। যেতে যেতে অন্ধকার হয়ে যাবে। কাল সকালে আবার আমরা আসব।'

BanglaBook.org

ঘাগরা দু'হাতে ধরে রূপসা এক পাক নেচে নিয়ে বলল, 'তখন কিন্তু ক্যামেরা আনবেন। আমি বালির ওপর নাচব। মায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে।'

মাধবীর নিজেকে অনেক হালকা লাগছে। মনে হচ্ছে, অনেকদিন পর সে যেন মুক্ত। মেয়ের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট উল্টে বলল, 'বয়ে গেছে।'

ফেরার পথে শুধু অন্ধকার হল না, জলও চলে এল। ছোট ছোট ঢেউ। ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল বিচে। চারজনের দলটা ভাগ হয়ে গেছে। রূপসা আসার সময়ের মতো এবারও সমুদ্রে ঢুকে গেছে। জল পাওয়ার কারণে এবার উৎসাহ ডবল। শান্তনু বেচারি তাল সামলাতে চেষ্টা করছে। ওরা কখনও এগিয়ে যাচ্ছে, কখন পিছিয়ে আসছে।

মাধবী আর রোহন হাঁটছে বালির ওপর। জল থেকে দূরে। বিচে আলো নেই। চাঁদও ওঠেনি আজ। লোকজনও আরও কমে গেছে। সমুদ্র পাড়ের মানুষজন একটা দুটো করে চলে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। কখনও সাইকেলের টুং টাং, কখনও ভুল সুরে সস্তা হিন্দি গানের দু-এক কলি ভেসে ভেসে আসছে। একজন টর্চ জ্বেলে কী যে খুঁজতে খুঁজতে চলে গেল।

মাধবী বলল, 'সত্যিই নির্জন।'

রোহন বলল, 'সকালে জেলেদের একটু ভিড় হয়। ব্যস, তারপর এমনই হয়ে পড়ে থাকে সারাদিন। প্রথম আমি যখন আসি তখন তো খানিকটা অবাকই হয়েছিলাম।'

মাধবী সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে মেয়েকে ডাকল, 'রূপসা, সরে আয়। জল বাড়ছে।'

রোহন বলল, 'চিন্তা নেই, এই ঢেউতে কিছু হবে না।'

মাধবী বলল, 'তবু বলা যায় না। কোথায় টান থাকে।'

রোহন বলল, 'শান্তনু খেয়াল রাখছে। ওকে বলে দিয়েছি। রূপসা এমন একটা নাম দেবে আমি ভাবতেও পারিনি। বাইরে থেকে দেখলে মেয়েটা যে এত গভীর বোঝা যায় না। সারাক্ষণই মনে হয় হালকা হাসি-ঠাট্টার মধ্যে থাকে।'

মাধবী নিচু গলায় বিড়বিড় করে বলল, 'কোথাও নয়, কোথাও নয়... সত্যি সুন্দর।'

রোহন হেসে বলল,'আরও একটা মজা কী জানেন, রূপসার এই নামটার মধ্যে আমার কম বয়েসের অ্যাডভেঞ্চারটা রয়ে গেল। প্রজেক্টটা যদি আলটিমেটলি করতে পারি তখন আর কোথাও নয় শুনলে কেউ হাসবে না।'

মাধবী মুখ ঘুরিয়ে বলল 'যদি কেন?'

রোহন সামান্য হেসে বলল, 'এখনও একটু সমস্যা আছে ম্যাডাম।'

মাধবী রোহনের হাত ছুঁল। ফিসফিস করে বলল, 'না, কোনও সমস্যা নেই।'

BanglaBook.org

বহুদিন পর মাধবীর ছোঁয়ায় রোহন ভেতরে একটু চমকে উঠল। কিন্তু হাত সরাল না।

'চেষ্টা করছি। খুব চেষ্টা করছি যাতে আজ বা কাল সকালের মধ্যে প্রবলেমটা সলভ হয়ে যায়। কলকাতায় ফিরে যাওয়ার আগে সত্যি সত্যি যেন বোর্ড লাগিয়ে যেতে পারি—দিস্ প্লেস ইজ রিজারভড ফর কোথাও নয়।'

দূরে গেস্টহাউসের আলো দেখা যাচ্ছে। ভেসে আসছে জেনারেটরের আওয়াজ। ফট্, ফট্, ফট্...

মাধবী বলল, 'রোহন, আজ আমি অনীশকে জানিয়ে দিয়েছি আমি আর ওর সঙ্গে থাকব না। আমি ডিভোর্স চেয়েছি। খুব তাড়াতাড়ি চেয়েছি। মনে হল ও ভালভাবেই অ্যাকসেপ্ট করেছে।'

রোহন একটু থমকে গেল। বলল, 'মাই গড, শেষ পর্যন্ত এখানে এসে...। ইস্, আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগছে।'

'কেন খারাপ লাগছে কেন? আমার মনে হয় ভালো কথার মতো জীবনের অপ্রিয় কথা বলার জন্যও সুন্দর পরিবেশ লাগে।'

রোহন কয়েক পা চুপ করে হাঁটল। বলে, 'আমি জানতাম আলটিমেটলি এরকম একটা কিছু হবে। স্যার মানুষটা এত চমৎকার, কিন্তু কেন যে...।'

মাধবী হাসল। অন্ধকারে সেই হাসি দেখা গেল না।

'হয়তো চমৎকার। আমি বুঝতে পারলাম না। শুধু স্বার্থপরতা আর প্রসটিটিউটের সঙ্গে প্রেমটাই দেখলাম।' একটু চুপ করে মাধবী আবার বলল, 'রোহন, সেই দিনের পর থেকে আপনি আমাকে আর কখনও পেতে চাননি কেন আমি জানি। আপনি আমার সান্নিধ্য চান, আমার শরীর চান, কিন্তু অদৃশ্য অনীশ আপনার সামনে এসে বার বার দাঁড়িয়েছে। আজ থেকে সেই সমস্যা আর রইল না।' থামল মাধবী। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছোট মেয়ের মতো উচ্ছ্বাসে বলল, 'দেখুন দেখুন জল কতটা চলে এসেছে।'

সত্যি জল অনেকটা চলে এসেছে। ঢেউও বড় হয়েছে চেহারায়। বালির ওপর ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আওয়াজ তুলে। রূপসা তার ঘাগরা ভিজিয়ে ফেলেছে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। হাত দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে শুকনো বালির ওপর এসে শান্তনুকে বলল, 'এই যে ড্রাইভার সাহেব, আজ রাতে কিন্তু সমুদ্রস্নান হবে।'

শান্তনু আঁতকে উঠে বলল 'খেপেছো নাকি?'

'খেপেছি কি না দেখতে পাবেন।'

BanglaBook.org

অনীশ বিশ্বনাথকে দিয়ে ছাদে বসার ব্যবস্থা করেছে। বিশ্বনাথ বলেছিল,'স্যার, চেয়ার-টেবিলে এনে দিই। প্লাস্টিকের জিনিস, তুলতে অসুবিধে হবে না।'

'না, তুমি মাদুর জোগাড় করো। অনেকদিন মাদুরে বসে মদ্যপান হয়নি।'

বিশ্বনাথ মাদুর পারেনি, তবে একটা শতরঞ্চি এনে দিয়েছে। সেটা ছাদে পাতা হয়েছে। অনীশ সামনে গ্লাস, বোতল নিয়ে বসেছে। এভাবে বসায় হাত-পা ছড়ানো গেলেও সমুদ্র দেখা যায় না। ছাদের পাঁচিলে চোখ আটকে যায়। তবে জল আর হাওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। এখানে হাওয়ায় জোর নেই।

বিশ্বনাথ বলল, 'আর কিছু লাগবে, বাদাম? পকৌড়া করে দিতে বলি? চিকেন পকৌড়া?'

অনীশ বলল, 'না, আমার কিছু লাগবে না। তুমি নিচে যাও। ওরা ফিরেছে?'

'হ্যাঁ স্যার, ফিরেছে। আপনার খোঁজ করছিল। আমি কি ওদের ছাদে আসতে বলব?'

অনীশ চুপ করে রইল। বিশ্বনাথ চলে যেতে অনীশ মদ ঢালতে ঢালতে পায়ের আওয়াজে মুখ ফেরাল । রূপসা এসেছে। ভিজে যাওয়া ঘাগরা খুলে একটা হাউস কোটের মতো জিনিস পরেছে সে। কব্জি পর্যন্ত হাত। কোমরে রেশমের দড়ি।

'বাবা, তোমার না শরীর খারাপ? আবার তুমি এসব সাজিয়ে বসেছ?'

অনীশ হেসে বলল, 'দূর শরীর খারাপ টারাপ কিছু নয়, কটা কাজের ফোন সারব বলে তোদের ওখান থেকে কায়দা করে সরে এলাম। অফিসে ফোন করছি শুনলে তোরা তো আবার চেঁচামেচি করতিস। করতিস না? ওসব ছাড় স্পট কেমন দেখলি বল।'

মাদুরের ওপর বসে পড়ল।

'ফাটাফাটি, গ্রেট, হেভি। আমাদের ভাষায় ব্যাপক। ব্যাপক কী জানো?'

অনীশ গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, 'জানি না, তবে দারুণ কিছু একটা বুঝতে পারছি।'

'তার থেকেও বেশি বাবা। সিনেমায় যেমন দেখা যায়, দ্বীপের মতো। একেবারে কোয়াইট। ইউ ক্যান হিয়ার ইওর হার্ট বিট। ওই বালিয়াড়ি, ঝাউবনের

BanglaBook.org

পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গায়ের ভেতর কেমন যেন করে উঠল। শির্‌শির্‌, মনে হচ্ছিল, সামনের সমুদ্রটা যেন শুধু তোমার জন্য, ওনলি ফর ইউ। রোহন আঙ্কেল বলেছে, কাল খুব ভোরেই আমরা যাব।'

অনীশ মেয়ের কাঁধে হাত রেখে বলল,' কাল ভোরে কেন? আমার তো মনে হচ্ছে, আজ রাতেই একবার ঘুরে আসা ডচিত। তুই আমাকে এক্সাইটেড করে দিয়েছিস।'

রূপসা অনীশের হাত ধরল, 'যাবে বাবা? সত্যি যাবে? দারুণ হবে কিন্তু। কোথাও নয় জলে কেমন দেখায় একবার দেখে আসা যাবে।'

'কোথাও নয়!'

রূপসা লাজুক হেসে বলল, 'আমি নাম দিয়েছি। কোথাও নয়। নো হোয়ার। কেমন হয়েছে? মা আর রোহন আঙ্কেলের তো ভীষণ পছন্দ। ওই ভোঁদাই ম্যানেজারবাবুও খুব ঘাড় নাড়ল। আমি জানি, জায়গাটা দেখলে তুমিও বলবে নামটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়েছে। ট্যুরিস্টদের জন্য বিজ্ঞাপনে লম্বা একটা বিচের ফটো থাকবে, সিলভার বিচ।. একপাশে ঝাউবন, অন্যদিকে সমুদ্র। ওপরে লেখা আপনি কোথায় যাচ্ছেন? নিচে বড় বড় করে জবাব—কোথাও নয়। কেমন হবে?'

শূন্যে অদৃশ্য বিজ্ঞাপন আঁকা শেষ করে রূপসা হাত নামাল।

অনীশ হাততালি দিয়ে উঠল। হাততালি দিতে দিতেই বলল,'ব্র্যাভো। তুই শুনলে খুশি হবি রূপসা তোর কথা থেকে আর করে অ্যাড স্লোগান বানিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার একটা কাজ আমি হাতছাড়া হওয়া থেকে আটকে দিয়েছি।'

রূপসা চোখ বড় করে বলল, 'রিয়েলি?'

'নয় তো কী? হুঁ হুঁ বাবা, যতই বারণ করো, পথেও অফিস করেছি, এখানেও অফিস করেছি।'

রূপসা অধীর আগ্রহে ডান হাতের পাতা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'কী হয়েছে খুলে বলো বাবা। আমার ভীষণ টেনশন হচ্ছে।'

অনীশ হেসে বলল, 'এখন বলব না, আগে ফাইনাল অর্ডারটা পাই, তারপর বলব। উইথ ইওর রেমুনারেশন। তোর নিজের আর্নিং। বলছি না পার্ট টাইম কাজ করবি। তারপর যতখুশি নিজে কিনি? তাই তো?' কথা শেষ করে হাসতে লাগল অনীশ। বলল, 'কাছে আয় মা একটা চুমু দিই।'

রূপসা কপালে বাবার চুমু নেওয়ার পর নাক সিঁটকে বলল, 'ইস্‌ হুইস্কির বিচ্ছিরি গন্ধ। বাবা নামটা কি পছন্দ হয়েছে?'

'খুব পছন্দ হয়েছে। দারুণ পছন্দ হয়েছে। রূপসা, তোর মা কই? তাকে দেখছি না।'

BanglaBook.org

রূপসা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল,'আবার নাকি মাথা ধরেছে। ঘরে দরজা দিয়ে শুয়ে আছে। ঠিক করেছি, নিচে গিয়ে দরজা ধাক্কা দিয়ে তুলব। বেড়াতে এসে এত মাথা ধরা ভালো দেখায় না।'

অনীশ শূন্য গ্লাসে মদ ঢালল।

'থাক ডাকিস না। হয়তো সত্যি সত্যি মাথা ধরেছে।'

রূপসা বিরক্ত গলায় বলল, 'বাজে কথা। এই তো এতক্ষণ রোহন আঙ্কেলের সঙ্গে দিব্যি হাসতে হাসতে আর গল্প করতে করতে এল।'

বাবার সামনে কথাটা বলা ঠিক হল কি? কেন হবে না? বাবা যদি মনে করে তার মেয়ে কিছু জানে না, বুঝতে পারে না সেটা ভুল। সে আর ছেলেমানুষ নয়। মা আর রোহন আঙ্কেলের সম্পর্ক নিয়ে তার মনে কোনও সংশয় নেই। ভালোবাসা না হলেও পছন্দ তো করে।

অনীশ শান্ত গলায় বলল, 'তোর রোহন আঙ্কেলের পার্সোনালিটিটাই এরকম। অলওয়েজ চার্মিং। তাছাড়া তার একটা বড় গুণ হল, সে অন্যের জন্য ভাবে। ফিল করে। এই দেখ না কেমন বেড়াতে নিয়ে এল। যাক, রূপসা, তোর মা আজ আমাকে একটা জরুরি কথা বলেছে। ভেরি ভেরি আর্জেন্ট।' অনীশ গ্লাসে লম্বা চুমুক দিল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল,'রিচির মতো মিথ্যে আর্জেন্ট নয়, সত্যি আর্জেন্ট। তোর মা আর আমার সঙ্গে থাকতে চায় না। সে আজ আমার কাছে ডিভোর্স চেয়েছে।'

রূপসা চুপ করে রইল। সমুদ্রে আওয়াজ বেড়েছে। জল কি আরও কাছে চলে এসেছে? তাই হবে। এই ধরনের সমুদ্রের এটাই মজা। অভিসারেই মতো। লুকিয়ে লুকিয়ে তীরের সঙ্গে প্রেম করতে আসে। বাবার কথায় যতটা ধাক্কা খাওয়া উচিত ছিল, রূপসার মনে হচ্ছে তেমন কিছু হচ্ছে না তার। বাবা, মার সম্পর্ক যে ভাঙছে সেটা অনেকদিন ধরেই বুঝতে পারছিল। হয়তো সেই কারণেই হচ্ছে না। ভালোই হয়েছে। রোজ গোলামালের থেকে এটাই ভালো। মা রোহন আঙ্কেলের সঙ্গে থাকবে? আর বাবা? বাবা কি চলে যাবে ওই মহিলার কাছে? বাঁধন না কী যেন নাম? কোনও কোনও রাতের কুৎসিত ঝগড়া দেয়াল টপকে ভেসে এসেছে তর ঘরেও। মা হিসহিসিয়ে উঠছে।

'যাও, এখনই মেয়েটার কাছে চলে যাও।'

বাবা বলেছে,'আঃ আস্তে, আস্তে মাধবী। রূপসা শুনতে পাবে।'

মা কেটে কেটে বলেছে, 'পেলে পাবে। মেয়ে জানুক তার বাবা বাঁধন নামের একটা প্রসটিটিউটের সঙ্গে...।'

রূপসা উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াতেই তার চোখের সমুদ্র ঝলসে উঠল সমুদ্র। তরবারির মতো। খাপ খুলে পড়ে আছে গায়ে কালি মেখে! সমুদ্র এমন কালো

BanglaBook.org

হয়? ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাসের আলোও যেন লুকিয়েছে। আজ কি অমাবস্যা?

'বাবা, তোমার কি মন খারাপ?'

'মন খারাপ নয়, আবার ভালোও নয়। গত কয়েক বছর ধরে তোর মায়ের সঙ্গে আমি এক ফ্ল্যাটেই শুধু থেকেছি, কিন্তু একসঙ্গে থাকিনি। যতই আমরা লুকোতে চেষ্টা করি, তুই নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিস্।'

'বাবা, তুমি আর খেও না। এরপর কিন্তু সত্যি সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়বে।'

অনীশ বলল, 'আমাকে কখনও মদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়তে দেখেছিস? তবু তুই যখন বলছিস, ঠিক আছে আর খাব না।'

রূপসা বলল,'বাবা, আজ কি অমাবস্যা?

অনীশ আকাশের দিকে তাকাল। কতদিন পূর্ণিমা, অমাবস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো হয়নি। কোনও কোনও দিন বাঁধনের ওখানে গেলে সে বলেছে, 'জানেন তো আজ পূর্ণিমা?' অনীশ অবাক হয়ে বলেছে, 'তাই নাকি! কই জানি না তো! আমি তো জানি আজ ফ্রাই ডে, আমাদের উইকলি মিটিঙের দিন।' বাঁধন ঘরের আলো নিভিয়ে জানলার পর্দা সরিয়ে দিত তখন। ম্লান আলোয় ঘর ভরে যেত।

অনীশ মাথা নামিয়ে বলল, 'তাই মনে হচ্ছে।'

রূপসা বলল, 'বাবা, একটা কথা বলব?'

'বল্?'

'না, থাক। আমি এবার নিচে যাই। রোহন আঙ্কেল ভাববে, আমি কষ্ট করে নিয়ে এলাম, আর বাপ-বেটি আমার কথা ভুলে নিজেরা চুটিয়ে গল্প করছে। ভয় করছে আজ রাতেই কলকাতায় ফিরে যেতে না বলে।'

কথা শেষ করে রূপসা হাসতে লাগল। অনীশও হাসল। ফিসফিস করে বলল,'টেক কেয়ার মাই গার্ল, সাবাধানে থাকিস।'

ছাঁদের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই রূপসা কোটের পকেটে হাতড়ে মোবাইল বের করল। না, এখনও সিগন্যাল নেই। সেই দুপুর থেকে এই কাণ্ড শুরু হয়েছে। বিশ্বনাথ বলল, এখানে নাকি এমনই হয়, বেশিরভাগ সময় মোবাইলে সিগ্ন্যাল থাকে না। ইস, কঙ্কনকে 'কোথাও নয়' নামটা জানানো হচ্ছে না।

হঠাৎই রূপসার মনে হল, সে একা।

BanglaBook.org

দরজায় তিনবার আওয়াজ শোনার পরও মাধবী উপুড় হয়ে শুয়েছিল। তার উঠতে ইচ্ছে করছে না।

এবার নক্ না করে রূপসা দরজার কাছে মুখ রেখে ডাকল,'মা দরজা খোলো।'

মাধবী বিছানা হাতড়ে শাড়িটা টেনে নিল। দু'হাত দিয়ে এলোমেলো হয়ে থাকা খাটের চাদর ঠিক করতে করতে নজর পড়ল ব্লাউজ আর ব্রা পড়ে আছে কোণে। দ্রুত হাতে সেগুলো তুলে গুঁজে দিল সুটকেসে। খাট থেকে নামার সময় মাটিতে পড়ে থাকা সায়াটা সরাল পা দিয়ে।

'কী হল মা? খুলছ না কেন?' বাইরে রূপসার গলায় চাপা উদ্বেগ।

'দাঁড়াও খুলছি। ওরকম করছ কেন?'

মাধবী দু'হাতে চোখ মুছে তারপর মাথার চুল ঠিক করতে করতে দরজা খুলল। বলল,'কী হয়েছে?'

রূপসা মায়ের অবিন্যস্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল। শান্ত গলায় বলল, 'আমার কিছু হয়নি, তোমার কী হয়েছে? দেখে মনে হচ্ছে যুদ্ধ করছিলে। কার সঙ্গে? ঘর অন্ধকার কেন? তোমার মাথা ধরা সেরেছে।'

মাধবী চমকে উঠল। মেয়েটা কিছু বুঝতে পেরেছে নাকি? বোঝার কথা নয়। কারোরই বোঝার কথা নয়। রোহনকে যখন ঘরে টেনে নিয়েছিল সে, রূপসা তখন ছাদে। শান্তনু সিগারেট না কীসের সন্ধানে গেস্ট হাউসের বাইরে গেছে। যাওয়ার আগে চিৎকার করে জানিয়েও গেল। পিছনের রান্নাঘর থেকে বিশ্বনাথের টুং টাং ভেসে আসছিল। সুতরাং জানার কথা নয় কারও।

রোহন এসেছিল 'মিসেস চৌধুরির'র শরীরের খবর নিতে। স্নান সেরে জিনসের ওপর শার্ট গায়ে দিয়েছে। মাধবী দরজা খুলতে বলল, 'কেমন আছেন?'

এক মুহূর্তও দেরি করেনি মাধবী। হাত ধরে অন্ধকার ঘরে টেনে নিয়েছিল। রোহন হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে।

'কী ছেলেমানুষী করছেন?'

মাধবী দুটো কাঁধ চেপে ধরে বলে, 'কোনও ছেলেমানুষি নয়। আই লাভ ইউ রোহন। আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

BanglaBook.org

'আঃ, ছাড়ুন, ছাড়ুন।'

মাধবী দরজা পাল্লা লাগাতে লাগাতে বলে, 'এতদিন বলতে পারিনি। সমাজ, সংসার, লোকলজ্জা বলতে দেয়নি। বাট নাউ আই ফ্রি ফম অল দ্যাট হেল। আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

কথা বলতে বলতেই মাধবী তার মুখ উঁচু করে ঠোঁট বোলাতে থাকে রোহনের মুখে আর ফিসফিস করে বলে, 'রোহন, তুমিও কি আমাকে ভালোবাস না? আমাকে চাও না তুমি?'

রোহন হাত দিয়ে মাধবীর মুখ সরাতে যায়। কাতর গলায় বলে, 'প্লিজ ছাড়ুন। কেউ চলে এলে...।'

মাধবী শোনে না। দরজার ছিটকিনি তুলে রোহনের হাত দুটো টেনে ধরে নিজের বুকে রাখে। চাপা গলায় বলে, 'কেউ দেখবে না। প্লিজ একবার, সেদিনের মতো আর একবার আদর করো আমায়। রোহন প্লিজ।'

বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে ওঠে মাধবী।

এরপর আর নিজেকে আটকাতে পারেনি রোহন। সে ব্লাউজ খোলে মাধবীর। অন্তর্বাস টেনে নামায়। অন্ধকারেই স্তনে মুখ রাখে গভীর আশ্লেষে। সায়ার দড়ি খুলতে খুলতে নিজের শরীর রাখে মাধবীর উরুর ফাঁকে। তারপর আলতো কোলে তুলে নিয়ে যায় খাটের ওপর। খুব অল্পক্ষণের মধ্যেই মাধবী বুঝতে পারে সমুদ্র ঝাঁপিয়ে পড়েছে তীরে। দুটো চোখ বুজে চাপা শিৎকার ধ্বনি তোলে। ফিসফিসিয়ে বলে, 'আমাকে মেরে ফেলো, আমাকে মেরে ফেলো। প্লিজ কিল মি রোহন।'

মাধবীর মাথার চুল দু'হাতে চেপে ধরে রোহন। কানের লতিতে ঠোঁট রেখে বলে, 'মাধবী, মাধবী, মাধবী...।'

'আবার বলো। আবার বলো...।'

রোহন আবার বলে। বলতে বলতে একসময় শান্ত হয়।

খাটের ওপর উঠে বসে রোহন বলে, 'আপনি ড্রেস পরে নিন। ওরা চলে আসবে।'

নগ্ন মাধবী উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে। তার পিঠ, নিতম্ব, পা বাইরে থেকে চুঁইয়ে আসা আলো গড়াচ্ছে। তার মনে হচ্ছে, বাইরে নয়, আলো গড়াচ্ছে শরীরের ভেতর থেকে। বালিশে মুখ রেখে সে বলে, 'আসুক।'

'পাগলামি করবেন না, নিন উঠুন।' শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে রোহন বলে, 'আমি বিশ্বনাথের সঙ্গে একটু বেরোচ্ছি।'

মাধবী খাট থেকে নেমে সুটকেসের ওপর বের রাখা হাউসকোটটা টেনে নেয়। বলে, 'এখন! এই অন্ধকারে?'

প্যান্টের বেল্ট লাগিয়ে রোহন দরজার কাছে এগিয়ে যায়।

'অন্ধকার এখানে, বড় রাস্তার কাছে নেই। বেশিক্ষণের ব্যাপার নয়। গাড়ি নিয়ে তো যাব।'

মাধবী এগিয়ে এসে রোহনের বুকে ডান হাতটা রাখে।

'কাল সকালে গেলে হত না? অচেনা অজানা জায়গা।'

রোহন চুপ করে থাকে। সেও চেয়েছিল, আজ থাক। বিশ্বনাথই জোর করল। ফিরে আসার পরপরই রান্নাঘরে পাশে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বলল, 'সাত্না খবর পাঠিয়েছে আজই সে কথা বলবে। কাল সকালেই ও খড়গপুর চলে যাচ্ছে। কোর্টে কেস না কী আছে। যাওয়ার আগে টাকাকড়ির কথা ফাইনাল করে ফেলতে চায়।' এইটুকু বলে থামল বিশ্বনাথ। তারপর মাথা নামিয়ে বলল, 'আপনাদের অত করে বললাম, ওখানে হইচই করবেন না, চুপচাপ দেখে চলে আসবেন। নইলে খবর হয়ে যাবে... কথাটা আপনারা স্যার শুনলেন না। ছোট ম্যাডাম নাকি নাচানাচি করেছে। সাত্নার লোক দেখেছে।'

রোহন অবাক হয়ে বলল, 'লোক! কী যে বল বিশ্বনাথ, লোক ওখানে কোথায়? বিচ একেবারে শুনশান।'

বিশ্বনাথ সাদা দাঁত বের করে সামান্য হাসল।

'পাড়াগাঁয়ে শুনশানের মধ্যেই লোক থাকে। যে ছোকরা বাজার থেকে মালপত্র এখানে দেওয়া নেওয়া করে ওরা তাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে। আমি বলি কী স্যার, চলুন আজই ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়ে আসি। কাল সকালে তো আবার সবাই ওখানে যাবেন। যাবেন তো? কী দরকার হুজ্জতির মধ্যে পড়বার?'

রোহন মুখ শক্ত করে বলল, 'তোমার ওই সাতনা এখানে আসতে পারে না? এখানে বসেই কথা বলে নিতাম। টাকাও পেত।'

'আমি একবার ভেবেওছিলাম, তারপর ভাবলাম, থাক, মেয়েছেলেরা আছে। চিন্তা নেই স্যার, আমি তো সঙ্গে থাকব।'

রোহন এক মুহূর্ত ভাবল। বিশ্বনাথ গুণ্ডাকে চটাতে চায়ও না। পার্টিকে সরাসরি বসিয়ে দিতে চাইছে। নিজে মাঝখানে থাকতে চাইছে না। কী করবে? না যাওয়ার মানে একটাই, ভয় পাচ্ছে। ভয় পেলে প্রজেক্ট গুটিয়ে পালিয়ে যেতে হবে। 'কোথাও নয়' ফাইল শুরুতেই বন্ধ হয়ে যাবে। সেটা অসম্ভব।

রোহন বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে এখনই যাব। কতদূর?'

বিশ্বনাথ খুশি হয়ে বলল, 'কাছেই। ওই তো বাজারেই। ক্লাবঘর আছে। আপনি টাকাটা দেবেন তারপরই চলে আসব।'

রোহন বলল, 'আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি। তুমি ততক্ষণ রান্না এগিয়ে নাও।'

সেই ফ্রেশ হওয়ার পরই মাধবীর বন্ধ ঘরে নক্ করেছিল রোহন।

রোহন মাধবীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভয় নেই চলে আসব। বড়

BanglaBook.org

জোর হাফ্ অ্যান আওয়ার।'

'সাবধানে যাবে।'

কথা শেষ হলে রোহন দরজা ফাঁক করে উঁকি দিল। না, কেউ দেখছে না। রোহন বেরিয়ে গেলে মাধবী দরজা বন্ধ করে খাটে ফিরে আসে এবং কাঁদতে থাকে।

এরও বেশ কিছুক্ষণ পরে রূপসা ডাক দিল।

ঘরে ঢুকে দরজার পাশ হাতড়ে আলোর সুইচ খুঁজলে মাধবী মেয়েকে বলল, 'থাক না, আলো জ্বালানোটা খুব জরুরি?'

রূপসা সরে এসে একটা খাটের উলটোদিকে রাখা চেয়ারটা টানল। গেস্ট হাউসের ঘরগুলো একেবারেই আহামরি নয়, তবে চেয়ার টেবিলের মতো টুকটাক সব জিনিসই আছে। এমনকী, টেবিলের ওপর একটা টেবিল ল্যাম্পও রয়েছে। যদিও সকালে বিশ্বনাথ জানিয়ে দিয়েছে, রাত দশটার পর জেনারেটর নিভে যায়। এখানে এটাই নিয়ম। দরজা খোলা থাকার কারণে ড্রইংরুমের আলো অনেকটাই এঘরে ঢুকছে।

'মা, তুমি কি কাঁদছিলে?'

মাধবী চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর মেয়ের দিকে মুখ তুলে বলল, 'রূপসা, তোকে একবার বলেছিলাম না বড়দের কান্নার কারণ সময় হলে বুঝতে পারবি?'

মায়ের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রূপসা মাথা নামিয়ে বলল, 'আমি বাবার কাছে সব শুনেছি। মা, তুমি কি রোহন আঙ্কেলের সঙ্গে থাকবে?'

মাধবী এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। তারপর যেন খানিকটা আপনমনেই বলে 'একটা সময় পর্যন্ত সেরকমই ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, না, থাকব না। রোহন চাইলেও থাকব না। সবকিছু জড়িয়ে রাখতে নেই। সুখের থেকে তাতে ভুলের বোঝাই বাড়ে। একটা জীবন পর্যন্ত তো জড়িয়ে জড়িয়েই থাকলাম, বাকিটা অন্যরকম ভাবে দেখা যাক না ক্ষতি কী? এমনও তো হতে পারে, দূর থেকে দেখতে দেখতে একটা সময় হয়তো মনে হবে, তোর বাবা যা করেছে সেটাও অন্যায় কিছু নয়, ভুল কিছু নয়। আমার মতো সেও হয়তো একজনকে চেয়েছিল। জড়িয়ে ছিলাম বলেই তারটা বুঝতে পারিনি। রোহনের বেলাতেও যদি সেরকম কিছু ঘটে? একা থাকতে আমার অসুবিধে হবে না রূপসা। আর একা কোথায়? তুই বড় হয়ে গেছিস এর থেকে স্বস্তির আমার আর কী আছে? যখন কাছে থাকবি ভালো, দূরে থাকলে ডাক দিলেই চলে আসবি। আসবি না?'

রূপসা অন্ধকারেই ভুরু কোঁচকাল। তার কি কান্না পাচ্ছে? হ্যাঁ পাচ্ছে। আশ্চর্য! যে মহিলাকে কয়েকঘন্টা আগে পর্যন্ত হিংসে করেছে, তার জন্য কান্না পাবে

BanglaBook.org

কেন? অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে মাথার চুল ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল রূপসা। জোর গলায় দু'হাত তুলে বলল, 'কী মুশকিল করলে বলো তো? এলাম আনন্দ করতে আর তোমরা কান্নাকাটি করে বিরাট ঝামেলা পাকাচ্ছ। যাক, যা খুশি করো। আমি বাবা, মজা করতে এসেছি, এখানে যতক্ষণ থাকব মজাই করব। হা হা, হি হি করে হাসব। ধুপ্ ধাপ্ করে নাচব আর গলা ছেড়ে গান করব। মা তুমি দরজা বন্ধ করে আরও খানিকটা কান্নাকাটি করে নাও। মনে হচ্ছে, কাঁদুনে অ্যালার্মটাকে সঙ্গে আনলে হতো। আমার হয়ে কেঁদে দিত।' এরপর জোর করে হাসতে হাসতে সে বলল, 'আমি সমুদ্র দেখতে চললাম।'

মাধবী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'জলের কাছে যেও না রূপসা।'

রূপসা মাধবীকে আড়াল করে বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে বলল, 'আমি যাব না, মা জল আমার কাছে আসবে।'

বারান্দায় কোনও আলো নেই। থাকার কথাও নয়, গেস্টহাউসের পিছনে ফট ফট্ করে যে জেনারেটর চলছে তার পক্ষে ভেতরের ঘরের পর আর বারান্দাতেও আলো দেওয়ার ক্ষমতা নেই। এক কোণে চেয়ারে বসে সিগারেট খাচ্ছে শান্তনু। শুধু সিগারেট? মদের গন্ধ আসছে না? রূপসা প্রথমে রেলিঙের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর শান্তনুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল,'আপনি বেরিয়েছিলেন নাকি ড্রাইভার সাহেব?'

শান্তনু চেয়ারের তলায় মদের গ্লাস সরিয়ে আড়চোখে রূপসার পোশাক বোঝার চেষ্টা করল। ঘরের ভেতর থেকে যতটা আলো আসছে তাতে পুরোটা বোঝা যাচ্ছে না, তবে হাত পা ঢাকা ঝোলা ধরনের কিছু এটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু মেয়েটার কাঁধে ওটা কী?

'কী হল বললেন না, আপনি বেরিয়েছিলেন?' আবার বলল রূপসা। এবার কিছুটা কড়া গলায়।

'হুঁ।'

'জল কতদূর এসেছে?'

'রাস্তার ওপাশ পর্যন্ত।'

রূপসার চোখ পড়ল গেস্ট হাউসের সামনেটায়। গাড়িটা কই!

'গাড়ি কোথায় শান্তনুবাবু?'

শান্তনু সিগারেটটা ফেলতে গিয়ে সামলে নিল। এই মেয়েকে আর অত ঘাবড়ানোর কিছু নেই।

'বস বেরিয়েছে।'

রূপসা চিন্তিত গলায় বলল, 'এই রাতে রোহন আঙ্কেল বেরিয়েছে! কোথায়?'

শান্তনু হাত উল্টে ঘড়ি দেখে বলল, 'রাত কোথায়? আটটাও তো বাজেনি।

BanglaBook.org

স্যার ওই বিশ্বনাথ নামের লোকটার সঙ্গে গেল। বাজারের দিকে গেছে। শুনলাম জায়গাটার ব্যাপারে গোলমাল হয়েছে। তোমার ওই কোথাও নয় দেখছি বাইরে থেকে যত শান্ত ভেতরে ততটা নয়। অনেকটা রূপসা চৌধুরির মতো।'

শান্তনু হাসল। রূপসা পাত্তা না দিয়ে বলল,'কী হয়েছে?'

'কী আর হবে লোকাল মাস্তানরা যেমন করে আর কী, টাকা চাইছে। বিশ্বনাথের কাছেই শুনছিলাম, নেগোশিয়েশনে গেছে। ওরা বসের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে। স্যার টাকা নিয়ে গেছেন।'

রূপসা বলল, 'ঝামেলা হবে না তো?'

শান্তনু এবার চেয়ারে তলা থেকে গ্লাস বের করে বলল, 'ডোন্ট মাইণ্ড। স্যার নেই এই চান্সে...ঝামেলার কী আছে? বিজনেসে এসব হয়। লোকাল অ্যান্টিসোশালদের হাতে না রাখলে প্রজেক্ট হবে কী করে? গোলমাল লেগেই থাকবে। আমি যখন সিগারেট নিয়ে ফিরছি তখন স্যার গাড়ি বের করছেন। বললাম, আমিও যাই। উনি বললেন, না, তুমি গেস্ট হাউসে থাক। ওরা একা আছে। কী আর করি বল রূপসা। আমি আবার তোমার বডিগার্ড পোস্টের অ্যাপয়েনমেন্ট পেয়েছি কিনা।'

কথা শেষ করে শান্তনু হাসতে লাগল।

কয়েক পা এগিয়ে গেল রূপসা। সত্যি রাস্তার ওপাশ থেকে ঢেউয়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। শান্তনু এবার বুঝতে পারে রূপসার কাঁধের জিনিসটা আসলে একটা তোয়ালে। এতক্ষণ বোঝা যাচ্ছিল না।

'এই কী! এত রাতে তোয়ালে!'

রূপসা শান্ত গলায় বলল, 'শান্তনুবাবু, আমি এখন সমুদ্রে নামব। বেশি না এই হিপ্ পর্যন্ত। আপনিও আমার সঙ্গে যাবেন, আপনাকে জলে নামতে হবে না। আপনি পাড়ে দাঁড়িয়ে আমাকে পাহারা দেবেন।'

শান্তনু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ইমপসিবল্, আর ইউ ম্যাড রূপসা?'

রূপসা বারান্দা থেকে নামতে নামতে চাপা গলায় হাসল। চাপা গলায় বলল, 'ইয়েস আই অ্যাম ম্যাড। আপনি আমার সঙ্গে আসতে বাধ্য, কারণ, আপনি আমার গার্ড। আমি যদি জলে ভেসে যাই আপনার কী হবে বলুন তো? নিন লক্ষ্মী ছেলের মতো গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করুন।'

শান্তনু প্রায় ছুটে এসে রূপসার ডান হাতের কনুই চেপে ধরল।

'প্লিজ, প্লিজ রূপসা...।'

রূপসা হাত ছাড়িয়ে লোহার গেট খুলল। তারপর রাস্তা টপকে এগিয়ে গেল নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে। গেস্ট হাউসের আলো এতটা পর্যন্ত আসতে পারছে না। পায়ের কাছে ভাঙা ঢেউয়ের ফেনা ছুঁয়েই পালিয়ে যাচ্ছে। পিছন ফিরে শান্তনুর দিকে

BanglaBook.org

তাকিয়ে হাসি পেল রূপসার। বেচারি স্মার্ট ম্যানেজার এমন ঘাবড়ানো জীবনে বোধহয় কখনও ঘাবড়ায়নি। রূপসা মনে মনে বলল, দাঁড়াও মিস্টার ভোদাই, ঘাবড়ানোর আরও বাকি আছে।

'মজা বোঝেন শান্তনুবাবু? মজা? এবার আমরা একটা মজা করব।'

শান্তনু কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে যায়। সে বুঝতে পারছে, এই মেয়েকে এখনও কিছু বলা নিরর্থক।

রূপসা বলল 'নিন, এবার আমার মোবাইলটা ধরুন দেখি। মোবাইলে সিগন্যাল নেই, কিন্তু ক্যামেরার লেন্স ঠিক আছে, ফটো তুলতে পারবেন। ভিডিও ক্লিপিংস্। আমি রাতের সমুদ্রে স্নান করব, আপনি মোবাইল ক্যামেরা দিয়ে সেই ফটো তুলে রাখবেন। বেশি নয়, মিনিটখানেক তুললেই হবে। এমন ভাবে তুলবেন যাতে আমার বয় ফ্রেন্ডের মাথা ঘুরে যায়। মনে রাখবেন আমি তাকে কথা দিয়েছি। আই প্রমিসড্ হিম। আমার বয় ফেন্ডের নাম মেয়েলি। কঙ্কন মানে জানেন শান্তনুবাবু?'

শান্তনু আমতা আমতা করে বলে, 'এই অন্ধকারে ফটো!'

রূপসা হেসে বলে, 'এই ফটো অন্ধকারেই তোলা ভালো। আলোতে হলে বেচারি মুর্চ্ছা যাবে।'

কথা শেষ করে রূপসা সমুদ্রের দিকে ফিরে গায়ের হাউস কোটটা খুলে নামিয়ে রাখল বালিতে। শান্তনু কেঁপে উঠল। সে যা দেখছে তা কি সত্যি! বেতের মতো ছিপ্‌ছিপে মেয়ের গায়ে সত্যি কি আর কোনও পোশাক নেই? নাকি আছে, সে দেখতে পাচ্ছে না?

রূপসা নগ্ন। নগ্ন হয়েই হাঁটু পেতে বসেছে জলে। দু'হাতে জল ছিটোচ্ছে শিশুর মতো। যেন খেলছে। তারপর মৎস্যকন্যা হয়ে দুহাতে কালো জল কেটে, ঢেউয়ের মাথায় উঠে ও নেমে এগিয়ে গেল সে।

শান্তনু চিৎকার ওঠে, 'কোথায় যাচ্ছো? রূপসা কোথায় যাচ্ছ?' আতঙ্কে গলা শুকিয়ে গেছে তার।

রূপসা জলেই খিলখিল করে হেসে ওঠে। চিৎকার করে বলে—

'নো হোয়ার ম্যনেজারবাবু। কোথাও নয়।'

কিছুটা দূরে, গেস্ট হাউসের ছাদে তখন চুপ করে বসে আছে মাধবী আর অনীশ। বসে আছে পাশাপাশি। খানিক আগে ছাদে উঠে এসে মাধবী বলেছে, 'আমি যদি তোমার পাশে কিছুক্ষণ বসি তুমি কি আপত্তি করবে?' অনীশ হেসে হাত ধরে তাকে পাশে বসিয়েছে। তারপর থেকে তারা বসে আছে চুপ করে।

রূপসার হাসি শুনে মাধবী চমকে উঠে বলল, 'রূপসার গলা না?'

BanglaBook.org

ঠিক চল্লিশ মিনিটের মাথায় সাত্না আর তার দলবলের সঙ্গে রোহনের মিটিং ভেস্তে গেল। দশ হাজারের জায়গায় ওরা যে টাকা দাবি করে রোহন তার অর্ধেকেও রাজি হয় না। হওয়ার কথাও নয়। রোহন বুঝতে পারে, এই চাপের কাছে মাথা নামালে ভয়ংকর। এরপরে উঠতে বসতে এই গুণ্ডাগুলোর কাছে মাথা নামিয়ে থাকতে হবে। কথা বলতে বলতেই সে সিদ্ধান্ত নেয়, এখানে প্রজেক্ট হবে না। 'কোথাও নয়' রিসর্ট যে এখানেই করতে হবে এমন তো নয়। মাধবী, রূপসাকে বুঝিয়ে বলবে। ওরা অবুঝ নয়। আলোচনা বন্ধ করে উঠে পড়ে রোহন। আর তখনই গোলমালটা হল।

আধা অন্ধকার ক্লাবঘরের এক কোনা থেকে কে যেন বলে উঠল, 'আরে দাদা, আর একটু বসে যান না। সেই তো ঘরে ফিরে মেয়েছেলের বুকে মুখ ঘসবেন।'

দ্রুত ঘাড় ফেরায় রোহন।

'কী বললেন? কে বললেন কথাটা?'

প্যাকাটি মার্কা চেহারার এক যুবক অন্ধকার থেকে ফুঁড়ে আসে। রোহনের সামনে দাঁড়ায়। দাঁত খুঁটতে খুঁটতে বলে, 'কেন কী হয়েছে? আমি বললাম। মিছে কথা নাকি? বিশু, অ্যাই বিশ্বনাথ বল না, দাদা একটু আগে গেস্টহাউসের ঘরে দোর দিয়ে কী করছিল? মেয়েছেলের বুকে মুখ ঘষছিল না? তুই দরজার ফাঁক দিয়ে দেখিসনি? সত্যি কথা বল। বুকে হাত দিয়ে বল।'

রোহন যে চড়টা মারে সেটায় ঠিক কতখানি জোর ছিল বলা কঠিন, তবে ছেলেটা ঘুরে পড়ে যায় মেঝেতে।

সাত্না তার দলবল নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

রোহন প্রায় ছুটে বেরিয়ে আসে ক্লাবঘর থেকে। দরজা খুলে গাড়িতে ওঠে। কিন্তু স্টার্ট দিতে দিতেই ওরা পৌঁছে যায়। এবার ছেলেগুলোর হাতে লাঠি, রড আর আধলা ইঁট। পথ আটকে দাঁড়ায় এবং গাড়ি ভাঙতে শুরু করে।

হেড লাইট দুটো ভাঙা শেষ করে ওরা উইন্ড স্ক্রিনে রড চালায়। পিছনের জানলাটা তেবড়ে দেয়। রোহন জানলার কাচ তুলতে তুলতে শুনতে পায় ওরা বলছে, 'বার কর শুয়োরের বাচ্চাকে, টেনে বার কর। মাগী নিয়ে এখানে ফূর্তি

BanglaBook.org

করতে আসা বের করছি...

নিঝুম হয়ে আসা বাজারে যে সামান্য কটা দোকানের ঝাঁপ তখনও খোলা ছিল, সেগুলোও দ্রুত বন্ধ হয়ে গেল।

রূপসা ঠকঠক করে কাঁপছে। আর একটু পরেই জেনারেটরের বন্ধ হয়ে যাবে বোধহয়। ঘরের আলো বিবর্ণ হয়ে এসেছে। যে ছেলেটা বাজার থেকে ছুটে এসে গোলমালের খবর দিয়ে গেল তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। সে রোহনের খবর বলতে পারেনি, শুধু বলেছে, ওরা গাড়িটা জ্বালাবে বলে তেল ছেটাচ্ছে।

রূপসা বলল, 'মা, ভয় করছে, ভীষণ ভয় করছে। রোহন আঙ্কেল কোথায়?'

মাধবী মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে।

'ভয় পাস না মা। নিশ্চয় উনি পালিয়ে গেছেন।'

'যদি পালাতে না পারে? কী হবে মা?'

মাধবী মেয়ের ভিজে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'নিশ্চয় পারবেন। রোহনবাবু খুবই সাহসী একজন মানুষ।'

ঘরের ভেতরই পায়চারি করছে শান্তনু। তার মুখ রক্তশূন্য। সে বিপদের মাত্রা কিছুটা আঁচ করতে পারছে। আঁচ করে ঘরের দরজা আটকে দিয়েছে। এককোণে পিঠ সোজা করে বেতের চেয়ারে বসে আছে অনীশ।

'শান্তনু, ওখানে কি একবার যাওয়া যায়?'

'খেপেছেন? কাল সকালের আগে এখান থেকে বেরোনোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমার তো ভয় করছে ওরা গেস্ট হাউস অ্যাটাক করতে না আসে। থানাটা কোন্‌দিকে?'

মাধবী কাঁপা গলায় বলল, 'ও কি কোনও অ্যাক্সিডেন্ট করল? তারপরেই গোলমাল?'

শান্তনু ডানহাতটা মুঠি করে বাঁ হাতের তেলোয় মারতে মারতে বলল, 'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। বিশ্বনাথ লোকটাই বা কোথায়? হোয়ার ইজ দ্য স্কাউন্ড্রেল? তখনই স্যারকে বললাম, আমিও যাই।'

রূপসা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'মা, ওরা বোধহয় গাড়িটা পুড়িয়ে দিয়েছে।'

ফট ফট্ আওয়াজ তুলে জেনারেটর বন্ধ হয়ে গেল। তেল ফুরিয়েছে। আলো নিভে গেল সব।

রূপসা মুখে হাত চাপা দিয়ে কেঁদে উঠল। অনীশ উঠে দাঁড়াল।

মাধবী বলল, 'কী হল?'

অনীশ নিচু গলায় বলল, 'আমি যাব।'

মাধবী চমকে উঠে বলল, 'কোথায় যাবে?'

BanglaBook.org

অনীশ মৃদু হাসল। বলল, 'কোথাও নয়।'

'না, তুমি যাবে না। কিছুতেই যাবে না তুমি। ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।' মাধবী সোজা হয়ে বসল।

অনীশ এগিয়ে গিয়ে বারান্দার দরজা খুলল। এত পরে চাঁদ উঠেছে। ম্লান জোৎস্নায় ভরে গেছে বারান্দা। অনীশ সেই জ্যোৎস্নায় মায়াবী ছায়া ফেলে এগিয়ে গেল। মাধবী ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল।

'তুমি যাবে না। কিছুতেই যাবে না। রোহনবাবু ঠিক ফিরে আসবেন।'

অনীশ মাধবীর হাত ছুঁয়ে অন্ধকারেই সামান্য হাসল।

'আমাকে যেতেই হবে মাধবী। তুমি আমাকে বাধা দিও না। শুধু রোহন নয়, আমাকে তোমার জন্যও যেতে হবে। হবে না?'

'পাগলামি কোরো না অনীশ। আমি তোমাকে ছাড়ব না।' মাধবী কেঁদে উঠল।

রূপসা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে নিঃশব্দে। সে তার মায়ের কাঁধে হাত রেখে ফিসফিস করে উঠল, ওকে যেতে দাও মা।'

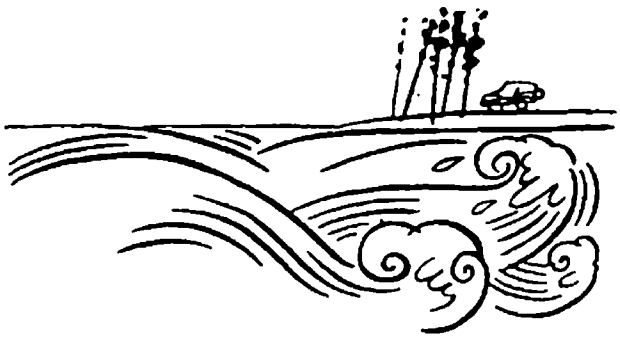

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG